বাংলাপিডিএফ

বন্ধু

সৈকত জাহান

ওয়েস্টার্ন

রঙিন

বাংলাপিডিএফ
রনি

অধুনা ওয়েস্টার্ন-১৬

বন্ধু

সৈকত জাহান

পশ্চিমে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে ওরা। শীতের আগেই পৌঁছতে হবে ফোর্ট ডায়মণ্ডে। এদিকে শোশন ইণ্ডিয়ানরা ঘাপটি মেরে আছে ট্রেইলে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধাবার জন্য প্রস্তুত।

জনি কেইন, একজন বাউন্টি কিলার। জুলি উলসনের পাল্লায় পড়ে জড়িয়ে গেলো অভিযাত্রীদলের সাথে। ঘর বাধার স্বপ্ন কেইনের ছ'চোখে। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না টমাস বিলের। শুরু হলো অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই সাথে ইণ্ডিয়ান আক্রমণ।

বীজন প্রান্তরে আহত হলো কেইন। ওকে ট্রেইলে ফেলে রেখে চলে গেলো অভিযাত্রীদল। ঘোড়া, পানি খাদ্য কিছুই নেই। তিনজন ইণ্ডিয়ানের উপস্থিতি আরো খানিকটা অসহায় করে ফেললো ওকে।

নিজেকে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে জুলিকে এবং রক্ষা করতে হবে অভিযাত্রীদলকে। ওই বোকা অভিযাত্রীদলের এই মুহূর্তে একজন প্রকৃত বন্ধু দরকার। কিন্তু একা কিইবা করবে ও?

দাম : বাইশ টাকা

অধুনা

প্রকাশিত কিছু বই ঃ

আঁধারের আতঙ্ক। ইমতিয়াজ ফারুক—১৪ টাকা
অপারেশন ট্রোজান আইল্যাণ্ড। অ্যাঃ ম্যাকলিন—১৬ টাকা
চাইনীজ কানেকশন। রায়হান আলম—১৬ টাকা
ক্রস ফায়ার। নিক কার্টার। ঐ —১৬ টাকা
ভয়াল ভয়ংকর। আলী ইমাম—১৫ টাকা
নীল শয়তান। ঐ —১৬ টাকা
কালোচিতা। আলী ইমাম—১৬ টাকা
অবিশ্বাস্য অতীত। মইনুল আহসান সাবের—১৬ টাকা
২২৫০ সালের দিনরাত্রি। আঁদ্রে নর্টন—১৯ টাকা
হত্যাকারীর হাতছানি। মাজহার মির্জা—১৬ টাকা
মৃত্যু উপত্যকা। আহমেদ আরিফ—১৮ টাকা
সংঘর্ষ। শিলু মুকিত—২০ টাকা
প্রতিহিংসা। সেলিম আহমেদ—১৮ টাকা
বুনো। সিরাজ কাদির—১৬ টাকা
চক্রান্ত। মাজহার মির্জা—১৬ টাকা
বিরোধ। গোলাম মওলা নঈম—২০ টাকা
উৎখাত। দেলোয়ার হোসেন—২০ টাকা
মাশুল। সৈকত জাহান—২২ টাকা
সংকট। দেলোয়ার হোসেন—২৩ টাকা
ঝামেলা। সৈকত জাহান—২০ টাকা
ওয়াইল্ড বিল হিকক। দেলোয়ার হোসেন—২১ টাকা
বিনাশ। গোলাম মওলা নঈম—২৩ টাকা
বিদ্বেষ। ইখতিয়ার চৌধুরী—২১ টাকা
বিপদ। গোলাম মওলা নঈম—২০ টাকা
যুদ্ধ পলাতক। গুন্থার বাহনেমান—২০ টাকা

অধুনা ওয়েস্টার্ন

বন্ধু

সৈকত জাহান

অধুনা ওয়েস্টার্ন—১৫
প্রকাশকাল : আগষ্ট ১৯৮৯

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক :
অধুনা প্রকাশনের পক্ষে
ফরিদ আহমেদ
২০ শেখ সাহেব বাজার
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫

মুদ্রণ :
সুরমা আর্ট প্রেস
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
হামিদুল ইসলাম

পরিবেশক :
কারেন্ট বুক সাপ্লাই নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা। ঢাকা হকার্স সমবায় সমিতি লিঃ। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ডানা পাবলিশার্স বাংলাবাজার, ঢাকা। মিশুক প্রকাশনী, কারেন্ট বুক সেন্টার চট্টগ্রাম। মেসার্স জ্যোৎস্না স্টোর্স কুমিল্লা। এছাড়াও দেশের সর্বত্র বুকস্টল ও ম্যাগাজিন কর্নারসমূহে পাওয়া যায়।

উৎসর্গ

জুয়েল, শফিক, শওকত, স্বপন

এবং

বাপ্পি, তানিয়া।

১

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। উত্তপ্ত দিন। দু'হপ্তা ধরে কোন কাজ নেই ওর।

অলসভাবে শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে জনি কেইন। কাজ যে নেই তা নয়। কিন্তু ওসব কাজ কস্মিনকালেও ভালো লাগেনি তার। সকাল বেলা ডারবার র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান একটা কাজের কথা বলে গেছে। র‍্যাঞ্চের কাজ। অলস মুখে না বলে দিয়েছে সে।

সিমসন জেনারেল স্টোরের হিচ রেইলে বসে রয়েছে জনি কেইন। ধীর মুখে চুরুট টানছে। চুরুটে এই মুহূর্তে তার কোন উৎসাহ নেই। তবু টানছে, টানতে হয় তাই।

মারভা টাউনে আজ মাস দু'য়েক ধরে আছে সে। দু'জনকে খুন করেছে। এই লোকগুলোর নামে ওয়ান্টেড নোটিশ ছিলো। দু'জনকে মেরে পাঁচশ ডলার পেয়েছে।

গত পাঁচ বছর ধরে সে এই পেশায় নিয়োজিত। মানুষ খুন করাটা পেশা হিসাবে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই পেশাটা বেছে নিলো কেন তা নিয়ে কখনো ভাবেনি। ভাববার দরকারও মনে

করেনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই পেশায় সে হাঁফিয়ে উঠেছে। এবার পেশা বদলানো দরকার। কিন্তু চলমান জীবনের সাথে যা একবার মিশে গেছে গভীর ভাবে, তা চট করে পরিবর্তন করা যায় না।

তার ধারনা, খারাপ লোকদের বাঁচার অধিকার নেই। গত পাঁচ বছর ধরে সে খারাপ লোকদেরই মেরেছে এই ধারনার বশবর্তী হয়ে। কিন্তু এখন কেইনের মনে হচ্ছে খারাপ লোকদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। কেননা ভালো ও মন্দ পরস্পরের পরিপূরক। মন্দ ছাড়া ভালোর পার্থক্য বোঝা যায় না। তাই বলে খারাপদের জিইয়ে রাখারও কোন মানে হয় না। গত পাঁচ বছরে প্রচুর শত্রু জুটিয়েছে জনি কেইন। এই সব শত্রু মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব। তার ভালো বন্ধুও জুটেছে অনেক। মারভা টাউনে অন্ততঃ দু'জন আছে, ডারবার র‍্যাঞ্চে।

কাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে? না, বাঁচে না। জনির মনে হচ্ছে সে কোন কাজ করছে না। গত হপ্তা ধরেই এমন হচ্ছে তার।

সাপারের সময় হয়নি এখনো খুব একটা ব্যস্ততা নেই কোথাও। পাশেই একটা কামারের দোকান। একজন লোক বিশাল কালো রঙের একটা হাঁপর টানছে। কাজটায় হাঁপিয়ে উঠেছে সে। লোকটার চোখে মুখে আগুনের আঁচ লাগছে। লাল হয়ে উঠেছে চোখ মুখ। পাশে আর একজন লোক। সে একটা লোহার বার তাতাচ্ছে।

রাস্তার ওপর তিনটা ছেলে একটা কুকুর নিয়ে টানা হ্যাচড়া করছে। কুকুরটা যেতে চাইছে না ছেলেগুলোর সাথে। ওদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে ছোট একটা মেয়ে। ওদের কাজ কারবার দেখছে মনযোগ দিয়ে। থেকে থেকে মন্তব্য ছুঁড়ছে আর হাসছে।

নতুন একটা চুরুট ধরালো জনি। একজন নিগ্রো একটা বাক-বোর্ড দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে গেলো। ধুলো উড়লো এক-রাশ। বালকগুলো সরে গেলো মাঝ রাস্তা থেকে। কুকুর-টাকে তারা বশে এনে ফেলেছে প্রায়। তারা কুকুরটাকে একটা বাড়ীর বারান্দায় টেনে এনেছে এখন। ছোট মেয়েটা তিন জনের পেছন পেছন আছে।

কামারের দোকান থেকে এখন ধাতু ঘর্ষনের বিশ্রী শব্দ ভেসে আসছে। গরমের ভেতর এই ভোঁতা শব্দগুলো অসহ্য। কিন্তু সেদিকে কেইনের খুব একটা কান নেই। সে আপন মনে চুরুট টেনে চলেছে।

এসময় মেয়েটা চেঁচাতে লাগলো, স্টেজ স্টেজ বলে। বালক-গুলো কুকুরের ওপর থেকে মনোযোগ হারালো। একজন বলল, পাঁচটা। আরেকজন বললো, আরো বেশী। মেয়েটা স্টেজ স্টেজ বলে চেঁচাচ্ছেই। তারপর ওরা হঠাৎ করে দৌড়াতে শুরু করলো শহরের পুব দিকে। স্টেজ কোচগুলো পুব দিক থেকেই আসছে। কুকুরটা রক্ষা পেয়ে গা ঝাড়া দিলো। তার-পর আস্তে আস্তে হেঁটে ঢুকে পড়লো একটা গলিতে।

ছোট মেয়েটার চেঁচামেচি কানে ঢুকলো কেইনের। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ওর দৃষ্টিপথ অনুসরণ করলো। এসময় তিনজনকে দেখলো পুব দিকে দৌড়াতে।

স্টেজ কোচ পাঁচটা নয়, আটটা। এক ঝলক দেখেই হিসেব করে ফেললো জনি। কোচগুলো এখন শহরের মুখে এসে পড়েছে। কোচের পাশে ঘোড়ায় বসা পাঁচ ছ'জন লোক।

জনি কেইনের চুরুটটা যখন শেষ হলো, স্টেজ কোচগুলো থেমে পড়েছে শহরের মুখে। ভেতর থেকে একজন দু'জন করে নামতে শুরু করেছে। ঘোড়ায় বসা তিনজনলোক এগিয়ে আসতে লাগলো শহরের কেন্দ্রাভীমুখে।

কামারের দোকানে কাজ বন্ধ হয়েছে। গলদঘর্ম লোক দু'জন দেখছে আগন্তুকদের। আস্তাবল থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে গেলো স্টেজ কোচগুলোর দিকে। বালকগুলোর সাথে আগন্তুকরা আলাপ করছে। বালকগুলো খুশী মনে কথা বলছে। ছোট মেয়েটা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। সে বোধহয় খুব অবাক হয়েছে।

শহরের অনেকেই এখন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে আগন্তুকদের। অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ। শহরের শেষ প্রান্তে সেলুন, দরজার কাছে পাঁচ ছ'জন ভীড় করছে। কয়েকটা বাড়ীর জানলা পথে উঁকি মারছে ক'য়েকজন। এরা সবাই কৌতুহলী।

জনি কেইনকে খুব একটা আগ্রহী মনে হচ্ছে না। সে চুরুটটা

শেষ করে নতুন আর একটা ধরালো। এসময় তিনজন লোক তার পাশ কাটিয়ে গেলো ধীর গতিতে। অলস চোখে হিচ রেইলে বসে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো লোক তিনজনকে। যাচাই করলো। যে কোন মানুষকে দেখার পর তাকে যাচাই করা জনির স্বভাব। লোক তিনজন এক ঝলকের জন্য দেখলো হিচ রেইলে বসে থাকা জনি কেইনকে। পাত্তা দিলো না। ওদের দৃষ্টিতে এমন একটা ভঙ্গি, যেনো একটা বুনো ঘোড়া দেখলো। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো কেইন। লোক তিনজন সেলুনের দিকে চলে গেলো।

দু'টো ঘোড়ার শব্দে মুখ ফেরালো কেইন। দু'জন বুড়ো, সাথে একটা মেয়ে, পাশাপাশি। আসছে এদিকেই। দৃষ্টি আটকে রইলো কেইনের।

এই অশ্বারোহী তিনজন কেইনকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কেইন হঠাৎ মাথার হ্যাট খুলে বিশেষ একজনকে সম্মান দেখাল। কিন্তু বিশেষ যাকে সম্মান দেখালো সে দেখেছে বলে মনে হলো না। জনি কেইন চুরুটে ঘন ঘন টান দিলো।

এসময় নজর গেলো সামনে এগিয়ে যাওয়া তিনজনের দিকে। ওদের একজন জনির দিকেই তাকিয়ে আছে। অন্ততঃ ওর তাই মনে হলো।

চুরুটটা বিস্বাদ ঠেকলো জনি কেইনের কাছে। দাঁত মুখ চেপে শেষমেষ আর একটা টান দিলো সে। তারপর মাটিতে ফেলে পিষে ফেললো বুটের গোড়ালি দিয়ে।

আবহাওয়া খুব একটা স্বস্তিকর নয়। বাতাসে গুমোটভাব। গ্রীষ্মের শেষে আবহাওয়া এমনই হয়। অস্বস্তিকর আর বিশ্রী। শেষ বিকেল। পশ্চিম মুখী সেলুনের দরজা দিয়ে ঝুলে পড়া সূর্যটা দেখা যাচ্ছে, হলদেটে হয়ে আছে। আলোও ছড়াচ্ছে হলদেটে। বাতাস নেই এক ফোটাও। মনে হচ্ছে বাতাস বলে কিছু কোন কালে ছিলোও না যেনো।

সেলুনের মাঝামাঝি জায়গায় বসেছে জনি কেইন। দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। সূর্যটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ডারবার র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান একটু আগে চলে গেছে। র‍্যাঞ্চে কাজ নেবার কথা বলেছে তাকে বারবার। তাকে নাকি তাদের খুব দরকার।

উঠতে যাচ্ছিলো জনি। উঠা হলো না। স্টেজ কোচের কয়েক-জন লোক ঢুকছে ভেতরে। চারজন। তাদের সাথে সেই মেয়েটিও আছে। মেয়েটির সাথে চোখাচোখি হলো কেই-নের। মৃদু হেসে মাথার হ্যাটটা ধরে মাথা নোয়ালো।

সেলুনের তিনজন লোক একই সাথে হ্যাট খুলে সম্মান

দেখালো। খেয়াল করলো জনি। মৃদু হাসলো সে। পশ্চিমের লোকেরা মেয়েদের সম্মান দিতে জানে। আর সে যদি সুন্দরী হয় তাহলে কথাই নেই।

কেইনের ডান পাশের খালি টেবিলটা দখল করলো পাঁচ জন। মেয়েটা বসলো একেবারে বাম দিকে, ওপাশে। মেয়েটার ডান দিকের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছে কেইন।

বারটেণ্ডার কাউন্টার ছেড়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ঠোঁট বাঁকিয়ে জরিপ করলো। তারপর ঠোঁট বাঁকিয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'কি করতে পারি তোমাদের জন্য ?'

'ড্রিঙ্কস।' লম্বা চওড়া মতো একজন বললো। পাশের মেয়েটার দিকে ঘাড় ফেরালো সে। মৃদু হাসলো। 'জুলি, তোমার জন্য সফট ড্রিঙ্কস, তাই না ?'

মাথা ঝাঁকালো জুলি উলসন। মাথার সোনালী চুলগুলোয় ঢেউ জাগলো একটু। 'তুমি তো জানোই।'

'ম্যা'মের ইচ্ছে শুনেছো, তুমি।' বারটেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বললো লোকটা। 'এবার সার্ভ করতে পারো।'

লোকটার কথার নমুনা বোধহয় পছন্দ হলো না বারটেণ্ডারের। সে একবার জুলি উলসনের দিকে তাকিয়ে জনি কেইনের পাশে সরে এলো। 'তোমার কিছু লাগবে ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিষেধ করলো জনি কেইন। তারপর উঠে বারটেণ্ডারের সাথে কাউন্টারে চলে এলো। বিল মিটিয়ে বারে হেলান দিলো। চুরুট ধরালো। জুলি উলসনকে পরিষ্কার

দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটা চমৎকার। বিশেষ করে চোখ দু'টো। এক দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। এই তাকিয়ে থাকাটা খুব অভদ্রতা। দৃষ্টিকটু। দুর্বল চরিত্রের লোকেরাই এভাবে তাকিয়ে থাকে মেয়েদের দিকে। সে কি দুর্বল চরিত্রের লোক? নিজেকে প্রশ্ন করলো জনি। জবাব পেলো, না, তা সে নয়। তাহলে এভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কেন? তাকিয়ে আছে এজন্য যে, জুলি উলসন নামের মেয়েটা সুন্দরী। এবং মেয়েটাকে তার দেখতে ইচ্ছে করছে।

সেলুনের কয়েকজন অতি রসিক লোক চোখ টিপলো। দেখেও দেখলো না কেইন।

জুলি উলসনের পাশে টমাস বিল। জনি কেইনের ব্যাপারটা খেয়াল করলো সে। প্রথমে পাত্তা দিলো না। পশ্চিমের লোকগুলো এমনই হয়। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই দু'চোখ দিয়ে গিলে খেতে চায়। রাগলো না, তবে জনি কেইনের ভঙিগটাও মনঃপুত হলো না তার। সে একবার আড়চোখে জুলি উলসনের দিকে তাকালো। বেহায়া লোকটার দিকে তাকাচ্ছে না জুলি। স্বস্তি পেলো সে। জুলি উলসনকে চেনে সে ভালোভাবেই। কিন্তু একটু পরেই তার ভুল ভাঙগলো। খেয়াল করলো জুলি উলসনও বার কয়েক আড়চোখে তাকালো কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে। হঠাৎ করেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো বিলের। সে জ্বলন্ত চোখে

কয়েকসেকেণ্ডের জন্য তাকালো কেইনের দিকে।

মৃদু হাসছে জনি। চুরুট টানা শেষ হয়েছে তার। ঘুরে যাচ্ছে কেইন এখন। বিলের জ্বলন্ত দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ঘুরে হাঁটা ধরেছে বাট উইং দরজার দিকে।

একটু পর একজন বেয়ারাকে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো টমাস বিল, 'লোকটা কে?'

বেয়ারা প্রথমে অবাক হলো। সে একবার চট করে জুলি উলসনের ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলো। জনি কেইন এই মেয়েটার দিকেই কিছুক্ষণ আগে তাকিয়ে ছিলো। লোকটার মনে সন্দেহ জেগেছে, বুঝলো বেয়ারা। সে আস্তে করে বললো, 'জনি কেইন। পশ্চিমের সেরা পিস্তলবাজ হিসেবে নাম না থাকলেও এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। পেশায় বাউন্টি কিলার। মারভা টাউনে ওয়ান্টেড দু'জনকে খুন করে পাঁচশ ডলার পকেটে ঢুকিয়েছে।'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো বেয়ারা তর্জনী তুলে বিল তাকে থামালো। 'বুঝেছি। যাও তুমি।'

থতমত খেয়ে গেলো বেয়ারা। সে আর একবার জুলি উলসনের দিকে তাকালো। তারপর অপ্রস্তুতের মতো হেসে চলে গেলো।

সেলুন থেকে বেরিয়ে থামলো জনি। ভেতরে ভেতরে একটা পুলক অনুভব করছে। এই ধরনের পুলক সে আগে কখনো

অনুভব করেনি। জুলি উলসনকে দেখার পর থেকে এমন হচ্ছে তার।

সুন্দরী মেয়ে দেখলে কি সব পুরুষেরই এমন হয়? হয় হয়তো। জুলি উলসনকে দেখেই যে প্রথম পুলক অনুভূত হয়েছে, কথাটা আসলে পুরোপুরি ঠিক নয়। ডেনভারে এমনু একটা পুলক টের পেয়েছিলো সে। ওই মেয়েটাও ছিলো চমৎকার সুন্দরী। পুবের মেয়ে ছিলো। বেশ কিছুদিন মেয়েটার পেছনে লেগে-ছিলো জনি, ভুতের মতো। লাভ হয়নি তাতে। মেয়েটা একজন মাইনারকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে। বছর দু'য়েক আগের কথা। সেই মেয়েটার মুখ তার প্রায়ই মনে পড়ে। একটা জিনিস আশ্চর্য লাগে তার। সেই মেয়েটাকে সে ভুলতে পারে না, অথচ নিজের মায়ের কথা বহুদিন আগেই ভুলে গেছে। বাবার কথা তো কস্মিনকালেও মনে পড়ে না। অদ্ভুত!

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাক চুলকালো জনি। গলায় বাধা সবুজ রুমালটা খুলে মুখ মুছলো সময় নিয়ে। তারপর গলায় ঝুলালো। স্টেজ কোচগুলো পুবে আছে। চোখ কুঁচকে ওদিকে তাকালো। কৌতূহল জাগছে ওর মনে। এই লোকগুলো ভালো একটা জায়গার সন্ধানে বেরিয়েছে। তেমন কোন ভালো জায়গা পেলে বসতি গড়বে। তাদের সেই বসতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে শহর। পশ্চিমের সমস্ত শহরের এভা-বেই সৃষ্টি। পশ্চিমের সমস্ত শহরই একটা ক্যাম্প থেকে উদ্ভব হয়েছে। এই অভিযাত্রী দলটাও কোন একটা শহরেব পত্তন

ঘটাতে যাচ্ছে সম্ভবত।

কেইন হাঁটতে শুরু করলো পুবে। ইচ্ছা অভিযাত্রীদের সাথে দেখা করবে। এম্নি, কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই?

শহরের বাইরে বিশাল এলাকা জুড়ে আস্তানা গেড়েছে দলটা। স্টেজ কোচ আর বাকবোর্ডগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চার-দিকে। তাবু টাঙানো হয়েছে এখানে ওখানে। দু'তিন জায়গায় রান্নার আয়োজন চলেছে। জ্বালানি লাকড়িগুলো কাঁচা। প্রচুর ধোঁয়া হচ্ছে। একটা বোর্ডের ওপর বসে রয়েছে একটা ছেলে। হাতে স্প্যানিশ গিটার। টুংটাং আওয়াজ তুলে আন্তরিকভাবে বাজানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সফল হচ্ছে না। বেসুরো আওয়াজ বেরুচ্ছে। লম্বা দড়ি টাঙিয়ে কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। আশেপাশে কয়েকটা ঘোড়া। অস্থায়ী হিচ রেইলে বাঁধা। একটা কাঠের স্তূপের পাশে একজন লোক কাঠ চিড়ছে।

শহরের মুখে এসে থেমে পুরো দৃশ্যটা দেখলো জনি কেইন। যাযাবরদের সাথে কোন অমিল নেই দলটার। পার্থক্য শুধু এরা যাযাবর নয়, কোন এক জায়গায় স্থির হতে যাচ্ছে।

একটা তাবুর আড়াল থেকে শেরিফকে বেরুতে দেখলো, মাঝ বয়সী এক লোক সাথে। বেশ খানিকটা এগিয়ে মাঝ বয়সী লোকটা কি যেন বললো শেরিফকে। তারপর ঘুরে চলে গেলো সে। শেরিফ এগোতে শুরু করলো শহরের দিকে। জনি কেইনকে দেখলো দাঁড়িয়ে থাকতে। কাছে এসে শেরিফ

বললো, 'পশ্চিমে যাচ্ছে দলটা। একজন স্কাউট খুঁজছে। ডারবার র‍্যাঞ্চে কাজ করার চেয়ে এটা অনেক ভালো।'

মাথা ঝাঁকালো জনি কেইন। 'ভালো কাজ। তবে এসব আমার জন্য নয়। আমি একজন বাউন্টি কিলার।'

'দিনকে দিন শত্রু বাড়ছে তোমার। বাউন্টি কিলাররা অ্যাম্বুশে মারা যায়। যেমন নাবিকরা মরে পানিতে।'

চলে গেলো শেরিফ। পেছন থেকে কেইন বললো, 'আমি মরবো ডাঙগায়।'

পুরো ক্যাম্পের ওপর থেকে দৃষ্টি বুলিয়ে আনলো জনি কেইন। বাকবোর্ডের ওপর রসা বালকটার দিকে এগোলো।

মনোযোগ সহকারে গিটার বাজাচ্ছে সে। কেইনের আগমনে তার কোন ব্যাঘাত ঘটলো না। বালকটা চোখ বন্ধ করে বাজাচ্ছে। আন্তরিকতা আছে।

দু'মিনিট অপেক্ষা করলো কেইন। তারপর তর্জনী দিয়ে গিটারের তারে টোকা দিলো বার কয়েক। ধ্যান ভাঙগলো ওর। চোখ খুলে তাকালো বিরক্তকারীর দিকে। থামানোর জন্য খুব যে একটা বিরক্ত হয়েছে তেমন কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলো না তার মধ্যে। মৃদুস্বরে সলজ্জভাবে বললো, 'সিনর, ভালো বাজাতে পারি না আমি।'

বালকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো জনি কেইন। হেসে বললো, 'একবারে কেউ গাছে চড়তে পারে না। আর ক'দিন পর ভালোই বাজাবে তুমি।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বালকের মুখ। স্বগতোক্তি করলো, 'কি জানি।'

বাকবোর্ডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো জনি কেইন। ক্যাম্প থেকে দৃষ্টি বুলিয়ে আনলো একবার। তারপর চুরুট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে আসছো তোমরা?'

'সেণ্ট লুইস।'

'আচ্ছা।' মাথা ঝাঁকালো কেইন। 'তোমাদের চীফ কে?'

'তিনি তাবুতে আছেন। সামনের ওই তাবুতে। কার্ল উলসন তার নাম।' একটা তাবু ইঙ্গিত করে বললো বালক।

'ধন্যবাদ তোমাকে।' বালকের মাথায় আবার হাত বুলিয়ে দিলো কেইন। 'আন্তরিকতা না থাকলে কোন কাজ হয় না। গিটারে মন প্রাণ ঢেলে দাও। দেখবে ভালো বাজাচ্ছো তুমি।'

'সিনর আমার নাম, রাসটি কিউ। মনে হচ্ছে তোমার খুব চমৎকার একটা মন আছে।'

'শোনো রাসটি কিউ, মন সবারই আছে—কারো ভালো কারো খারাপ। গান জিনিসটা ভালোই লাগে আমার।'

৩

তাবুর মুখে একটা গুটানো চেয়ারে বসে আছে সে। এই লোকটার নামই কার্ল উলসন। লোকটার বয়স যথেষ্ট। কিন্তু বুড়ো নয়। চমৎকার স্বাস্থ্য। শক্তিশালী একজন লোকের সাথে হাতাহাতি করে জেতার সম্ভাবনা প্রচুর।

জনি কেইন কার্ল উইলসনের সামনে এসে দাঁড়ালো। চেয়ারে বসা লোকটার দিকে একটুখানি দেখে আস্তে করে বললো, 'হেই মিস্টার কার্ল উলসন, শুভ সন্ধ্যা।'

কার্ল চট করে মুখ তুললো। চোখ কুঁচকে তাকালো কেইনের দিকে। প্রথমেই নজর গেলো কেইনের দু'পাশে, ঝোলানো পিস্তলের ওপর। তারপর ধীরে ধীরে ওপরে উঠলো দৃষ্টি। স্থির হলো কেইনের মুখে এসে। বললো, 'কি চাও তুমি?'

'তেমন কিছুই না।'

'তোমার সাথে গল্প করার সময় নেই আমার।'

'গল্প করার জন্য আসিনি। স্রেফ কৌতূহল। দেখতে এসেছি শুধু।'

'এটা চিড়িয়াখানা নয়। আমরা জীবজন্তুও নই।'

কেইন হাসলো। এগিয়ে এলো দু'পা। তাবুর পাশে লাকড়ি জড়ো করা আছে। বসে পড়লো ওখানে। 'তোমরা জীব-জন্তু নও। তবে মানুষও এক প্রকার জন্তু। কথাটা তোমার জানা আছে মনে হয়।'

'বই-এর কথা।'

'কথাটা সত্যি।' বললো কেইন। 'মনে হচ্ছে পশ্চিমে নতুন তোমরা। পশ্চিমা মানুষরা এসব লোকদের নতুন চিড়িয়া হিসেবেই বিবেচনা করে।'

রাগলো না কার্ল। সে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলো কেইনের দিকে। 'তুমি মনে হয় কিছু বলতে চাচ্ছো?'

'কোন দিকে যাবে তোমরা?'

'ফোর্ট ডায়মণ্ডের দিকে।'

'বসতি গড়ার জন্য ওদিকে চমৎকার জায়গা আছে। তবে ইণ্ডিয়ানদের উৎপাত বেশী। ইউ, এস সৈন্যরাই হিসমিস খেয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পশ্চিমে রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া কেউ টিকতে পারে না।'

মাথা ঝাঁকালো জনি। 'মনে হচ্ছে তুমি খুব শক্ত লোক। শক্ত লোকেরা সাহসী আর পরিশ্রমী হয়। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার দলে বেশ কিছু আমরা কাঠের ঢেঁকি রয়েছে।'

কেইনের কথা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে হাসলো কার্ল উলসন। 'এটা কোন ক্যাভালরি ইউনিট নয়—নিছক একটা

শান্তিপ্রিয় অভিযাত্রী দল। বসতি গড়াই মূল লক্ষ্য। কোন দলেই সবাই সাহসী হয় না।'

'ঠিক।' বললো কেইন। 'তবু যেখানে যাচ্ছো, শান্তিপ্রিয় লোকদের টিকে থাকার সম্ভাবনা খুব কম।'

মৃদু হাসলো কার্ল উলসন। 'পশ্চিমে যারা বাস করছে যুদ্ধ করেই টিকতে হচ্ছে তাদের।'

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়ালো কেইন। 'বোধহয় বিরক্ত হচ্ছো তুমি। কেউ বিরক্ত হলে তার সাথে কথা বলি না আমি।'

কার্ল চোখ পিট পিট করে তাকালো। 'তুমি একজন পিস্তল-বাজ লোক।'

'এবং একজন মানুষ।' যোগ করলো কেইন। 'যুদ্ধ করেই টিকে আছি পশ্চিমে। এখানে টিকে থাকাই আসল কথা।'

বেশ কিছুক্ষণ কেইনের দিকে তাকিয়ে রইলো কার্ল। 'তুমি একজন ভবঘুরে লোক। যুবক বয়সে অনেকেই এই জীবনটা পছন্দ করে। ইচ্ছে হলে নতুন জীবনের সন্ধানে বেরুতে পারো।'

'চমৎকার প্রস্তাব।'

'ভেবে ছাখো।'

কার্ল উলসনের দিকে একটু কুঁজো হলো জনি কেইন। 'মানুষ প্রেমে পড়লে স্থির হবার চিন্তা করে। এখনো আবেগ প্রবণতা ঢোকেনি আমার ভেতরে।' থেমে হেসে বললো, 'জুলি উলসন চমৎকার মেয়ে।'

'ওর মায়ের মতো।' গোমড়া মুখে বললো উলসন। 'তোমার

ইচ্ছে বোধহয় পূরণ করতে পারবে না জুলি। কয়েক বছর আগে সে সঙ্গী নির্বাচন করে ফেলেছে।'

স্মিত হাসলো জনি কেইন। বললো, 'স্বাভাবিক ব্যাপার।'

দিক চক্রাবলে নেমে গেছে সূর্য। হলদেটে আলো বিচ্ছুরণ করছে প্রকৃতিতে। বাতাস নেই। তবে গুমোট ভাবটা বেশ আছে।

কার্ল উলসনের তাবু থেকে সরে আসার পর একজন মহিলাকে দেখলো কেইন। টাঙানো তার থেকে কাপড় নামাচ্ছে। ডান হাত দিয়ে নামিয়ে জড়ো করছে বাম হাতের ওপর। কেইনকে দেখে কাজ থামিয়ে দিলো সে। মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইলো কেইনের দিকে। মানুষ বোধহয় এই প্রথম দেখছে সে এমন একটা ভাব।

আস্তাবলের কাছাকাছি হতে জুলি উলসনকে দেখলো কেইন। পাশে টমাস বিল। জুলির পাশে এমনভাবে হাঁটছে যাতে দেখলে মনে হয় এই মেয়েটার সেই স্বামী। অথবা একমাত্র প্রেমিক যাকে জুলি উলসন মনে প্রাণে ভালোবাসে। টমাস বিল হাত নেড়ে নেড়ে কিছু একটা বোঝাতে চেষ্টা করছে জুলি উলসনকে। যাকে বোঝাচ্ছে সে বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। কেননা সে নিঃশব্দে হাসছে শুধু। টমাস বিলের বক্তব্য ঠিক মতো শুনছে না। জুলি উলসনের নিঃশব্দ হাসি স্মিত হাসিতে পরিণত হলো এখন। কেইনকে দেখতে পেয়েছে। টমাস বিলও দেখেছে। সে একমুহূর্ত থেমে তার

বক্তৃতা চালিয়ে গেলো। জুলি শুনছে কি শুনছে না তা সে খেয়ালই করছে না। তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে এই পিস্তলবাজ ছোড়াটাকে নিয়ে। জুলির দিকে হাভাতের মতো তাকানো তার পছন্দ হচ্ছে না মোটেও।

পাশ কাটানোর সময় হ্যাট খুলে সম্মান দেখালো জনি কেইন। জবাবে স্মিত হাসিটা উপহার দিল জুলি উলসন। কথা বলতে বলতে টমাস বিল খেয়াল করলো। সুন্দরী মেয়েদের আহম্মক লোকেরা সম্মান করে। এই লোকটাও আহম্মক! মনে মনে গালি দিলো টমাস।

সেলুনে ঢুকে এক বোতল জিন নিলো জনি কেইন। অনেকদিন মাতাল হয়নি সে। আজ মাতাল হবে। মাতাল হলে অনেক কিছু ভোলা যায়। কিন্তু জুলি উলসন তরতাজা ক্ষত।

বারটেণ্ডার অবাক হলো জনি কেইনকে মাতাল হতে দেখে। পিস্তলবাজ লোকেরা সহজে মাতাল হয় না। একমাত্র কবরে নেমেই তাদের মাতাল হবার অবকাশ আছে। তার কাছে কেইনের একটা খবর আছে। কিন্তু জনি যেভাবে মাতাল হচ্ছে এখন বললে কিছুই বুঝতে পারবে না সে।

একটু ভালো ধরনের মাতাল হলো জনি।

সেলুনে গণ্ডগোল করলো। তিনটা বোতল আর পাঁচটা গ্লাস ভাঙলো। দু'জন লোককে ঘুষি মারলো। দু'জনের ভেতর একজন সুস্থ, সে এড়িয়ে গেলো ঘুষির জবাব না দিয়ে। যদিও তার কপালের মাঝ বরাবর ফুলে আছে ঘুষি খেয়ে। অন্যজন

মাতাল। সে জবাব দিলো ঘুষি মেরে। ব্যস, দু'মাতালে লেগে গ্যালো ঘুষোঘুষি। শেরিফ এসে ছোটালো দু'জনকে। সে কেইনকে সেলুন থেকে বের করে নিয়ে এলো বাইরে। কেইনের দু'ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিলো জোরে। 'তুমি কি মাতাল হয়ে পড়েছো কেইন।'

কেইন জড়িত গলায় বললো, 'অনেকটা।' কেইনের হাত ধরে হিড় হিড় করে টানে হোটেলে নিয়ে এলো শেরিফ। দোতালায় কেইনের রুমে ঢুকিয়ে বললো, 'কেইন, মরার মতো ঘুমাও আর জুলি উলসনকে নিয়ে চমৎকার স্বপ্ন ছাখো।'

জবাবে কেইন কিছুই বলতে পারলো না। ভরপুর নেশায় আছন্ন হয়ে আছে সে। স্বপ্ন দেখার মতো অবস্থা নেই। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে তার।

৪

সকালটা বড়ো চমৎকার। বাতাসে শীতের মৃদু পরশ। গাছের পাতায় আর ঘাসে বেশী করে শিশির পড়েছে। এখনো উবে যাচ্ছে না। এটা আসন্ন শীতের লক্ষণ।

কেইনের যখন ঘুম ভাঙগলো, তখন প্রকৃতি থেকে সমস্ত শিশির

উবে গেছে। আর সূর্যও অনেকখানি ওপরে উঠেছে। কর্ম-মুখর হয়েছে শহর। তৃষিত প্রেইরী আরো তৃষিত হয়ে উঠেছে অগ্নিবর্ষণে।

রেস্ট্ রেন্ট থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্ত নিলো কেইন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মারভা টাউন ছাড়বে সে। শহর ছাড়ার আগে একবার জুলি উলসনের সাথে দেখা করবে সে।

চুরুট টানতে টানতে ব্যাঙ্কে এলো কেইন। হাজার খানেক ডলার জমা আছে তার। নিজের কাছে আছে ছ'শ ডলার। সম্বল বলতে এটুকুই। কোন নতুন শহরে গেলেই ব্যাঙ্কে ঢুকে ও। জমা রাখে সম্বলটুকু। আর ব্যাঙ্ক থেকে ডলার উঠিয়ে নেয়া মানে শহর ছাড়া।

ব্যাঙ্কার ভার্টি খুব একটা খুশী হতে পারলো না। প্রত্যেক ব্যাঙ্কার চায় তার ব্যাঙ্কে সবাই ডলার জমা রাখুক। এবং তা দেরীতে উঠাক। ভার্টি বেশ নিরস মুখে বললো, 'তুমি কি চলে যাচ্ছো, কেইন।'

'এখনো যাইনি।' হাসি মুখে বললো কেইন। কাউন্টারের ওপর রাখা ডলারগুলো গুনে নিলো, দুবার। গুনে বললো, 'তবে যাবার ইচ্ছে ছিলো না। তোমরা সবাই খুব ভালো লোক ছিলে।'

'শুনলাম, দলটার সাথে নাকি তুমিও যাচ্ছো?'

'ভুল শুনেছো।'

'আমার মনে হয় দলটার সাথে যাওয়াই তোমার উচিত। শত্রু তো কম বানালে না এতদিনে।'

'নিঃসন্দেহ ভালো এবং চমৎকার পয়ামর্শ আমার জন্য। কিন্তু এখনো ওসব নিয়ে ভাবিনি আমি।'

আস্তাবলে এসে নিজের ঘোড়াটাকে আদর করলো কেইন। নিরবে প্রভুর আদর উপভোগ করলো ঘোড়াটা। কান ঝাপটালো। কেইন ফিসফিস করে বললো, 'বাছা একটু পর রওনা হচ্ছি আমরা। আস্তাবলের স্টলে থেকে থেকে নিশ্চয় তোমার বিরক্তি ধরে গেছে।' একটু থেমে স্বগতোক্তি করলো, 'অবশ্য মারভা টাউনে থেকে থেকে আমারও বিরক্তি ধরে গেছে।'

সহিসকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘোড়াটা প্রস্তুত করতে পরামর্শ দিলো কেইন। লোকটা বেশ খানিকটা অবাক হলো। সে বললো, 'এখান থেকে চলে যাবে নাকি?'

'তেমনই ভাবছি।'

'মারভা টাউনের লোকজন তোমার কথা অনেকদিন মনে রাখবে।'

হাসলো কেইন। 'তোমাদের মনে রাখার মতো কিছু করিনি আমি। কারো জন্য কিছু না করলে কেউ তাকে মনে রাখে না।'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে থামলো কেইন। শহরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, সময় নিয়ে। এই শহরটার ওপর তার মায়া পড়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য কোন কাজ নেই এখানে। পিস্তলবাজ লোকদের কাজ খুব কম।

পুব দিকে হাঁটা ধরলো কেইন। দু'মিনিনের মাথায় পৌঁছে গেলো অভিযাত্রীদের তাবুর পাশে। নানা কাজ-কামে ব্যস্ত লোকজন। কেইনের দিকে তেমন নজর দিলো না। গত কালের সেই মহিলা শুধু চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। কেইন ব্যাপারটা খেয়াল করে এগিয়ে গেল মহিলার দিকে। প্রায় আঁতকে উঠলো মহিলা। কাছে যেয়ে মৃদু হাসলো কেইন। তারপর হাসি মুখেই বললো, 'ম্যা'ম, আমি লক্ষ্য করেছি অদ্ভুত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছো আমাকে, ব্যাপারটা কি জানতে পারি?'

এ ধরণের প্রশ্ন মহিলা আশা করেনি। সে থতোমতো খেয়ে গেলো। সামলে নিয়ে বললো, 'আসলে আমি ···।'

'উত্তরটা জানা নেই এই তো।'

'না। ঠিক তা না। আসলে।'

'ম্যা'ম মনে হচ্ছে পুবের মেয়ে তুমি। বোধহয় পশ্চিমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছো।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো।' তাড়াতাড়ি বললো মহিলা। 'সত্যি বলতে কি পশ্চিমা মানুষদের অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে।'

মাথা ঝাঁকালো কেইন। 'ক'দিন পর ঠিক হয়ে যাবে।'

মহিলা যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছে। তার দু'গালে রক্ত এসে জমা হয়েছে। লাল লাল হয়ে আছে গাল। 'প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললো, 'তুমি কি কার্ল উলসনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছো।'

মাথা ঝাঁকালো কেইন। 'ঠিক ধরেছো।'

মহিলা কেইনের সাথে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে। বুঝলো কেইন। সে কথা না বাড়িয়ে কার্ল উলসনের তাবুতে চলে এলো। উলসনের সাথে দেখা করার জন্য এখানে আসেনি কেইন। এসেছে জুলি উলসনের সাথে কথা বলতে। সুন্দরী মেয়েদের সাথে কথা বলা আনন্দের ব্যাপার।

তাবুর মুখেই জুলি উলসনকে পেলো কেইন। গুটানো চেয়ারে বসে একটা জ্যাকেট সেলাই করছে। হ্যাট খুলে অভিবাদন জানালো, 'সু-প্রভাত ম্যা'ম।'

কেইনের গলা শুনে ঝট করে মাথা ঘোরালো জুলি উলসন। তাকালো তীক্ষ্ণ চোখে। বাঁকানো ভুরুতে জিজ্ঞাসা। বললো, 'বাবা নেই।'

হ্যাটটা মাথায় ঠিক করে বসালো কেইন। 'নেই।' জুলির বাবা নেই, তাতে কেইনের ক্ষতি হয়েছে—এ ধরণের কোন অভিব্যক্তি নেই তার গলায়। '…তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি আসলে।'

কাপড়ে সুঁই ঢোকানো বন্ধ করেছে জুলি। নাক কুঁঞ্চিত করে বললো, 'আমার সাথে? আমার সাথে কেন?'

'সত্যি বলতে কি ম্যাম, কারণটা আমি নিজেও জানি না। অবশ্য তুমি যদি রাগ করো—চলে যাবো আমি। কাউকে বিরক্ত করার ইচ্ছা নেই।'

'তুমি কি মনে করেছো, তুমি আসায় খুশী হয়েছি আমি?'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো জুলি।

'খুশী হওনি, তবে রাগও করোনি। মেয়েদের রাগ মানায় না।'

'আমি রাগ করলে কি তুমি চলে যাবে।'

'না। যাবো না।' হাসি মুখে মাথা নাড়লো কেইন। 'রাগ ভাঙগানোর চেষ্টা চালাবো আগে।'

'কিন্তু তোমার ওপর রাগ করতে যাবো কেন আমি। তুমি আমার কেউ নও।'

'কেউ হলেও কোনদিন রাগাতাম না তোমাকে। মেয়েদের রাগানো পছন্দ করি না আমি।'

স্মিত হাসলো জুলি। 'তাই। একটা কথা কি জানো, পুরুষদের সাথে রাগ করা আমিও পছন্দ করি না। ইচ্ছে করলে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

কেইনের ভেতর তেমন কোন উৎসাহ প্রকাশ পেলো না জুলি উলসনকে রাগানোর। মেয়েটা যথেষ্ট উদ্ধত। কেইনের দিকে এখন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে সে। মুখে মিটি মিটি হাসি। কেইনের হঠাৎ অস্বস্তি করতে লাগলো এবং কারণটা খুঁজে পেলো না সে। 'ম্যাম তুমি কি চাও তোমাকে রাগাই আমি?'

'চেষ্টা করে ছাখো না একবার।'

মৃদু হাসল কেইন। 'আমার শর্তে আমি অটল।...তুমি কি আমাকে বসতে বলবে।'

'তোমাকে ডাকিনি আমি। তোমার মর্জি হলে বসতে পারো।

তবে চলে গেলেই ভালো। ম্যালা কাজ পড়ে আছে আমার।'
একটা গুটানো চেয়ার টেনে নিলো কেইন। বসলো প্রায় জুলির মুখোমুখি। 'ম্যা'ম?'
কিছু না বলে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো জুলি। তার কালো চোখে জিজ্ঞাসা।
জুলির চোখে চোখ রাখলো কেইন। হাসি মুখে বললো, 'ম্যা'ম তোমাকে দেখার পর থেকে তোমাকে ভাবছি। বলতে পারো তোমার প্রেমে পড়ে গেছি আমি।'
চোখ সরালো জুলি উলসন। জ্যাকেট সেলাই করায় মন দিলো। সেলাই করতে করতেই বললো, তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না আমি মিস্টার কেইন। আমি দুঃখিত।'
শব্দ করে হাসতে লাগলো জনি কেইন। হাসি থামিয়ে বললো, 'ছেলেরা খুব সহজে প্রেমে পড়ে। মেয়েরা যাচাই করে পুরুষদের। তোমার সময় লাগবে। ঠিক না।'
'উত্তরটা জানা নেই আমার। তবে এটা ঠিক পুরুষেরা খুব সহজেই ফাঁদে পা দেয়।'
উঠে দাঁড়ালো জনি। আস্তে করে বললো, 'ম্যা'ম, তুমি খুব চমৎকার মেয়ে, বুনো ডেফোডিলের মতো। তোমাকে মনে থাকবে আমার।' মাথার হ্যাটটা খুলে সম্মান দেখালো কেইন।
জুলির খারাপ লাগলো হঠাৎ। সে যে সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সে জন্য প্রচুর প্রেম নিবেদন করে পুরুষেরা। ওসবই এড়িয়ে যায় জুলি। কিন্তু এখন এই লোকটাকে ফিরিয়ে

দিতে কেন যেন কষ্ট হচ্ছে তার। কেন কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছে না সে। তবে এটা ঠিক জনি কেইন লোকটা অন্যদের মতো নয়। এর ভেতর অন্য কোন গুণ আছে।

'ম্যা'ম তুমি মনে হয় রেগে গেছো।' জুলিকে চুপ থাকতে দেখে বললো কেইন

'না, মিস্টার কেইন।' তাড়াতাড়ি বললো জুলি। 'বিকেলে এসো তুমি। বাবা তোমার কথা বলছিলো। পশ্চিমের অনেক কিছুই চেনো। স্কাউটের কাজ করতে পারো তুমি।' থেমে স্মিত হেসে বললো, 'বলা যায় না, তখন তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারি আমি।'

'ইচ্ছে ছিলো তোমাদের সাথে যাবার। কিন্তু ঘর বাধার চিন্তা এখনো করিনি আমি।'

'মেয়েদের নিয়ে যখন ভাবো,তখন ওসব চিন্তা করা উচিত তোমার।'

'কিছুক্ষণ পর মারভা টাউন ছাড়ছি আমি। ঘোড়ায় বসে ওসব নিয়ে ভাবা যাবে।'

হোটেলের দিকে রওনা দিলো কেইন। জুলি নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো চেয়ারে। তাকিয়ে রইলো চলন্ত জনি কেইনের দিকে। লোকটার হাঁটা চলায় চমৎকার একটা কাঠিন্য আছে। চট করে অন্য কোন পুরুষের মধ্যে দেখা যায় না।

চোখ ঘোরানোর সময় আর একজনকে দেখতে পেলো জুলি, টমাস বিল দাঁড়িয়ে আছে একটা ন্যাড়া ওক গাছের নিচে।

তাকিয়ে আছে চলে যাওয়া কেইনের দিকে। দৃষ্টিটা অশুভ মনে হলো জুলির কাছে। মিনিট খানেক পর নড়লো টমাস বিল। হাঁটা ধরলো কেইন যে দিকে গেছে সেদিকে। জুলির বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠলো। অনুভব করলো অনুভূতিটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাচ্ছে তার। জ্যাকেট সেলাই করায় মন দিলো জুলি।

আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাবার সময় সহিসকে তাগাদা দিলো কেইন। এগুলো সেলুনে। বারটেণ্ডার তার কাছে পাওনা-দার। গত রাতে মদের দাম দেয়া হয়নি।

বারটেণ্ডার মদের দাম নিতে চাইলো না। সে বললো, 'ওটা রেখে দাও তোমার পকেটে।'

মাথা নাড়লো কেইন। 'পিছুটান রেখে যেতে রাজী নই হে। এটা পকেটে থাকলে তোমার কথা মনে পড়বে।'

একগাল হাসলো শুকনো মতো বারটেণ্ডার। বললো, 'জুলি উলসনের চেহারাটা মনে রাখার মতো।' বলে কেইনের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

'যথেষ্ট সুন্দরী। পশ্চিমে যেয়ে বসতি গড়ার পর বিয়ে হবে ওদের।'

কেইনের কথা খুব একটা মন দিয়ে শুনলো না বারটেণ্ডার। সে একটু ঝুঁকে নিচু স্বরে তাড়াতাড়ি বললো, 'জুলি উলসন তোমার সম্পর্কে জানতে চাইছিল গতকাল।'

অবাক হলো কেইন। 'আমার সম্পর্কে।'

'হ্যাঁ, তোমার সম্পর্কে।' বললো বারটেণ্ডার। 'তুমি কি করো তা জানতে চাইছিলো সে।'

'তুমি কি বললে?'

মলিন মুখে বারটেণ্ডার ধীরে ধীরে বললো, 'তুমি খুব ভালো লোক কেইন।'

'তাই।' স্মিত হেসে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো কেইন। কয়েক পা এগিয়েই ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো তার। টমাস বিলকে দেখা যাচ্ছে হোটেলের সামনে। সাথে তিনচার জন লোক।

দূরত্বটা আন্দাজ করে নিলো কেইন। তারপর মৃদু হেসে এগিয়ে গেলো। এই শহরে আর থাকতে চায় না কেইন।

৫

টমাস বিল সুদর্শন লোক। কিন্তু এই মুহূর্তে সে রেগে আছে। সুদর্শন মানুষেরা রাগলে তাদের ভালো দেখায় না। টমাস বিলকে ভালো দেখাচ্ছে না। তবে দু'কান লাল হয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে গোঁজা চুরুট ধীর লয়ে টানছে। এবং তাকিয়ে আছে এগিয়ে আসা জনির দিকে।

পুবের লোকেরা পশ্চিমে বেমানান। প্রথমে তারা খাপ খাওয়াতে পারে না। সময় লাগে। টমাস বিল পুবের লোক। এখন পশ্চিমা হতে চেষ্টা করছে সে। পশ্চিমের পিস্তলবাজ সম্পর্কে তার ধারণা খুব একটা পরিষ্কার নয়। টমাসকে একনজর দেখেই এসব আঁচ করে নিয়েছে কেইন। টমাস বিল হয়তো এখন পর্যন্ত পশ্চিমা পিস্তল-ড্র দেখেনি। তার এসব অনুমান উল্টোও হতে পারে। টমাস বিলের কোমরে অবশ্য হোলস্টার আছে। তাতে পিস্তলও আছে একটা। বিলের লোক তিনজন আছে তার ডান পাশে। হোটেল ক্লার্ক হা করে তাকিয়ে আছে এদিকে।

কেইনের মুখে স্মিত হাসি। হোটেলের সিঁড়ির মুখে এসে তার চলার গতি কমাল একটু। আড়চোখে তাকালো টমাসের দিকে। কেইনকে স্বীকার করতেই হলো, এই লোকটা তার চেয়ে অনেক বেশী সুদর্শন। তবে এইটুকুই।

'মিস্টার কেইন, দাঁড়াও তুমি।' মোটা গলায় আদেশ দিলো টমাস বিল।

আস্তে করে থামলো কেইন। হোটেল ক্লার্কের মুখ এখন আর একটু হা হয়ে গেছে। সে ভাবছে গোলাগুলির কথা। গোলাগুলি হলে ফলাফল কি হবে জানা আছে ক্লার্কের। টমাস বিলসহ এই চারজনই মরবে।

জিজ্ঞাসু চোখে টমাসের দিকে তাকালো কেইন।

'জুলি উলসন খুব চমৎকার সুন্দরী মেয়ে, তাই না?' তীক্ষ্ণ

গলায় জানতে চাইলো টমাস। রুক্ষ চোখে তাকিয়ে আছে সে।

মৃদু হাসলো কেইন। 'কেন, তোমার সন্দেহ আছে নাকি?'

'জুলির পেছনে ঘুর ঘুর করছো তুমি, কেন?'

'কেন আবার? তুমিই না বললে জুলি উলসন খুব সুন্দরী মেয়ে। সুন্দরী মেয়েদের পেছনে সবাই ঘুর ঘুর করে। এই কথাটা মনে হয় জানা নেই তোমার।'

'জানা আছে। তবে তোমার মতো উজবুকের মতো করে নয়।' কড়া গলায় বললো টমাস বিল। 'তুমি বেশী উৎসাহ দেখিয়ে ফেলেছো।'

'জুলি উলসন সুন্দরী, এতেই উৎসাহ আমার। অন্য কিছুতে নয়।'

'তাই নাকি?'

'তাই।'

'জুলির পেছনে আশা করি না তোমাকে, মনে রেখো কথাটা।'

শব্দ করে হাসতে লাগলো কেইন। হাসি থামিয়ে বললো, 'একটু পরই শহর ছেড়ে চলে যাবো আমি। বন্ধু, তুমি শুধু শুধুই রাগছো।'

'জাহান্নামে যাও তুমি।'

কেইন সহজে রাগে না। পিস্তলবাজ লোকদের সহজে রাগা চলে না। সে বললো, 'ভেবো না তোমার কথায় চলে যাচ্ছি আমি।'

টমাস বিলের দু'জন লোক নিঃশব্দে হাসলো। এই লোক দু'জন পিস্তলের কাছে হাত রেখেছে। কিন্তু কেইনের ক্ষিপ্রতা সম্বন্ধে কিছুই জানে না তারা। তাদের একজন হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো। মুখে বললো, 'আমরা লোক সংখ্যায় অনেক।'

উক্তিটি অপমানজনক। তীরের মতো বিধলো কেইনের। মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো তার। সতর্ক ঠাণ্ডা চোখে তাকালো বক্তার দিকে। 'তোমরা চারজন, আমি একা—এই তো?'

কেইনের এই কথায় নড়েচড়ে বসলো হোটেল ক্লার্ক। তার মুখ এখন আরো খানিকটা হা হয়ে গেছে। পুবের আহাম্মক-গুলো বলছেটা কি? সে চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে রইলো প্রবাহিত ঘটনার দিকে। দেড় মাস আগে কেইন ঠিক এই খানেই একজনকে ফেলে দিয়েছিলো।

একজন কেইনের কথায় পাত্তা না দিয়ে বললো, 'পৃথিবীতে অনেক মেয়ে আছে বাছা, ওখান থেকে খুঁজে নাও একজন। শুধু শুধু জুলি উলসনের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছো কেন।'

'টমাস বিল, তোমার কি মত?'

'তুমি জলদি শহর ছেড়ে যাও। আমরা চলে গেলে আবার এসো এখানে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি একজন নিচ এবং কাপুরুষ, টমাস বিল। পশ্চিমে তুমি একেবারেই বেমানান। জুলি উলসনের পাশে মানাবে না

তোমাকে। গির্জায় বাইবেল ছুয়ে বলতে পারি আমি। এতক্ষণ কথাবার্তায় প্রমাণ করলে জুলি তোমাকে পাত্তা দেয় না।'

'চুপ করো।' তিক্ত স্বরে ধমক লাগালো টমাস বিল।

'তোমার মতো লোকের সাথে কথা বলতে ঘেন্না লাগছে আমার। এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও।' থেমে বললো, 'আপাততঃ মারভাতে থাকছি আমি। মলিকে বোঝাতে হবে তুমি একজন নিচ লোক।'

রাগে লাল হয়ে উঠলো টমাস বিলের কান। গরম হয়ে উঠেছে মাথা। 'তোমাকে জুলির সাথে দেখলে গুলি করবো আমি।'

হোটেলের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলো কেইন। থেমে গেলো। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'ঝামেলাটা চুকিয়ে ফ্যালো তাহলে!'

ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেলো টমাস বিল। কিন্তু মুখে চেপে যাবার চেষ্টা চালালো। 'সময় হলেই ঝামেলা চুকাবো।' এই লোকগুলোর সাথে কথা বলার কোন মানে হয় না। সতর্ক ভাবে ঘুরলো, পা বাড়ালো। দু'কদম ফেলার পর চোখ ইশারায় সতর্ক করলো ক্লার্ক। পাঁই করে ঘুরে গেলো কেইন। মুহূর্তের মধ্যে খাপ শূন্য হয়েছে পিস্তল। যে লোকটা পিস্তল বের করতে যাচ্ছিলো তাড়াতাড়ি হাত সরালো। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো কেইনের দিকে।

ধীরে সুস্থে দু'টো গুলি করলো কেইন। হোলস্টারসহ পিস্তলটা ছিটকে গেলো কোমর থেকে। মাথার হ্যাটটাও লাফিয়ে উঠলো শূন্যে। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো কেইন।

টমাস বিলের জ্বলন্ত দৃষ্টি পেছনে রেখে সাবধানে পিছিয়ে এলো কেইন। আড়ালে এসে খাপে ভরলো পিস্তল। তারপর দোতালার সিঁড়ি ভেঙেগ ওপরে উঠতে শুরু করলো।

রুমে এসে চুরুট ধরালো। একটা ব্যাপার পরিস্কার হয়ে গেলো তার কাছে। জুলি উলসন টমাস বিলকে ভালোবাসে না মন প্রাণ থেকে। জুলির ওপর টমাসের ভালোবাসা এক তরফা। টমাসের ভিত্তি জোরালো নয়। নইলে তার সাথে প্যান প্যান করতে আসতো না সে। নিজের দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে টমাস বিল।

চুরুট টানতে ভালো লাগছে কেইনের। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিলো। ধোয়া ছাড়লো ভুস ভুস করে।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে চিন্তা করছে কেইন। কোন পরিকল্পনাই সে ঝট করে নিয়ে ফেলে না। চুরুটটা শেষ করার পর ধারণা হল জুলি উলসনকে ভালোবেসে ফেলেছে সে। কথাটা ভেবে নিজের ভেতর এক ধরণের পুলক অনুভব করলো ও। দুরু দুরু করে উঠলো বুকের ভেতরটা।

তৃতীয় চুরুট শেষ করে সিদ্ধান্ত নিলো কেইন। সে দলটার গাইডের কাজ করবে।

পশ্চিমে জন্মেছে কার্ল উলসন। কিন্তু তার মনটা অদ্ভুত নরোম। সকালের ঘটনা শোনার পর ছুটে এলো জনি কেইনের কাছে। আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে বললো, 'আমি দুঃখিত, বাছা। টমাস বিল মাথা গরম লোক।'

মৃদু হাসলো জনি কেইন। আস্তে করে বললো, 'আমি কিছু মনে করিনি। পশ্চিমে এসব ঘটনা অহরহ ঘটছে। তবে সাবধান হতে বলবে ওদের। সবার সাথে মাথা গরম করা ঠিক নয়।'

খুশী হলো কার্ল। বললো, 'আমার মনে হয় জুলির ওপর ওর প্রেমটা এক তরফা। তুমি চেষ্টা করতে পারো।'

'তুমি চাচ্ছো তোমাদের সাথে যাই আমি।'

মাথা ঝাকালো কার্ল। 'তোমার মতো একজন লোক দরকার আমাদের।'

'আমি যাবো তোমাদের সাথে।' ভেবে চিন্তে বললো কেইন। যাবার একটা মাত্র কারণ, 'তোমার মেয়ে, জুলি উলসন।'

'সেটা তোমার ব্যাপার।'

৬

শীতের আগেই ফোর্ট ডায়মণ্ডে পৌঁছতে হবে। হাতে অবশ্য যথেষ্ট সময় আছে তাদের। কিন্তু তাই বলে গড়িমসি করে চলছে না তারা।

তিন দিন আগে মারভা টাউন ছেড়েছে অভিযাত্রী দল। বুনো আর রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে। ফোর্ট ডায়মণ্ড আছে পশ্চিমে। তাদের উদ্দেশ্যও ওই ফোর্ট ডায়মণ্ড।

দীর্ঘ লাইন ধরে চলছে স্টেজ কোচগুলো। গতি মন্থর। গড়-পরতায় দিনে প্রায় পঞ্চাশ মাইল এবং ট্রেইল বন্ধুর হয়ে উঠলে পঁচিশ মাইল করে এগোচ্ছে তারা। এভাবে এগোলে মাস-খানেক সময়ও লাগবে না তাদের।

জনি কেইনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি টমাস বিল। অবন্ধুত্বসুলভ মনোভাবটা সে প্রকাশ করছে থেকে থেকে। কেইন অবশ্য তেমন একটা পাত্তা দিচ্ছে না টমাস বিলের এই আচরণকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে চিন্তিত কেইন। এই লোকটা যে কোন সময় একটা অঘটন বাধিয়ে ফেলতে পারে।

কার্ল উলসন চমৎকার লোক। গত চারদিনে এই ধারণাটা

হয়েছে কেইনের। লোকটা বুদ্ধিমান এবং জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা তার। দলের সবচেয়ে গোয়ার লোক রেঞ্জ হারপার। যে কোন কথায় একটু উত্তাপ থাকলে রেগে টং হয়ে যায়। আসল ব্যাপারটা বোঝাতে সময় লাগে তাকে। এই লোকটা কেইনকে ঠিক পছন্দ করেও করে না। কেইনের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না।

স্টেজ বহরটা এখন একটা বিরাট চড়াই পার হবে। থেমে আছে স্টেজগুলো। ট্রেইলটার নাম সামটেক। প্রায় ছ' মাইল মতো চড়াই। পরে উৎড়াই মাইল দু'য়েক। উৎড়াই পথটাই সবচেয়ে বন্ধুর।

সামনের ট্রেইল পরীক্ষা করে এসে জানালো কেইন। সে ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত গাইড নিযুক্ত হয়েছে।

'ট্রেইলটা কেমন?' কেইনের তথ্য শেষে জিজ্ঞেস করলো কার্ল উলসন।

'ভালো।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো কেইন।

কার্লের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রেঞ্জ হারপার। কেইনের কথা বুঝেও খুঁতখুতে ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভালোটা কেমন?' ঘোড়ায় বসে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরালো কেইন। তারপর বললো, 'পুরো ট্রেইলটা স্প্যানীশ কার্পেট দিয়ে মোড়া আছে।' কেইনের রসিকতায় দু'একজন নিচু স্বরে হাসলো। রেঞ্জ হারপার রাগলো না। সে বললো, 'তোমার ঘোড়াটার মতোই উজবুক তুমি।'

কেইন একমুখ ধোয়া ছাড়লো। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে এগোলো স্টেজ বহরের পেছন দিকে। রাসটি কিউ এর সাথে ওর বয়সের বিরাট ফারাক থাকলেও ছেলেটার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে কেইনের। একমাত্র এই ছেলেটাকেই বিশ্বাস করে কেইন।

কিছুক্ষণ পর রওনা হলো স্টেজ কোচগুলো।

স্টেজ কোচগুলো থেকে বেশ খানিকটা পেছনে রয়েছে কেইন, ইচ্ছে করেই। টমাস বিলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায় ও। ভয়ে নয়, লোকটা চায় কেইন যেনো কোন ব্যাপারে মাতাব্বরি না ফলায়। কিন্তু বাস্তবিকভাবে তা হচ্ছে না। কার্ল উলসন প্রায় প্রতি ব্যাপারেই কেইনের পরামর্শ নিচ্ছে। টমাস সহ্য করতে পারছ না তা।

জুলি উলসনের বাবা জুলির পেছনে চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেছে। কথাটার অর্থ দু'রকম হতে পারে। এক টমাস বিলের প্রেম এক তরফা, কথাটা কার্ল জানে আর এ জন্যই তাকে চেষ্টা চালাতে বলছে। দুই, ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত জনি জুলির রূপে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, এমনটি চায়।

ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করছে কেইন। প্রথম কারণটাই সঠিক হবে। জুলির চালচলন খুঁটিয়ে দেখেছে কেইন। টমাসের ওপর দুর্বলতা থাকলেও তা প্রকাশ পায়নি। মেয়েটা সবার সাথেই আন্তরিক। টমাস বিল প্রায় সারাক্ষণ জুলির আশে পাশে ঘুর ঘুর করে। একজন সত্যিকারের প্রেমিক এমনটি করে না কখনো। দু'তরফা প্রেম থাকলে তো নয়ই।

ওকে যে কোনকালে ভালোবাসবে তেমন কোন লক্ষণও নেই জুলির ভেতর। ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত যাবার একটা মাত্র কারণ জুলি উলসন। কাজটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। জুলি হয়তো দুর্বল চিত্তের পুরুষ ভেবে বসে আছে তাকে। এমনটি ভাবলে শুধু শুধু ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত যাবে সে। শত্রু এক বা দু'জন হলে সামলানো কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু বুঝতে পারছে, টমাস বিল রেঞ্জ হারপারকেও নিজের দলে ভিড়িয়েছে। তারমানে কেইনের বিরুদ্ধে ঝামেলাবাজদের সংখ্যা প্রচুর।

বিকেল হয়ে গেলো চড়াই এবং উৎড়াই পার হতে। সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আরো খানিকটা এগোলো স্টেজ কোচগুলো। তারপর রাতে সেদিনকার মতো শেষ করলো যাত্রা।

মলি বাকের স্টেজে খাবারের ব্যাবস্থা করা হয়েছে কেইনের। কার্ল উলসন ওর ওখানেই ডান হাতি ব্যাপারটা সেরে নেবার অনুরোধ করেছিলো। জুলি উলসনের কাছাকাছি হতে চায় না বলেই মলি বাককে বেছে নিয়েছে কেইন। মেয়েটাকে ভাবার সময় দিচ্ছে কেইন।

পরদিন আবার রওনা দিলো অভিযাত্রীদল। সকাল দশটা পর্যন্ত দলটাকে ট্রেইল করালো কেইন। তারপর রীগ রয়েটের ওপর ভার ছেড়ে দিলো। রীগ রয়েট ডেনভার থেকে নিযুক্ত হয়েছে। পশ্চিমে ঘর বাধার ইচ্ছে আছে লোকটার। এল পাসোতে একজনকে খুনের দায়ে পালিয়ে এসেছিলো ডেনভার। দারুণ ট্র্যাক করতে পারে। কিন্তু পিস্তলে খুব একটা ভালো

হাত নেই। সেজন্য সম্মান করে চলে কেইনকে। কেইনের নাম বাউন্টি কিলার হিসেবে আগেই শুনেছে সে। কেইনকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে।

ব্যাপারটা কেইনের পছন্দ নয়। ওকে দেখে একটা লোক সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, চায় না সে। সে হাসি মুখে বললো, 'তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো কেন রীগ রয়েট?'

কেইনের প্রশ্নে বেশ খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো রীগ রয়েট। ফ্যাকাশে মুখে বললো, 'কই।'

ঘোড়ার ওপর একটু ঝুঁকে বসলো কেইন। আশে পাশে কেউ নেই। বেশ জোর গলায় বললো, 'আমাকে দেখলে সরে যাবার চেষ্টা করছো তুমি।'

নিজের মনোভাব ঢাকার জন্য একটা চুরুট ধরালো রীগ রয়েট। 'তোমাকে এড়াচ্ছি না আমি। তোমার ভুল ধারনা।'

'এটা পাসো না। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।' বলে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো কেইন। এগোলো পেছনে ফেলে আসা ট্রেইলের দিকে। দূরে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এগিয়ে আসছে স্টেজ কোচগুলো।

রীগ রয়েট চোখ কুচকে তাকিয়ে রইলো চলন্ত জনি কেইনের দিকে। এই লোকটা তাহলে ওকে চিনে ফেলেছে। রীগ চুরুটে ঘন করে একটা টান দিলো, তারপর লাগামে টান দিলো—সংকেত দিলো নিজের ঘোড়াটাকে এগিয়ে যাবার। স্পারের খোঁচাটা একটু জোরই দিয়েছে সে।

জুলি উলসনকে চমৎকার লাগছে স্টেজের চালক সিটে। ফর্সা হাতে কালো চাবুক। থেকে থেকে ঝাপটা মারছে ঘোড়ার পিঠে। তবে জোরে মারছে না। বোধহয় ব্যথা পাবে এজন্য। মেয়েদের মন কোমল হয়।

পাশ কাটানোর সময় থামলো কেইন। প্রসংশার চোখে তাকালো জুলির দিকে। 'চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে, ম্যা'ম। মনে হচ্ছে গ্রীসিয় কোন দেবী রথ চালাচ্ছে।'

কেইনের কথায় ফিরলো জুলি। ভুরু কুঁচকে বললো, 'কারো সাথে তুলনা দিতে বলিনি তোমাকে।'

'কিন্তু না দিয়ে পারলাম না।'

'তুমি কি মনে করেছো, তোমার প্রশংসায় গলে যাবো আমি!'

'না, গলবে না।' হাসি মুখে আত্মসমর্পণ করলো কেইন। 'তবে একটা কথা কি জানো, ধীরে ধীরে পানি পড়লে পাথরও ক্ষয় হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি পাথর নই।'

'একজন নারী এবং তোমার চমৎকার একটা মন আছে। বুদ্ধি বিবেচনাও আছে।'

'একজন ভবঘুরে লোক পছন্দ নয় আমার।'

'তোমাকে দেখার পর ভবঘুরে জীবনের ইস্তফা দিয়েছি। এখন একটা ঠিকানা গড়ার ধানধায় আছি।' বলে অর্থপুর্ণ চোখে তাকালো কেইন।

জুলি হালকাভাবে ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালালো। তারপর

ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'অনেক পুরুষ প্রেমে পড়ে বদলে যায় আবার অনেকে গোল্লায় যায়। আমার মনে হয় তুমি গোল্লায় যাচ্ছো।'

'বলতে পারো এতদিন গোল্লায় ছিলাম। কিন্তু এখন বদলে গেছি আমি।' জোর গলায় বোঝাতে চেষ্টা করলো কেইন।

স্টেজের পেছনে ঘোড়ায় আসছে কার্ল উলসন। সে একটু গতি কমিয়ে কেইনের সাথে জুলির কথা বলার সুযোগ করে দিলো। একটা ব্যাপার সে বহুদিন আগেই টের পেয়েছে। জুলি টমাস বিলকে ভালোবাসে না। তার ধারণা জুলি এতদিনে চমৎকার একটা মানুষের সন্ধান পেয়েছে। হোক না কেইন পেশায় একজন বাউন্টি কিলার।

এই দৃশ্যটা টমাস বিলের কাছে উপভোগ্য লাগলো না। সে রাগে বিড়বিড় করে কেইনের বাপ-মা তুলে বিদঘুটে গালি দিলো। জুলির সাথে কেইনকে দেখলে নিজেকে ছোট মনে হয় তার। কিন্তু করার কিছু নেই। কার্ল, হাবড়া বুড়োটা যে কি দেখেছে লোকটার মধ্যে।

টমাস বিলের পাশে রেঞ্জ হারপার। একই সাথে ঘোড়া চালাচ্ছে তারা। সে টমাসকে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'কেইনকে এখনই হঁটাতে না পারলে জুলিকে হারাবে তুমি।'

হারপারের কথাটা তীরের মতো লাগলো টমাসের। সে তেতো মুখে বললো, 'একটা উপায় বাতলে দাও তুমি।'

হারপার চিন্তিত হয়ে পড়লো। আঙ্গুলের মাথায় লাগাম

পেচিয়ে বললো, 'কেইন লোকটা শক্ত। তাকে দরকার আছে আমাদের।'

'পশ্চিমে প্রচুর লোক আছে। ভালো পয়সা পেলে গাইডের কাজ করবে।'

'কিন্তু জানো মনে হয়, কেইন কোন পয়সা নেবে না। আমার মনে হয় সেও পশ্চিমে চলেছে বসতি গড়ার লক্ষ্য নিয়ে।'

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো টমাসের। একটা কিছু করতে হবে তাকে। কিন্তু করবেটা কি? জুলি উলসনকে সে পেতে চায়। এতদিন পথে কোন বাঁধা ছিলো না। এখন একটা শক্ত বাঁধা এসেছে, জনি কেইন। দলের অনেকেই পছন্দ করতে শুরু করেছে। জুলিও হয়তো পটে যাচ্ছে। নাহ্, কিছু একটা করতে হবে তাকে। ঝগড়া বাধিয়ে গুলি করা অসম্ভব ব্যাপার। পিস্তলে অসম্ভব ক্ষিপ্র। তাহলে? একটা উপায় বের করতে হবে।

টমাসকে নিশ্চুপ দেখে হারপার আবার বললো, 'কি করবে তুমি?'

'জানি না। কিছু একটা হবে। জুলিকে হারাতে রাজি নই আমি।' অন্তরের কথাটা বলে ফেললো টমাস বিল।

'যাই করো ফোর্ট ডায়মণ্ডে পৌছানের পর। এখনই কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। পথে পানির দরকার পড়বে আমাদের। আর সে জন্য কেইনের ওপর নির্ভর করতে হবে পুরো দলটাকে।'

চলে গেলো রেঞ্জ হারপার। টমাস বাম হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। কেইন এখনো কথা বলছে জুলির সাথে। দৃশ্যটা মেজাজ খারাপ করে দিলো টমাসের। কিন্তু আপাততঃ নিজেকে শান্ত রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই।

অভিযাত্রী দলে ছ'জন যুবক আছে। এই ছ'জনের পাঁচজন ওর পক্ষে। আর অপর দিকে জনি কেইন একা। সিদ্ধান্তটা হঠাৎ করেই ঝিলিক দিয়ে উঠলো টমাসের মাথায়।

এই সময় জনি কেইন ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো। টমাসের সাথে চোখাচোখি হলো। হাসছে লোকটা। দেখে সমস্ত গায়ে আগুন জ্বলে উঠলো টমাসের। সে একটা চুরুট ধরিয়ে রাগ প্রশমিত করতে চেষ্টা করলো।

৭

হপ্তা খানেক পর সানডান টাউনে পৌঁছলো দলটা। পশ্চিমের এদিকে এটাই শেষ শহর বলা যেতে পারে। এখান থেকে সবচেয়ে কাছের শহরটার দূরত্ব প্রায় তিনশ মাইলের মতো, দক্ষিণে। এখান থেকে প্রায় পাঁচশ মাইল দূরে ফোর্ট ডায়মণ্ড।

সানডান থেকে ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত ট্রেইল দুর্গম আর বুনো। কোথাও মাইলের পর মাইল রুক্ষ প্রান্তর। গাছ তো দূরের কথা ঘাসেরও বালাই নেই। আবার কোথাও চড়াই উৎরাই। সবচেয়ে বড়ো বাধা শোশোন ইণ্ডিয়ান। দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ান এরা। বছর দুয়েক আগে ফোর্ট ডায়মণ্ড আক্রমণ করেছিলো নিজেদের দেশ থেকে সাদাদের তাড়াবার জন্য। শোনা যাচ্ছে যোদ্ধা সংগ্রহ করছে, অচিরেই ফোর্ট আক্রমণ করবে।

সানডানে দুপুরে পৌঁছলো অভিযাত্রী দল। কার্ল উলসন ঘোষণা করলো, এখানে একটা দিন থাকবে তারা।

অভিযাত্রীদের সবাই এসে ঢুকলো শহরে। সানডানই সভ্যতার শেষ পিঠ, কাজেই আনন্দ ফুর্তি যা করার এখানেই শেষবারের মতো করতে হবে তাদের।

বেশ পরিশ্রম গেছে গত ক'টাদিন। এই মুহূর্তে সেলুনে যাবার কোন ইচ্ছে নেই কেইনের। যেটা সবচেয়ে দরকার তা হচ্ছে ঘুম। সিদ্ধান্ত নিলো, লম্বা একটা ঘুম দিয়ে সন্ধ্যার দিকে শহরে যাবে সে।

কেইনকে শহরে আসতে না দেকে খুশী হলো টমাস বিল। মাথায় কুৎসিত চিন্তা কিলবিল করে উঠলো তার। খুশীর চোটে দু'গ্লাস মদ বেশী খেলো এবং জুলিকে চুমো খেতে গিয়ে প্রত্যাখিত হলো।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙলো কেইনের। হাই তুলে উঠে বসলো। মলি বাকের স্টেজে এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ও। কেইনকে

ঘড়িতে দেখে বললো, 'রাতের ঘুমটাও না হয় সেরে নাও।'
মাল বার কফি খাওয়ালো কেইনকে। একটা চুরুট ধরিয়ে এগালো শহরের দিকে। যাবার পথে রাসটি কিউ বললো, 'মিসার, আজ রাতে টাউন হলে পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি গিটার বাজাবো। তুমি অবশ্যই থাকবে।'
'তোমার গীটার বাজানো ভালো লাগে আমার। অবশ্যই থাকবো আমি।'
'ভুলে যেও না যেনো?'
মাথা নেড়ে মনে রাখার ব্যাপারটা জানালো কেইন। শহরে ঢোকার মুখে পিস্তল দু'টো পরীক্ষা করে দেখলো ও। শহর মানেই ঝামেলা। নতুন কোন শহরে ঢোকার আগে এই অভ্যেসটা তার বরাবরের।
সানডান ছোটখাট মাইনিং শহর। লোকজন অল্প। অন্যান্য পশ্চিমা শহরের মতোই এর গঠন। একটাই রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে বাড়ীঘর, দোকান পাট। বেশীর ভাগ বাড়ীই কাঠের তৈরী। তেতলা বাড়ী একটা, ইটের তৈরী। চারদিকে দেখতে দেখতে এগুচ্ছে কেইন।
ফিড স্টোরটার কাছে এসে চকিতে তিনজন লোকের ওপর চোখ গেলো কেইনের। তিনজনই হিচ রেইলের ওপর বসে রয়েছে। কেনইকে দেখে হাসছে দাঁত বার করে। একজনের হাতে একটা বোতল। বোতলটা সে হিচ রেইলের কাঠের ওপর ঠুকে ড্রাম বিট বাজানোর চেষ্টা করছে।

একজন জোরে মন্তব্য ছুঁড়লো, 'ব্যাটা টেক্সান।'
বোতল ঠুকা লোকটা বললো, 'একজন উজবুক।'
কেইন মন্তব্যগুলো শুনেও না শোনার ভান করে হেঁটে চললো টেক্সানদের অনেকে দেখতে পারে না। জানে ও। কিন্তু কেইন টেক্সান নয়। আরিজোনার লোক সে। সেজন্য মন্তব্য-গুলো গায়ে মাখলো না।
শেরিফের অফিসের উল্টো দিকে সেলুন। ভেতরে বেশ ভীড়। অভিযাত্রীদলের লোকেরা ভীড় করছে। সেলুনে ঢোকার আগে শেরিফের অফিসটা ঘুরে আসা দরকার মনে করলো ও। কিছু খবর নেয়া দরকার।
শেরিফকে অফিসেই পেলো কেইন। চেয়ারে বসে টেবিলে পা উঠিয়ে ঘুমানোর আয়োজন করছে। কোলের ওপর একটা সাদা বিড়াল। বড়ো বড়ো চোখ করে দেখছে কেইনকে। কয়েক মুহূর্তে পর হঠাৎ ম্যাও করে উঠলো বিড়ালটা। চোখ খুললো শেরিফ।
চেয়ার টেনে বসে পড়লো কেইন। 'তোমার শহরে প্রচুর অতিথি এসেছে, খবর রেখেছো?'
'দেখেছি।' খ্যাস খ্যাস গলায় বললো শেরিফ।
'আমার নাম জনি কেইন।'
'বলে যাও।' চোখ মুদলো শেরিফ।
বেড়ালটার দিকে তাকালো কেইন। পাঁচ সেকেণ্ড পর বললো, 'একজন বাউন্টি কিলার আমি।'

ঝট করে চোখ খুললো শেরিফ। বেড়ালটা ডান হাতে ধরে নামিয়ে দিলো মাটিতে। নিজের পা জোড়াও নামালো টেবিলের ওপর থেকে। 'কি বললে?' ভুরু কুঁচকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো।

'যা শুনেছো।'

'তুমি কি ওয়ান্টেড লোক খুঁজছো?' গলায় একটুখানি উত্তেজনা প্রকাশ পেলো শেরিফের।

'সিদ্ধান্ত নেইনি।'

'নিয়ে নাও। সানডানে একজন লোক আছে ওয়ান্টেড। একটা পোস্টার করা হয়েছিলো। ছিঁড়ে ফেলেছে। তিনজন সাঙগ পাঙগ আছে ওর। পিস্তলও ভালো চালায়।'

'নাম।'

'হ্যারি ফুয়েট।'

'ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত পথ কেমন?' প্রসঙগ পাল্টিয়ে জিজ্ঞেস করলো কেইন।

'খারাপ। পানি নেই একফোটা। শোশনরা তো আছেই।'

'ওদের দেশে ওরা থাকবেই।' উঠে দাঁড়ালো কেইন। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরলো।'

'কেইন, তুমি হ্যারি ফুয়েটকে……।'

'চিন্তা ভাবনা করিনি এখনো।'

'দু'শ ডলার পাবে।' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো শেরিফ। 'অঙ্কটা খারাপ নয়।'

শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে সেলুনে এলো কেইন। অভিযাত্রী দলের প্রায় সবাই আছে এখানে। ভেতরে বসার জায়গা নেই দেখে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ও। বারটেণ্ডার রাই-এর একটা বোতল বিনা বাক্যব্যয়ে ঠেলে দিলো কেইনের দিকে।

সেলুনের শেষের দিকে কার্ল ও জুলি উলসনকে দেখলো। কার্লের মুখে পাইপ। স্থানীয় লোকজনকে হাত নেড়ে কি যেনো বোঝাচ্ছে। জুলি চুপচাপ বসে আছে। শহরের দু'একজন লোক থেকে থেকে তাকাচ্ছে জুলির দিকে। জুলির মতো সুন্দরী মেয়ে অনেকদিন ধরে দেখেনি তারা।

টমাস বিলকে দেখলো না ভেতরে। ওর সাথের লোকগুলোও নেই।

জুলির সাথে চোখাচোখি হলো কেইনের। হাললো কেইন। জুলি অন্য দিকে চোখ ফেরালো। কেইনকে নিশ্চুপ দেখে বারটেণ্ডার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমিও পশ্চিমে যাত্রা করেছো নাকি?'

'তোমার কৌতুহল মেটাতে পারছি না আমি।'

কথা বলার ইচ্ছে নেই দেখে চুপ করে গেলো বারটেণ্ডার। বিল মিটিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো কেইন। আসার সময় আবার চোখাচোখি হলো জুলির সাথে। শেষ মুহূর্তে কেইনের দিকে তাকিয়ে ছিলো জুলি।

সেলুন থেকে বেরিয়েই ফীড স্টোরের হিচ্ রেইলের দিকে নজর

গেলো কেইনের। লোকগুলো এখনো বসে আছে। তাকিয়ে আছে কেইনের দিকে।

কেইনকে দেখে হেসে উঠলো তিনজনই। বোতল ধরা লোকটা বোতল টুকতে শুরু করলো হিচ রেইলে। একজন মোটা গলায় গান ধরলো। গানের বিষয় বস্তু, নোংরা প্রেম।

দু'জন পথচারী ঘটনাটা দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

হাঁটার গতি কমালো কেইন। লোকগুলোর দু'হাত সামনে দিয়ে যাবার জন্য ডান দিকে কিছুটা সরে এলো। বোতল ঠুকা লোকটা বলে উঠলো, 'ব্যাটা টেক্সান নয় কিন্তু হ্যাটটা পরেছে টেক্সান। আর উজবুকটা কানেও শোনে কম।' কথা বলছে আর বোতল ঠোকা চালিয়ে যাচ্ছে সে।

'আমি টেক্সান নই।' লোকগুলোর সামনে থামলো কেইন।

'আর উজবুকও নই'

'তাহলে তুমি একটা ছাগল।' গান গাওয়া লোকটা বললো।

'না বন্ধু আমি সেটাও নই।'

'তাহলে তুমি কে?' খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগলো একজন। এই লোকটা এতক্ষণ চুপ ছিলো।

'তোমার যম।' শক্ত গলায় বললো কেইন। সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ও। সতর্ক চোখে একই সাথে তিনজনের দিকে নজর রেখেছে।

রাগে ফেটে পড়লো বোতলঅলা। একদলা থুথু ফেললো

কেইনের পা লক্ষ্য করে। থুথুর দলাটা এসে পড়ল কেইনের বুটের ওপর। 'বিগের সাথে ফালতু কথা বলতে এসেছো উজবুক কোথাকার।'

নিজের বুটের ওপর তাকালো কেইন। চোখের দৃষ্টি সাপের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে ওর। 'এই থুথুই মুখ দিয়ে চাটাবো তোমাকে।'

শব্দ করে হাসতে লাগলো বোতলওলা। তৃতীয় লোকটা বললো, 'হ্যারী ফুয়েটের সাথে লাগতে এসেছো, সাহস তো কম নয় তোমার।'

'তোমার মতো ছিচকে মস্তান বহু ঠেঙিগয়েছি আমি।' ধীরে ধীরে বললো কেইন। 'এবার তোমাদের পালা।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো হ্যারী ফুয়েট। মোষের মতো তেড়ে এলো কেইনের দিকে। ডান হাত দিয়ে ঘুষি ছুঁড়লো কেইনের মুখের ওপর। কৌশলে ঘুষিটা ঠেকিয়ে দিলো কেইন। পরমুহূর্তে বা হাত দিয়ে চোয়ালে ঘুষি মারলো ও। ঠিক মতো ঠেকাতে পারলো না ফুয়েট। চোয়াল কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো তার।

ইতিমধ্যে ভীড় জমে উঠেছে পথে। বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে রীগ রয়েট। মনোযোগ দিয়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করছে সে। টমাস বিল আর ওর কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আস্তাবলের কাছে। ওদেরও মনোযোগ এদিকে।

বিগ লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। সুযোগ খুঁজছে কেইনকে

ঘুষি মারার। ঘুষি মারার সুযোগ না পেয়ে হঠাৎ পিস্তল বের করতে গেলো সে।

'সাবধান কেইন।' রীগ রয়েট দূর থেকে সাবধান করলো কেইনকে।

হ্যারী ফুয়েটকে ডান হাত দিয়ে ঘুষি মারতে যাচ্ছিলো কেইন। চিৎকারটা তখনই কানে এলো ওর। নিমিষে বিগের দিকে নজর গেল। বের করে ফেলছে পিস্তল।

হোলস্টারে ছোবল হানলো কেইনের হাত। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো উঠে এলো পিস্তলসহ হাতটা। ওপরে উঠা অবস্থাতেই গুলি করলো। বিগের ডান কাঁধে লাগলো। বুলেটের ধাক্কায় আধ পাক ঘুরে গেলো—তারপর উপুড় হয়ে পড়লো মাটিতে। হাত থেকে ছুটে গেছে পিস্তল।

ঘটনার আকস্মিকতায় থ হয়ে গেছে হ্যারী ফুয়েট আর বোতল-অলা। বোতল ঠুকা বন্ধ করেছে সে। কেউকেটে ভাবটা মুখ থেকে হারিয়ে গেছে একদম। মুখের অভিব্যক্তিতে এখন ভয়ের ছাপ।

নিঃশব্দে হাসলো কেইন। 'হ্যারী ফুয়েট তুমি একজন ওয়ান্টেড লোক। তোমার লাশের মূল্য দু'শ ডলার। তুমি কি জানো?' নিজেকে সামলে নিয়েছে হ্যারী ফুয়েট। প্রচণ্ড রেগে গেছে সে। মাটিতে পড়ে থাকা রিগের দিকে একবার তাকালো। তারপর বোতলঅলার দিকে। মুখ তুলে বললো, 'এর ফল তুমি পাবে।'

'এখনই হয়ে যাক। পেছনে ঝামেলা রেখে চলতে অভ্যস্ত নই আমি।' আমন্ত্রণ জানিয়ে বললো কেইন।

বোতলঅলা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো। তার হাতে এখনো ধরা আছে বোতলটা। গুলি করলো কেইন। ভেঙেগ গুড়িয়ে গেলো বোতলটা। ধপ করে হিচ রেইলের ওপর বসে পড়লো সে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল হ্যারী ফ্লুয়েটের চেহারা। এই লোকটা যে পিস্তলে অসম্ভব ক্ষিপ্র বুঝে গেছে সে। না বুঝে বোকার মতো লাগতে গিয়েছিলো।

হ্যারী ফ্লুয়েটকে নিশ্চুপ দেখে কেইন বললো, 'এতক্ষণ বাহাদুরী দেখাচ্ছিলে। মনে করেছিলে আমি আসলেই উজবুক।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো হ্যারী ফ্লুয়েটের চেহারা। বুঝতে পারলো, টমাস বিলের কাছ থেকে দু'টো পয়সা পেয়ে লোক না বুঝেই লাগতে যাওয়া কোন মতেই ঠিক হয়নি ওর। এখন এতগুলো লোকের সামনে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে তার। টমাসের নাম বলে দিলে হয়তো তার ঘাড় থেকে অপমানের বোঝাটা অনেকখানি কমে যাবে। সে আস্তাবলের দিকে তাকালো। শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

চিন্তা করার সুযোগ পেলো না হ্যারী ফ্লুয়েট। নাকের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেলো কেইনের। টলমল করে উঠলো ওর দেহ। কেইন বললো, 'বাছা, এসো, পিস্তল বের করো তোমার।'

প্রচণ্ড রাগের বসেই হয়তো পিস্তল বের করতে গেলো ফ্লয়েট। কিন্তু খাপ শূন্য করতে পারলো না সে। ডান হাতের কব্জিতে গুলি খেলো। ব্যথায় কুঁচকে উঠলো ওর মুখ। হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এলো আহত জায়গা থেকে।

এই সময় শেরিফ এসে দাঁড়ালো। প্রশংসার চোখে তাকালো কেইনের দিকে। 'তুমি দু'শ ডলার পাওনা রইলে আমার কাছে।'

হোলস্টারে পিস্তল ভরলো কেইন। সেলুনের দিকে চোখ গেলো এসময়। জুলি উলসন তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

মাটিতে এখনো গড়াগড়ি খাচ্ছে বিগ। কাঁধ ভিজে গেছে রক্তে। কেইন ডান পা দিয়ে একটা লাথি ঝারলো ওর পাছায়। থুথু লাগা জায়গাটা ঘষলো। তারপর স্পট থেকে বেরিয়ে এলো। রীগ রয়েট কাছে এসে বললো, 'জুলি উলসন পুরো ঘটনাটা দেখেছে।'

এক মুহূর্ত থামলো কেইন। বললো, 'সময় মতো সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

দাঁত বের করে হাসলো রীগ রয়েট। 'শক্ত লোক তুমি। সানডানে সাবধান থেকো। টমাস বিল তোমার পিছু লেগেছে।'

৮

পরদিন। চমৎকার সকাল।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ঘোড়া প্রস্তুত করেছে কেইন। কাজ শেষে পিঠে স্যাডল চাপালো। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো কার্ল উলসনের স্টেজের পাশে। গুটানো চেয়ারে বসে রাইফেল পরিষ্কার করছে বুড়ো। কেইনকে দেখে হাসি মুখে তাকালো।

কার্ল যে কথাটা আশা করেনি সে কথাই বললো কেইন। বললো, 'তোমাদের সাথে যাচ্ছি না আমি।'

অবাক হয়ে তাকালো কার্ল। 'মানে?'

'সানডানে গাইড হিসেবে প্রচুর লোক পাবে। আমাকে না হলেও চলবে তোমাদের।'

'কেইন, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

ধীরে সুস্থে চুরুট ধরালো কেইন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'একমাত্র তুমিই চাও তোমার সাথে যাই আমি। কিন্তু তোমার লোকজন চায় না এটা।'

'তোমার কথাটা ঠিক নয়, কেইন।'

'কেন ?'

'এই দলের চীফ আমি। আমার কথাই শুনতে হবে সবাইকে।'

'শুনবে। তবে টমাস বিল তোমার কথা শুনবে না।'

'গতকাল সে-ই হ্যারী ফুয়েটকে আমার পিছু লাগিয়েছিলো। ইচ্ছে করলে টমাসকে শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি আমি।'

চিন্তিত হয়ে পড়লো কার্ল। 'তুমি কি এজন্যই যেতে চাইছো না ?'

হাসলো কেইন। 'আরো একটা কারণ আছে।'

'কি ?'

'তোমার মেয়ে জুলি উলসন্।'

স্টেজের ভেতরেই ছিলো জুলি। উঁকি দিলো এসময়।

'মিস্টার কেইন তুমি আমাকে ভুল বুঝছো।'

'না ম্যা'ম।' পশ্চিমা মানুষ মরিচীকার পেছনে ছোটা পছন্দ করে না ?'

বেশ কিছুক্ষণ নিরব রইলো তারা। কার্ল বললো, 'তাহলে তুমি যাচ্ছো না ?'

'আমি দুঃখিত।' বললো কেইন। 'ঘর বাধার মানুষ না পেলে ভবঘুরে জীবনের শেষ করতে চাই না।'

শেষবারের মতো জুলিকে দেখে নিলো। হ্যাট খুলে নড করলো। 'ম্যা'ম, হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের। অনেক অনেক বছর পর।'

ঘুরলো কেইন। লাগাম ধরে টানলো ঘোড়ার। এগিয়ে

গেলো সামনে। পেছন থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো জুলি। 'কেইন, দাঁড়াও।'

থামলো কেইন। ঘাড়ের ওপর দিয়ে মাথা ঘোরালো পেছনে। স্টেজ থেকে নেমে এলো জুলি। কেইনের সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরলো। 'তুমি থাকছো এখানে। আর আমাদের সাথেই যাচ্ছো পশ্চিমে।'

জুলির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কেইন। জুলি দৃষ্টি ফেরালো অন্যদিকে। কেইন আস্তে আস্তে বললো, 'কথাটা কি তুমি অন্তর থেকে বলছো।'

'জানি না!' বলে ঘুরে হাঁটা ধরলো স্টেজের দিকে।

মৃদুস্বরে হাসতে লাগলো কার্ল উলসন। সে নিচু স্বরে বললো, 'আমরা আগামী কাল রওনা দিচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকালো কেইন। 'তোমার মেয়ে পছন্দ করতে শুরু করেছে আমাকে।'

এলাকাটা দুর্গম। অত্যন্ত ধীর গতিতে স্টেজ কোচগুলো চলছে। ট্রেইলের এখানে ওখানে গর্ত বা পাথর খণ্ড।

চারদিনের ভেতর মাত্র শ'খানেক মাইল এগিয়েছে তারা। পথ এখন আরো দুর্গম হয়ে উঠেছে। মূল ট্রেইল ছেড়ে থেকে থেকে ঘোরা পথে এগুচ্ছে তারা। কিন্তু চারদিকেই বাধা। থেকে থেকে পাথুরে দেয়াল দৈত্যের মতো পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে।

কোথাও পাথর শ্রেণী ঘুরতে হচ্ছে তাদের। সবচেয়ে বেশী বাধা সৃষ্টি করছে বালুকাময় এলাকা।

দু'সপ্তাহ পর। সকাল বেলা। রওনা দেবার পর পরই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো।

উৎরাই এর পথে পানি বহনকারী বাকবোর্ডটা একটা পাথরে ধাক্কা লেগে উল্টে গেলো। সাথে সাথে গড়িয়ে একটা খাদে পড়লো বাকবোর্ডটা। পাঁচ ড্রাম পানি ছিলো বাকবোর্ডে। সমস্তই হারালো-তারা। স্টেজে যে পানির স্টক আছে তাতে একদিনের বেশী কোন মতেই চলবে না।

সব শেষের জলাশয়টা একশ' মাইল পেছনে ফেলে এসেছে। এই এলাকাটা দুর্গম। চারদিকে পাহাড় আর ধুসর প্রান্তর। দু'একটা গাছ আর ক্যাকটাসের ঝোপ। কোন প্রাণীর সাড়া নেই কোথাও, শুধু শকুন ছাড়া।

ড্রামগুলোর এক ফোঁটা পানিও নেই, নিচে খাদে এসে পরীক্ষা করে দেখা হলো। প্রায় পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে পড়ে বাকবোর্ডটাই যখন ভেঙেগ গুড়িয়ে গেছে তখন ড্রামগুলোর অক্ষত থাকার কথা নয়। একটা ঘোড়া মাথায় চোট পেয়ে মারা গেছে। অন্যটার মেরুদণ্ড ভাঙগা। মুখ দিয়ে ফেনা আর রক্ত উঠছে।

মলি বাক হতাশ হয়ে বললো, 'সব আশা শেষ হয়ে গেলো আমাদের।'

কার্ল সান্ত্বনা দিলো। 'আশে পাশে খুঁজে দেখতে হবে

কোথায় পাওয়া যায় পানি। এত সহজে আশা ছাড়লে চলবে না।'

রেঞ্জ হারপার একটা ড্রামে চুমুক খানেক পানি পেলো। চেটে পুটে খেয়ে বললো, 'এখনই বের হতে হবে আমাদের।'

অভিযাত্রীদলের প্রায় সবাই মুষড়ে পড়েছে। কেবল রীগ রয়েট, জনি কেইন আর টমাস বিল ছাড়া। এরা তিনজনই শান্ত অবিচল রয়েছে।

কিছুক্ষণের ভেতর পানির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো তারা। ভাগ ভাগ হয়ে চারদিকে চারটা দল গেলো। টমাস বিল স্টেজে থাকলো শুধু।

জনি কেইন একা বেরুলো, পুবে। কেইনের সাথে রেঞ্জ হারপার আসার জন্য আগ্রহ দেখালো। কিন্তু সঙ্গে নিলো না কেইন। কথা হলো যারা পানির সন্ধান আগে পাবে তারা ফিরে এসে খবর দেবে। পানি নিয়ে রওনা দেবে আবার। অন্যরা ওদের ট্রেইল অনুসরণ করে পৌঁছাবে।

এই রুক্ষ প্রান্তরে পানি ছাড়া একদিনও টিকে থাকা সম্ভব নয়। কেইন জানে এসব। আর সেজন্য নিজের ক্যান্টিনে পানি ভরে রাখে সবসময়। ওর কাছে যতটুকু পানি আছে তা দিন তিনেক চলতে পারবে। কিন্তু অভিযাত্রীদল একদিনও চলতে পারবে না।

পুব দিকে ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটালো কেইন। গতি ধীর। এই মুহূর্তে ঘোড়াটাকে ক্লান্ত করতে চায় না সে। পানি খোঁজার জন্য

ঘোড়াটাই একমাত্র সম্বল। অবশ্য এমনও হতে পারে আগেই অন্য কেউ পানির সন্ধান পেয়ে যাবে।

কেইনের ঘোড়াটা অ্যাপালুজা স্ট্যালিয়ন। বছর দু'য়েক আগে বুনো ছিলো এটা। টেক্সাস ফ্ল্যাটের পাহাড়ী এলাকা থেকে ধরেছে ও। বহুদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো ওর। মিসৌরীর ওদিকে একবার পথ হারিয়ে ফেলেছিলো। ক্যান্টিনের পানি ছিলো না ক্যান্টিনে। ও যখন মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছিলো তখন ঘোড়াটা পানির সন্ধান পাইয়ে দেয় ওকে। ঘোড়ার পিঠে নেতিয়ে পড়েছিলো। জ্ঞান হারিয়ে ছিলো। তারপর যখন জ্ঞান ফেরে, দেখতে পায় ওর ঘোড়াটা একটা জলাশয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওকে পিঠে নিয়ে।

মানুষের শ্রবণ এবং ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু ঘোড়া, কুকুর এসব জীবের এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো অত্যন্ত প্রখর। সে শুনেছে, হাতীর শ্রবণ ঘ্রাণ শক্তি নাকি অনেক বেশী। মাইল চার পাঁচ দূরের জিনিসের ঘ্রাণ দিয়ে জিনিসটা সনাক্ত করতে পারে। হাতি নাকি বিশালদেহী প্রাণী। এসব টেক্সাসে থাকতে শুনেছে।

সোজা পুবে মাইল পাচেক একটানা এগুলো কেইন। সামনে বিশাল একটা পাহাড়। মাইল খানেক ব্যাস নিয়ে বসে আছে প্রান্তরে। লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো কেইন। সরু চোখে তাকিয়ে রইলো পাহাড়টার দিকে। ডানে তাকালো। বিশাল বিশাল ধুসর বোল্ডার। উদ্ভিদের চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও।

গলার রুমাল খুলে কপালের ঘাম মুছলো সে। ঘোড়ায় বসেই সিদ্ধান্ত নিলো। পাহাড়টায় চড়তে হবে।

প্রান্তরে ছেড়ে দিলো ঘোড়াটাকে। কোথাও ঘাসের কোন বালাই নেই। ঘোড়া থেকে নেমে দূরবীনটা বের করলো। এগুলো পাহাড়টার দিকে।

তেমন খাড়া নয় পাহাড়ের গা। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো ওপরে উঠতে। ওপরে উঠে বিশ্রাম নিলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর দূরবীন নিয়ে তাকালো চারদিকে। গাছপালার নিহ্ন নেই কোথাও। যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর বোল্ডার। অন্তত মাইল তিনেক দূরে একটা ন্যাড়া গাছ দেখতে পেলো।

একটা আশা ঝিলিক দিয়ে উঠলো ওর মনে। ন্যাড়া গাছ, তার মানে অনুকূল পরিবেশেই বৃদ্ধি পেয়েছিলো গাছটা। কিছুদিন আগেও হয়তো পরিবেশ ছিলো উদ্ভিদ জন্মানোর। ওদিকে একবার খোঁজ নেয়া যেতে পারে।

সময় নষ্ট না করে নেমে পড়লো পাহাড় থেকে। ঘোড়ার কাছে এসে পানি খেলো একটুখানি। তারপর রুমাল ভিজিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলো ঘোড়ার।

একটুক্ষণের মধ্যেই রওনা দিল কেইন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লাগলো ন্যাড়া গাছটার কাছে পৌঁছতে। পৌছে হতাশ হলো কেইন। অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর আগে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গাছটা। ঘাস ছিলো প্রান্তরে। কিছু কিছু নিশানা

এখনো আছে। দাবাদাহের প্রভাব। এক নজর দেখেই বুঝলো কেইন।

সূর্য ঢলতে শুরু করেছে পশ্চিমে। অথচ এখন পর্যন্ত পানির সন্ধান মেলেনি। পানির সন্ধান না নিয়ে অভিযাত্রীদের কাছে ফেরা যাবে না। হয়তো ওর জন্য অপেক্ষা করছে সাতাশ জন নরনারী। অথবা অন্যরা পানি পেয়ে গেছে। তারপর পানি সংগ্রহ করে রওনাও হয়ে গেছে এতক্ষণ। এসব অনুমান। এই মুহূর্তে অনুমানের ওপর নির্ভর করা চলে না।

নিজে পানি না খেয়ে পানিতে রুমাল ভিজিয়ে ঘোড়ার মুখ মুছিয়ে দিলো কেইন। এবার রওনা দিলো দক্ষিণে।

কিছুদূর এগিয়ে ঘোড়ার ওপর দিক ঠিক করে চলার ভার ছেড়ে দিলো কেইন। লাগামে ঢিল দিলো। এভাবে মাইল খানেক পথ এগুলো। কিন্তু লাভ হলো না তাতে।

সূর্য এখন আরো ঝুলে গেছে পশ্চিমে। নিজের ওপর প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে গেছে কেইন। আশেপাশে হয়তো পানি আছে কোথাও। কিন্তু ও খুঁজে পাচ্ছে না। এই ধারনাটা জন্মানোর পর আবার একটা পাহাড়ের ওপর উঠলো কেইন। চার দিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো।

এবার একটু আশার সঞ্চার হলো। বহুদূরে দিগন্তে কালো মতো গাছের আকৃতি দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দূরবীন দিয়ে পরীক্ষা করলো। গাছ। গাছ মানে জীবনের উৎস। জীবনের উৎস যেখানে থাকবে সেখানে পানি থাকবেই।

তাড়াহুড়ো করে নামতে যেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে মৃদু ব্যথা পেলো কেইন। রওনা হয়ে গেলো দক্ষিণে।

এলাকাটা একটু বেশী রুক্ষ। চারদিকে বোল্ডার আর থেকে থেকে কাঁটা ঝোপ। কিন্তু পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। একটা বোল্ডারের আড়াল ঘুরতে হঠাৎ ঘটলো ঘটনাটা। এর জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল ও।

একই সাথে তিনটে রাইফেল গর্জে উঠলো খুব কাছ থেকে। ঘোড়াটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেলো। গুলি বিঁধেছে দেহে। চট করে যেদিক থেকে গুলি করা হয়েছে তার উল্টো দিকে ঝুলে পড়লো কেইন। কিন্তু ঝুলেই বুঝলো ঘোড়াটা দৌড়াচ্ছে না। থমকে গেছে। বুঝলো, গুলি তিনটে ঘোড়ার গায়ে লেগেছে। ঘোড়াশুদ্ধ হুড়মুড় করে একপাশে হেলে পড়লো কেইন। চট করে পিস্তল বের করে ঘোড়াটার আড়াল নিলো। মৃত্যু যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে ঘোড়াটা। এপাশ ওপাশ করছে কাটা মুরগীর মতো।

আরো কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। কেইনের সামনে এসে বিধলো দু'টো। একটা কাঁধের ওপর খাবলা মারলো। একটা পাথরের আড়াল নিতে নিতে আরো কয়েকটা গুলি ছুটে এলো ওর দিকে।

পরিস্থিতিটা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেলো কেইনের। আক্রমণকারীরা রেড ইণ্ডিয়ান নয়। রেড ইণ্ডিয়ানরা কখনো ঘোড়ার দেহে গুলি করে না। সাদা চামড়া এরা। যারা কেইনের মৃত্যু

আশা করা ছাড়া কিছুই চায় না। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো ওর কাছে, বন্দুকধারীরা পটু নয়। নইলে প্রথম চেষ্টাতেই ফেলে দিতো ওকে। ঘোড়াটাকে মেরে পালানোর পথ রুদ্ধ করেছে আগে।

একটুখানি পর বোল্ডারের একপাশে সরে এলো কেইন। যেদিক থেকে গুলি করা হয়েছে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো ওদিকে। লুকানোর কয়েকটা জায়গায় অনুমান করে গুলি করলো। জবাব পেলো কিছুক্ষণ পর।

কেইন যে বোল্ডারটার আড়াল নিয়েছে সেটা ছোট। এটার আড়ালে বেশীক্ষণ লুকিয়ে থাকা যাবে না। হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে সরে আসতে লাগলো ও। দশ হাত দূরের একটা বোল্ডারের পাশে চলে এলো। এখান থেকে নিজের ঘোড়াটাকে দেখতে পেলো কেইন। মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে আছে। কোন মতো দীর্ঘশ্বাস চাপলো কেইন।

কাঁধের দিকে নজর দিলো কেইন। জ্বালা করছে জায়গাটা। হাত বুলিয়ে ক্ষতের পরিমানটা পরোক্ষ করলো। সামান্য ক্ষত। খুব একটা রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে না।

আবার জায়গা বদল করলো কেইন। এবার ডান দিকে সরে এলো। মাঝ পথেই গুলির শব্দ হলো একটা। বুক ঘেষে গেলো বুলেটটা। ওপাশের বোল্ডারটার দূরত্ব হাত পাঁচেক। ওখানে পৌছানোর আগেই আরো একটা গুলি খাবে। আগের জায়গায় ফিরে যাবার উপায় নেই। দু'দিক থেকে আক্রমণ

করা হয়েছে ওকে।

প্রাণপণ শক্তিতে বোল্ডারটার আড়ালে ঝাপ দিলো কেইন। পড়ন্ত অবস্থাতেই গুলি করলো অনুমানে। কেইনের অনুমানটা অনুমান থেকে গেলো। বা উরুতে এসে বুলেট বিঁধলো। উড়ন্ত অবস্থায় গতি পরিবর্তন হলো কেইনের। পরবর্তী মুহূর্তে পাথরের সাথে নিজের মাথার সংঘর্ষ কিছুতেই এড়াতে পারলো না ও। এসব ঘটলো মাত্র দেড় সেকেণ্ডের ভেতর। জ্ঞান হারালো কেইন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর আড়াল থেকে তিনজন লোক বেরিয়ে এলো। একজন টমাস বিল, অন্য দু'জন ডিক্সন আর কম্ব। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কেইনের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হাসতে লাগলো টমাস বিল। 'পথের কাঁটা নিজের হাতে দূর করলাম।'

'কেইনকে কবর দেবে নাকি আবার?' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো কম্ব।

'মাথা খারাপ। শকুনদের বঞ্চিত করবো না আমি।'

৯

ক্যাম্প থেকে মাইল দু'য়েক দূরে পানির সন্ধান পেয়েছে রীপ রয়েট আর মলি বাক। ছোট একটা বেসিনের তলায়। পাহাড় থেকে পানির মৃদু ধারা গড়িয়ে পড়ে এসে জমা হচ্ছে বেসিনের তলায়। বেসিনের তলায় ঝোপ-ঝাড় দেখে সন্দেহ হয়েছিলো তাদের।

দুপুরের দিকে পানির সন্ধানে বেরুনো সবগুলো দল ফিরেছে ক্যাম্পে। টমাস বিল আর সঙ্গী দু'জন ফিরলো আরো ঘণ্টা দুয়েক পর। তারা চমৎকার একটা খবর জানালো সবাইকে।

টমাস বিল বিমর্ষভাবে বললো, 'জনি কেইন শোশনদের দালাল। আমাদের খবর ইণ্ডিয়ানদের জানিয়ে দিয়েছে। আজ সকালে বাকবোর্ডটা উল্টে যাওয়ার পেছনে ওর অবদান আছে।'

টমাস বিলের কথা অবাক বিস্ময়ে শুনলো সবাই। টমাসের কথা দু'জন বিশ্বাস করতে পারলো না। একজন হলো জুলি উলসন অন্যজন রীপ রয়েট। জুলি প্রতিবাদ করলো না। কিন্তু

রয়েট প্রতিবাদ করলো। সে বললো, 'এটা তোমার ভুল ধারনা।'

হাসলো টমাস বিল, বললো, 'সত্যি কথা। মানুষকে বাইরে থেকে ভালো লাগলেও ভেতরে বোঝা যায় না। কেইনের শুধু ওপরের রূপটাই দেখেছি আমরা।'

'কেইনের ভেতরটাও জানি আমি। ও এমন কাজ করতে পারে না।' দৃঢ় গলায় বললো রীগ রয়েট।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো টমাস বিল। 'তোমার দরদ মনে হচ্ছে বেশী।'

মাথা ঝাঁকালো রীগ রয়েট। 'লোকটা ভালো। আর তোমার কথা বিশ্বাস করছি না আমি।'

'তাতে কিছু যায় আসে না।' অলস মুখে বললো টমাস।

কার্ল উলসন তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো টমাসের দিকে। তারপর বললো, 'টমাস, তুমি বুঝলে কিভাবে?'

'দক্ষিণে গিয়েছিলাম আমরা। একসময় দেখি জনা ছয়েক ইণ্ডিয়ানদের সাথে কথা বলছে। কাছে যেতে পারিনি। নইলে আরো তথ্য দিতে পারতাম।'

'প্রমাণ আছে?' রেঞ্জ হারপার বললো।

'আছে। কম্ব আর ডিক্সনকে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

ডিক্সন আর কম্বকে জিজ্ঞেস করে একই কথা জানা গেলো। কথার শেষে টমাস বিল জানালো, 'কেইন ওদের গুলি করতে চেয়েছিলো। পারেনি। ওরাও গুলি করে জবাব দিয়েছে।

তবে ফলাফল জানে না।

দ্বিধা দ্বন্দে ভুগলো কার্ল উলসন। কেউ এখানে আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। ইণ্ডিয়ানদের ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে সবার মুখ।

রওনা দেবার আগে রীগ রয়েট জানালো, 'আমি কেইনের খোঁজ নিতে যাচ্ছি।' ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে চড়ে বসলো ও। কিন্তু বাঁধা দিলো রেঞ্জ হারপার। 'কোন দরকার নেই। এখান থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাদের। ফোর্ট ডায়মণ্ড খুব বেশী দূরের পথ নয়।'

'তোমরা এগোতে থাকো। আসল খবর নিয়ে রাতেই ধরে ফেলবো তোমাদের।'

রাগে চেঁচিয়ে উঠলো রেঞ্জ হারপার। ঝট করে পিস্তল বের করলো সে। 'লাশ ফেলে দেবো তোমার।'

স্থির চোখে রেঞ্জ হারপারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো রীগ রয়েট। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'শক্ত এবং সাহসী একজনকে হারাতে যাচ্ছো তোমরা। খুব শীঘ্রিই এর ফল পাবে।'

'তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না।' কড়া গলায় ধমক লাগালো টমাস বিল। 'কেইন সম্পর্কে কোন কথা শুনতে চাই না আর।'

পশ্চিমে নীলাকাশের তেজী সূর্যটা একটু একটু করে নামতে নামতে অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। প্রান্তর তেতে আছে প্রচণ্ড খরদাহে। যতদূর চোখ যায় শুধু গরমের ভাপ দেখা যাচ্ছে। দগ্ধ হচ্ছে সব কিছু। ন্যাড়া গাছটায় দু'টো শকুন বসে আছে অধীর আগ্রহে। তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে বোল্-ডারের দিকে। লোকটা একইভাবে পড়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে। মরেনি। তবে মরবে। অপেক্ষা করছে শকুন দু'টো। সূর্য আরো খানিকটা ঝুলে যেতে শকুন দু'টোকে নিরাশ করে নড়ে উঠলো কেইন। ধীরে ধীরে চোখ মেললো। সূর্যের আলো সরাসরি চোখে এসে পড়ায় বন্ধ করলো চোখ জোড়া। চোখ মুদে মাথা ঘুরিয়ে উল্টোমুখো হলো সে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। জ্বালা করছে উঁরুর ক্ষতটা।

কাঠ হয়ে পড়ে রইলো কেইন। শক্তি অর্জন করলো। তার-পর উঠে বসলো। শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো চারদিকে। ধুসর আর রুক্ষ একটা প্রান্তর। দূরে পাহাড়গুলো মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো, এই পাহাড়গুলো ব্যঙ্গ করছে তাকে।

মরে পড়ে আছে ঘোড়াটা। ঠোঁট কামড়ে ধরলো। এই রুক্ষ প্রান্তরে ঘোড়া ছাড়া এগুনো অসম্ভব ব্যাপার। মুখ দিয়ে সড়সড় করে এক ঝাঁক গালি বেরিয়ে এলো ওর। নিজেই শুনলো নিজের প্রতিটা শব্দ।

একটু একটু ক্ষুধায় জ্বলছে পেটের ভেতরটা। গলাটা শুকিয়ে

গেছে। হাঁটু আর হাতের ওপর ভর করে ঘোড়ার কাছে চলে এলো কেইন। ক্যান্টিনটা দেখে খিঁচড়ে উঠলো মেজাজ। ক্যান্টিনে দু'চুমুক পানি রয়েছে, বাকী অংশ পড়ে গেছে। এই মুহূর্তে প্রচুর পানির দরকার। এই দু'চুমুকে কিছুই হবে না।

টমাস বিল ওকে মরা মনে করে ফেলে গেছে। লোকটা শেষ পর্যন্ত এমন করবে ধারনা হয়নি কেইনের। নইলে সাবধান হতে পারতো। আবার নিজেকে গালি দিলো সে।

অভিযাত্রীদের ক্যাম্প এখান থেকে অন্ততঃ আট মাইল দূর। এই পথটুকু হাঁটতে জান বেরিয়ে যাবে তার। সুস্থ থাকলেও অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া অন্য কোন লাভ হবে না।

রওনা হবার আগে ক্ষতটা রুমাল দিয়ে বাধলো। কাঁধটা একটু জ্বালা করছে। সামান্য আঘাত। তবে রানের আঘাতটা ভোগাবে তাকে। বুলেট ঘষা খেয়ে গেছে, কিন্তু এখনই ক্ষত না ধুয়ে ফেললে পচন ধরতে পারে।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে নিলো সে। তারপর শেষ-বারের মতো ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো।

পা টেনে টেনে হাঁটছে কেইন। প্রতি পদক্ষেপে মনে হচ্ছে এই বুঝি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো পাটা, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না। বরং প্রতিবার ব্যথা চাগিয়ে তুলছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা মাইল আড়াই পথ হাঁটলো কেইন। ক্লান্ত

অবসন্ন হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। আর পারছে না। বসে পড়লে ধপ করে।

আরো মাইল ছ'য়েক পথ হাঁটতে হবে ওকে। ছ' মাইল যেনো নয়, হাজার মাইল। পিঠের ওপর বোঝাটা ভারী লাগছে। অথচ তেমন কোন ভারী বোঝা নয় এটা। প্রায় আধ ঘণ্টা মতো বিশ্রাম নিলো। তারপর আবার উঠে দাঁড়ালো।

ক্যাম্পে গিয়ে লাভ হবে না তার। জানে সে। অভিযাত্রীদল এতক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে। ইতিমধ্যে হয়তো পানির সন্ধান পেয়েছে তারা। টমাস হয়তো চেপে গেছে ওর কথা। কার্লরা মনে করছে যে কোন সময় এসে পড়বে কেইন।

তিক্ত হাসি হাসলো সে।

পায়ের ক্ষতটা সামান্য। দু'দিনেই সেরে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে তাকে।

রাত হলো এক সময়। হাঁটা থামালো না কেইন। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে তৃষ্ণা। ফেটে যেতে চাইছে বুকের ভেতরটা। প্রচণ্ড ক্ষিধা লেগেছে। কিন্তু খাচ্ছে না। খেলে আরো বাড়বে পানির তৃষ্ণা।

গভীর রাতে কেইন ক্যাম্পে পৌঁছলো। প্রচণ্ড রকম শারীরিক অবসাদ গ্রাস করলো তাকে। চলে গেছে কার্লরা। উৎসুক চোখে তাকালো চারদিকে। কোন আলো নেই। চলে যাবার একটা মাত্র কারণ থাকতে পারে, পানি। পেয়েছে কোথাও।

আশায় দু'চোখ জ্বলে উঠলো কেইনের। আশে পাশে কোথাও হবে হয়তো।

জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হয়নি কেইনের। তারপরও জ্ঞান হারালো সে। এবং জ্ঞান ফিরলো ভোর রাতের দিকে।

ফরসা হয়ে আসছে প্রকৃতি। রাঙা হচ্ছে পুবাকাশ।

অনুভব করলো কেইন, মাথায় ঝিমঝিমানি ভাবটা এখন আর নেই। বেশ খানিকটা সুস্থ লাগছে। কিন্তু পানির জন্য ফেটে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। মনে হচ্ছে গলার ভেতরটা একটা রুক্ষ প্রান্তর যেনো। ক্ষিধেও লেগেছে অসম্ভব।

আস্তে আস্তে ফরসা হলো প্রকৃতি। পুবাকাশ রাঙিয়ে উঠলো সূর্য। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো দিগন্তে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে।

একটা পাথারের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো কেইন। দুচোখে শূন্য দৃষ্টি। শেষ পানি খেয়েছে সকালে। তারপর আর সুযোগ ঘটেনি।

শুকনো ঠোঁটে হাসি ছিটকে উঠলো কেইনের। এই মুহূর্তে পানির দরকার। আশ্চর্য এই প্রাণি জগৎ। বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, জীবকোষ সতেজ করার জন্য প্রয়োজন পানি। অথচ এই মহামূল্যবান বস্তুটাই নেই ওর কাছে।

বেঁচে থাকার সংগ্রামের এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ও। এই সংগ্রাম থেকে রেহাই নেই তার। বেঁচে থাকলে বাস্তবকে মেনে নিতে হবে। কঠিন বাস্তবকে চিনতে

হবে। বেঁচে থাকতে হলে কৌশল জানতে হবে। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া কোন কৌশলই বাঁচতে পারবে না ও।

মগজ খাটাতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। হতাশ হলে চলবে না। জীবন একটা। আর জীবনটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ধৈর্য ধরা একান্ত দরকার।

সূর্য বেশ খানিকটা ওপরে উঠেছে। তাপ প্রখর হতে শুরু করেছে।

উঠে দাঁড়লো কেইন। মনের ভেতর প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি জড়ো করলো। কার্লরা পানির খোঁজ পেয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জলাধারের কাছে স্টেজ বা বাকবোর্ড নিয়ে গেছে তারা। হেটেও যেতে পারে। যাই হোক ওই চিহ্নগুলো খুঁজতে হবে তাকে।

ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো কেইন। পুরো ক্যাম্পটা চক্কর দিতে হবে তাকে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ক্যাম্পের কেন্দ্রের কাছে চলে এলো সে। তাকালো চারদিকে। ঘোড়ার অসংখ্য চিহ্ন, স্টেজ আর ভারী ওয়াগনের চাকার দাগ ট্রেইলের ওপর। সম্ভাবনাময় কতগুলো চিহ্ন দেখলো কেইন। উবু হয়ে পরক্ষ করলো। আনন্দে চিক চিক করে উঠলো চোখ জোড়া। পানির চিহ্ন। ধূলোর ওপর পড়েছে কয়েক ঝলক। বাকবোর্ড বা স্টেজে উঠানোর সময় পড়েছে।

চিৎকার দিয়ে উঠলো কেইন। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না ওর। এবং জ্বালা করে উঠলো গলা।

এই সময় আরো একটা জিনিসের ওপরে ওর দৃষ্টি গেলো। কুঁচকে উঠলো চোখ জোড়া। একটা কাঠের টুকরা একটা ছোট পাথরের ওপর রাখা আছে। অনেকটা তীরের মতো করে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে ধুকতে ধুকতে এগোলো কেইন। এবার বিস্ময়ের পালা তার।

একটা পাথরের আড়ালে ক্যান্টিন আর একটা পুটলি রাখা আছে। লুকিয়ে রাখা হয়েছে জিনিস দু'টো, বোঝা যায়।

ক্যান্টিন ভর্তি পানি। ক্যান্টিনটা ধরেই বুঝলো কেইন। পুটলিতে নিশ্চয় খাবার। অনুমান করলো। যে পানি রাখবে সে বুদ্ধি করে খাবারও রাখবে কিছু।

ঢক ঢক করে পানি খেল কেইন। তারপর নামিয়ে রাখলো ক্যান্টিনটা। পুটলিটা কাঁপা হাতে খুললো। প্রথমেই যে জিনিসটা দেখতে পেলো সেটা একটা রুমাল।

রুমালটার মাঝখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'জুলি উলসন।

১০

এখন অনেকখানি সুস্থ বোধ করছে কেইন। পেটে পানি পড়ায় সতেজ হয়ে উঠেছে সমস্ত শরীর। একটু আগে ক্ষতটা ধুয়ে

ব্যাণ্ডেজ বেধেছে।

জুলি উলসন বুদ্ধিমতী নিঃসন্দেহে। মেয়েটা ওর সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলো। রওনা হবার আগে পানি আর খাবার রেখে গেছে। জুলির এই পানিই জান বাঁচিয়েছে ওর। কথাটা ভেবে পুলকিত হয়ে উঠলো কেইন। যাক তাহলে জুলি মনে রেখেছে ওর কথা।

রুমালটা নাকের কাছে এনে বার কয়েক শুঁকলো কেইন। জুলির স্পর্শ নেবার চেষ্টা করেছে চোখ বন্ধ করে।

খন্টাখানেক পর পুটলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। রওনা হলো চিহ্ন ধরে, জলাশয়ের দিকে। স্পষ্ট চিহ্ন, অনুসরণ করতে কষ্ট হলো না ওর। উঁচু নিচু কিছু জায়গা পেরিয়ে বেসিনের ধারে পৌঁছতে ঘন্টা দুয়েক লেগে গেলো কেইনের। বেসিনের পাড় থেকে নিচের জলাশয়টা দেখা যাচ্ছে। পানির পরিমাণ অল্প, তবে সারা বছর পানি পাওয়া যাবে এখানে।

বেসিনের নিচে নেমে এলো কেইন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো পানির দিকে। পানি একটা অদ্ভুত জিনিস।

সমস্ত বেসিনের তলা উইলো আর কাঁটা ঝোপে ছেয়ে আছে। জলাশয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ছোট উইলো ঝোপের ধারে বিশ্রাম নেবার জন্য বসলো কেইন। এই বেসিনের তলায় খাবার থাকলে অনেকদিন টিকে থাকা যাবে। চমৎকার জায়গা। এই জলাশয়টার খবর হয়তো অনেকেই জানে। অন্য কেউ এলে একটা ঘোড়াও পেয়ে যেতে পারে।

উঁবুর ব্যথা কমে গেছে অনেকখানি। গাটা গরম লাগছে। বোধহয় জ্বর-টর আসবে। সংগে আনা কুইনান পাউডার খেয়ে ফেললো কেইন। জ্বর আর ব্যথার জন্য চমৎকার কাজ করে। কুইনান পাউডার যে গাছ থেকে তৈরী করা হয় রেড ইণ্ডিয়ান-দের কাছে সেই সিঙ্কোনা গাছটা মহা মূল্যবান। অনেক ইণ্ডিয়ান গোত্র রোগ উপশমের দেবতা মনে করে গাছটাকে।

উবুতে আস্তে আস্তে হাত বুলাচ্ছে কেইন। ঘুমানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুম আসছে না। অথচ ওর সমস্ত শরীর অব-সন্ন হয়ে আছে।

এই মুহূর্তে একটা মুখই ভেসে উঠছে ওর চোখের সামনে। সেই মুখটা জুলি উলসনের। খুব একটা বেশী দূরে যায়নি তারা। অন্ততঃ বেশী হলে মাইল পঞ্চাশেক। শরীর সুস্থ থাকলে হেঁটেই রওনা দিত কেইন। প্রতি মুহূর্তে আরো দূরে যাচ্ছে।

অজানা একটা ব্যথায় ছটফট করে উঠলো কেইন। সানডান টাউন এখান থেকে অন্ততঃ তিনশ মাইল। হেঁটে যাবার কথা চিন্তা করাই যায় না। পথে পানি থাকলে অবশ্য তেমন একটা ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু এখন, শরীরের এই অবস্থায় কোন মতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু পড়ে থাকারও কোন মানে হয় না। পানি আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ। কিন্তু খাবার নেই। ওর কাছে যা আছে তা টেনে-টুনে দিন তিনেক চলবে। তারপর? খোদাই মালুম। এদিকে

খরগোস-টরগোস নজরে পড়ে না। বন ছাড়া পাওয়া বাতুলতা। শুধু পানি খেয়ে জীবন বাঁচানো দুঃসহ ব্যাপার।

কেইনের মনে হলো জুলি উলসন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। তন্দ্রার ভাবটা ছুটে গেলো মুহূর্তে। হতাশ হয়ে চুরুট ধরালো একটা।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভবেতে ঘুমিয়ে পড়লো কেইন। ঘুম ভাঙগলো সন্ধ্যার আগে। জলাশয়ে যেয়ে পানি খেলো .পট ভরে। হাত মুখ ধুয়ে ক্যান্টিনে পানি গরম করে ক্ষত জায়গাটা পরিষ্কার করলো। কাঁধের ক্ষতটা ইতিমধ্যে শুকাতে শুরু করেছে।

ফিরে এসে কিছু বিস্কুট খেলো। পানি খেয়ে ঘুমানোর আয়োজন করলো।

আগামী কালই রওনা হতে হবে ওকে। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। ওয়াগনের পেছনে যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিলো শেষ পর্যন্ত। কেইনকে ফিরতে না দেখে ওরা হয়তো কাউকে পাঠাবে ব্যাক ট্রেইলে।

লম্বা ঘুম শেষে ভোরে জেগে উঠলো কেইন। পুবাকাশ সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে।

উইলোর ডাল কেটে একটা চার হাতের লাঠি তৈরী করলো প্রথমে। ক্রাচ হিসেবে ব্যবহার করবে এটা। রওনা দেবার আগে পেট ভরে পানি খেলো। ক্যান্টিন দু'টো ভরে নিলো। কেটলি আর কফির পটটাও ভরলো।

নিজের কাজ দেখে নিজেই হাসতে লাগলো ও। হয়তো ওকে আবার এই জলাশয়ে ফিরে আসতে হবে। পথে পানির হদিস জানে না। কিন্তু কোথায় খুঁজবে? ঘোড়া নেই। ঘোড়া থাকলেও পানির হদিস পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

ট্রেইলের ওপর ওয়াগনের চাকার গভীর দাগ। এক লাইনে এগিয়ে গেছে। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো কেইন। নিজেকে বুড়ো মনে হচ্ছে তার। এভাবে কতক্ষণ হাঁটতে পারবে সে নিজেও জানে না। হয়তো এই হাঁটা কোনদিন ফুরাবে না।

প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হলো হাঁটতে। ক্ষতে টান পড়লো। কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতর অভ্যেস হয়ে গেলো। লাঠি ছাড়াই হাঁটতে পারবে এখন, কিন্তু তাতে ক্ষতে চোট লাগবে। দেরী হবে শুকোতে।

দু'তিন ঘণ্টা পর পর বিশ্রাম নিলো কেইন। বিকেল পর্যন্ত প্রায় মাইল ত্রিশেক পথ হাঁটলো সে। এবার একটা ষড়ো ধরণের বিশ্রাম নেয়া দরকার। তারপর আবার রওনা দিতে হবে।

প্রান্তর আগের মতোই রয়েছে। চারদিকে ধূসর রুক্ষ, কঠিন। গাছ-গাছালির চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। চারদিকে পাহাড় আর আর পাথুরে বোল্ডার।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেবার পর রওনা হলো কেইন। ঘোড়া থাকলে এতক্ষণে হয়তো ধরে ফেলতো দলটাকে।

সন্ধ্যার আগে একবার থেমে ট্রেইলের চিহ্ন পরীক্ষা করলো। একদিনের পুরনো। অর্থাৎ ওর কাছ থেকে মাইল পঞ্চাশ বা ষাট মাইলের মতো দূরে রয়েছে তারা। এই দূরত্বটা প্রতি ঘণ্টায় বাড়বে।

গতিই জীবন। কথাটা ভালো করেই জানে কেইন। সন্ধ্যার পর একটুখানি থেমে আবার রওনা হলো। যথাসম্ভব দ্রুত পা ফেলার চেষ্টা করছে ও। একবার ইচ্ছে হলো ফেলে দেয় লাঠিটা। কিন্তু লাঠি ছাড়া হাঁটলে চলার গতি কিছুটা কমবে। কিন্তু এই মুহূর্তে গতি কমানো কিছুতেই উচিত হবে না।

সারারাত পথ চললো কেইন। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারলো না সে। শেষ রাতে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করলো।

সূর্য উঠার আর বেশী বাকী নেই। ইতি মধ্যেই রাঙা হয়েছে পুবাকাশ।

প্রান্তরের রূপ এখন অনেকখানি বদলে গেছে। থেকে থেকে দূরে গাছপালা দেখা যাচ্ছে। মাটিতে ঘাসও আছে কোথাও কোথাও। পাহাড়গুলোর গায়ে ঝোপ আছে। আকাশে দু'একটা পাখি দেখা যাচ্ছে। আশার সঞ্চার হলো কেইনের বুকে। লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করলো সে। লাঠির খুব একটা দরকার হচ্ছে না এখন। কিন্তু তবুও লাঠিটা ফেলে দিলো না কেইন।

তিনজন লোক। উত্তর দিক থেকে এসেছে ওরা। ঘোড়ায় বসে তাকিয়ে আছে জলাশয়ের দিকে। তিন জনের মুখেই বিজয়ের চাপা হাসি।

এই লোক তিনজন শোশন ইণ্ডিয়ান। জলাশয়ের কিনারে থেমে দাঁড়িয়ে আছে। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে পায়ের চিহ্নগুলো। একজন নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে। চিহ্নগুলো সাদা চামড়ার। বুঝতে অসুবিধে হলো না।

সঙগীদের নিজেদের ভাষায় বললো, 'সাদা চামড়া। অনেক পানি নিয়ে গেছে জলাশয় থেকে।'

অন্য দু'জনও নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে। তারাও চিহ্নগুলো দেখলো। 'সাবধান, সাদা চামড়ার লোকদের কাছে বন্দুক আছে। ওরা তামাটে চামড়া দেখলেই গুলি করে।'

'ভীতুর ডিম ওরা।' একজন বললো।

'ওদের ভেতর অনেক সাহসী লোক আছে।' আর একজন বাধা দিয়ে বললো।

জলাশয় থেকে পানি খেলো তারা। নিজের চোঙগাগুলো (সিডারের বাকল দিয়ে তৈরী এক ধরনের পানি রাখার পাত্র) ভরে ফেললো। তারপর ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ালো।

আরো চিহ্নর আশায় পুরো বেসিনটা চক্কর দিলো একজন। সে কেইনের চিহ্ন আবিষ্কার করে চেঁচিয়ে বলশো, 'দেখে যাও, একজন সাদা চামড়া বোধহয় আহত হয়েছে।'

শোশন দু'জন এসে কেইনের চিহ্ন পরীক্ষা করলো। খুশী হয়ে

উঠলো ওরা। একজন বললো, 'লোকটা আহত। ও একটা লাঠি বানিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে। লোকটা বেশী দূরে যেতে পারবে না। আজই ধরে ফেলতে পারবো তাকে।'

কেইনের চিহ্ন অনুসরণ করে ক্যাম্পে চলে এলো শোশন তিনজন। চারদিকে নালঅলা ঘোড়ার প্রচুর চিহ্ন। মেয়েমানুষের চিহ্নও আছে কিছু। আটটা ওয়াগনের চাকার দাগ দেখলো তারা। তাজা, দু'দিনের পুরনো।

ইয়া- হু, ইয়া-হু করে চিৎকার দিলো তিনজন।

একটু পর কেইনের চিহ্ন ধরে এগুলো। পরিষ্কার চিহ্ন রেখে গেছে কেইন। লাঠির আগার গভীর দাগ পড়েছে মাটিতে। অনেক দূর থেকেও চিহ্নটা দেখা যায়।

শোশন তিনজন মূল ট্রেইল থেকে নেমে এলো। সাদাদের তারা ঘেন্না করে। এই দেশে সাদাদের স্থান নেই। সাদারা নিষ্ঠুর। তারা জোর করে ইণ্ডিয়ানদের জায়গা দখল করছে। ইণ্ডিয়ানরা যুদ্ধে পারছে না। বন্দুক আর কামানের বিরুদ্ধে তীর ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। এখন ওদের হাতে অস্ত্র আসছে। সাদাদের কিছু লোক গোপনে এনে দিচ্ছে সে সব অস্ত্র।

এই শোশন তিনজনের কাছে অস্ত্র বলতে আছে তীর ধনুক। একজনের একটা গদা বন্দুক। অনেকদিন আগের অস্ত্র। যন্ত্রটা খুব একটা কাজে আসে না।

চলতে চলতে প্ল্যান হয়ে গেলো ওদের মধ্যে। প্রথমে আহত

লোকটাকে ধরবে তারা। লোকটার কাছে যে সব অস্ত্র পাওয়া যাবে ভাগ করে নেবে তিনজন। তারপর ওয়াগন ট্রেনটাকে অনুসরণ করবে। দলের সবাইকে একজন জানিয়ে অসবে।

প্রচুর যোদ্ধা নিয়ে সাদা চামড়াদের আক্রমণ করবে। ওরা জানে ওয়াগন ট্রেনে করে যারা পশ্চিমে আসে তারা খুব একটা ভালো যোদ্ধা হয় না। আগেও দু'টো ওয়াগন ট্রেন আক্রমণ করেছে। প্রচুর অস্ত্র আর অন্যান্য জিনিস লুট করেছে।

আহত লোকটাকে আজই ধরতে হবে। ঘোড়ার গতি একই সাথে বাড়িয়ে দিলো তারা। ছুটলো জনি কেইনের রেখে যাওয়া চিহ্ন ধরে।

১১

হেঁটে স্টেজ ট্রেনটাকে ধরার আশা উবে যাচ্ছে কেইনের।

এদিকের ট্রেইলটা চমৎকার। প্রায় সমতল ভূমির ওপর দিয়ে গেছে। গতি বেড়েছে ওয়াগনগুলোর। খুরের ছাপগুলো এখন মাঝারি গতিতে দৌড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ক্যান্টিনে যে পরিমাণ পানি আছে তা টেনে-টুনে সপ্তাহ খানেক চলে যাবে। কিন্তু খাবার নেই। যা আছে রাতটা

চলবে কোনমতে। তবে এদিকে শিকার মিলতে পারে। পানিও পাওয়া যাবে। কেননা ওর ধারনা সামনে ঘেসো জমি শুরু হয়েছে। আলামত এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। দূরে দূরে গাছ পালাও নজরে আসছে কেইনের।

পশ্চিমে বেঁচে থাকার সমস্ত কৌশল জানা আছে ওর। এখন এক এক করে প্রয়োগ করতে হবে তাকে। পানি শেষ হবার আগে কোন জলাশয় খুঁজে বের করতে হবে। তারপর শিকার। গাছপালা থাকলে শিকারের অভাব হবে না। এই রুক্ষ প্রান্তরে হয়তো অনেকদিন থাকতে হবে তাকে। ভাগ্য ভালো থাকলে বুনো ঘোড়া ধরতে পারবে। নইলে অপেক্ষা করতে হবে যতদিন পর্যন্ত কেউ না যায় এই পথ দিয়ে।

অসহ্য ব্যথা করছে পা দু'টো। এখন রীতিমতো বিদ্রোহ করতে চাইছে। মনে হচ্ছে পায়ের সাথে ভারী পাথর বাধা আছে। ঘামে জবজব করছে সমস্ত শরীর। রুমালটা ভিজে থসথসে হয়ে গেছে।

এই ভাবে বড়ো জোর আরো একটা দিন হাঁটতে পারবে। ক্ষতটা এখন বেশী অসুবিধা করছে না। যেটা সবচেয়ে বেশী অসহ্য লাগছে তা বুটের ভেতরের পা দু'টো। গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছে যেনো। জ্বালা করছে কয়েক জায়গায়। ফোস্কা পড়ে গেছে। মাঝ দুপুরে শ্রান্ত হয়ে একটা বুড়ো কটন উড গাছের তলে বসে পড়লো কেইন। আস্তে পা দু'টোয় হাত বুলালো সে। সকাল থেকে একনাগাড়ে হাঁটছে। এ পর্যন্ত মাইল বিশেক

পথ হেঁটেছে অন্ততঃ।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আবার রওনা হলো। উদ্দেশ্য হীনতায় ভুগছে সে। কিন্তু এই মুহূর্তে হাঁটা ছাড়া করণীয় কিছু নেই।

ঘণ্টা খানেক পর পানি খাবার জন্য থামলো কেইন। এসময় হঠাৎ নজর গেলো ব্যাক ট্রেইলে। ধক করে উঠলো বুকের ভেতরটা। চিক চিক করে উঠলো চোখ।

কিন্তু পরক্ষণেই হতাশ হয়ে পড়লো সে। চুরুট ধরিয়ে একটা ঢিবির পাশে সরে এলো। কেউ আসছে। যারা আসছে ট্রেইল ধরে আসছে না। আশার সমস্ত আলো দপ করে নিভে গেলো। ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে ঢিবিটার ওপর চড়লো কেইন। যেদিকে ধুলো উড়তে দেখেছিলো ভালো করে তাকালো। এখন আর ধূলো উড়ছে না।

প্রান্তরটা মোটামুটি এবড়ো-থেবড়ো। চারদিকে বোল্ডার আর সেজব্রাশের ঝোপ। দৃষ্টি বেশী দূর চলে না। দূরবীন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো ব্যাক ট্রেইলটা।

তিনজন শোশনকে দেখতে পেলো কেইন। ধক করে উঠলো বুকের ভেতরটা। লোকগুলো এতক্ষণ বেশ জোরেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলো। কিন্তু এখন খুব ধীরে ধীরে আসছে। কেইনের অবস্থান জানে ওরা। পেছনে তাজা চিহ্ন রেখে এসেছে ও। অনুসরণ করতে অসুবিধে হয়নি। ইণ্ডিয়ান

তিনজন এখনো মাইল খানেক দূরে রয়েছে।

টিবির ওপর থেকে তাড়াহুড়ো করে নামলো কেইন। শোশন তিনজনের কাছে ঘোড়া আছে। এদের একটা ঘোড়া পেলেই হয়ে যাবে তার। চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো কেইন। দ্রুত পায়ে পেছনে সরে আসতে লাগলো সে। শোশনদের কাছ থেকে দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে আগে।

লুকানোর মতো প্রচুর জায়াগা আছে আশে পাশে। শোশনদের এগিয়ে আবার সম্ভাব্য পথটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো ও। অ্যাম্বুশ হবার ভয় আছে। কিন্তু লোক তিনজন মনে করেছে মারাত্মক যখম হেঁটে যাওয়া লোকটা। কাজেই তেমন সাবধান হওয়া প্রয়োজন মনে করছে না তারা।

শ'খানেক গজ পিছিয়ে থামলো কেইন। এখানে বেশ কিছু বোল্ডার আর সেজব্রাশ ঝোপ আছে। এবং ইণ্ডিয়ান তিনজন এই বোল্ডারগুলোর পাশ ঘেষেই যাবে। ইণ্ডিয়ানরা আড়াল নিয়ে চলতে ভালোবাসে, জানে কেইন।

বোল্ডারের আড়ালে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলো কেইন। হাতে প্রস্তুত রাইফেল। কক করে রেখেছে। হোলস্টারের দড়ির গিট খুলে দিয়েছে। যে কোন সময় কাজে লাগতে পারে।

একটু পর খুরের হালকা শব্দ শুনলো। বোল্ডারগুলোর ওপাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে ইণ্ডিয়ানা। ধক করে উঠলো কেইনের বুকের ভেতরটা। শোশন তিনজন যদি একবার বুঝে ফেলে

ওকে ট্রেইল করার ব্যাপারটা বুঝে গেছে তাহলে এই মুহূর্তে মারাত্মক বেকায়দা অবস্থায় রয়েছে ও। তিনদিক থেকে আক্রমণ করলে নির্ঘাৎ মারা পড়বে কেইন।

কেইনের সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত করলো শোশন তিনজন। ঘোড়ার খুরের শব্দ পেলো। ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে শব্দগুলো।

ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ড পর শোশন তিনজনকে দেখতে পেলো কেইন। তার কাছ থেকে হাত বিশেক দূরে, ধীর গতিতে এগুচ্ছে। দু'জন সামনে তাকিয়ে আছে, একজন মাটিতে চিহ্ন খুঁজছে।

নিজেকে প্রস্তুত করলো কেইন। শোশন তিনজন আরো হাত বিশেক এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কেইন। হাতে প্রস্তুত রাইফেল। শক্ত করে ধরে তিনজনের দিকে তাক করে রেখেছে। এই তিনজনেরই নজর নেই পেছনে।

'হেই ফ্রেণ্ড, কি খুঁজছো তোমরা।' শোশন তিনজনের উদ্দেশ্যে চেঁচালো কেইন।

ঝট করে ঘুরে গেলো তিনজন। অবাক হয়ে তাকালো। এই মুহূর্তে কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না তারা।

হাসলো কেইন। রাইফেল ঘুরিয়ে ঘোড়া থেকে নামার ইঙ্গিত দিলো। মুখে বললো, 'নামো ঘোড়া থেকে।'

ইংরেজী ঠিক মতো বোঝে না তারা। তবে কেইনের ইশারা

বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না। কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইলো।

আবার ইঙ্গিত করলো কেইন। কিন্তু এবারও ঘোড়া থেকে নামার ইচ্ছে দেখালো না।

রাইফেলের নল একটু ওপরে উঠালো কেইন। টিপে দিলো ট্রিগার। ডান দিকের ইণ্ডিয়ানটার মাথা ঘেষে বুলেটটা চলে গেলো। সে মাথা নিচু করলো একটু।

তৃতীয় বারের ইঙ্গিতেও নামলো না তারা। বরং নিজেদের মধ্যে ইশারায় কথা বললো।

তিনজন একই সাথে লাগামে টান দিলো হঠাৎ। কেইনের দিকে ছুটে এলো ঘোড়া তিনটা।

নির্দ্বিধায় গুলি করলো কেইন। একজনের বুক ভেদ করে গেলো বুলেট। ঘোড়ার পেছনে হেলে পড়লো সে। ততক্ষণে আরো একটা গুলি করেছে কেইন। অব্যর্থ লক্ষ্য। এই গুলিটাও বুক ভেদ করে গেলো একজনের।

তৃতীয় ইণ্ডিয়ানটা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কেইনের কাছে। চকিতে রাইফেল ঘোরাতে গেলো। ইণ্ডিয়ানটার হাতে বিশাল একটা ছুরি। ঝিলিক দিয়ে উঠলো রোদ লেগে। লোকটা উবু হয়ে ছুটে এলো কেইনের দিকে।

কেইনের ওপর ঘোড়াসুদ্ধ এসে পড়ায় আগেই বোল্‌ডারের আড়ালে ঝাপ দিয়েছে কেইন। লোকটাও ছুরিটা ছুড়ে দিয়েছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। একটা পাথরে বাড়ি খেয়ে ধাতব

শব্দ হলো।

ঝট করে পিস্তল বের করলো কেইন। ইণ্ডিয়ান লোকটা ঘুরে এসে, কেইনকে আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পেরেছে সাদা চামড়ার এই লোকটা চালাক এবং একজন যোদ্ধা।

রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে পলায়নপর লোকটাকে লক্ষ্য স্থির করলো। একরাশ ধুলো উড়িয়ে পালাচ্ছে লোকটা। ধুলোর ঝড়ের মধ্যে গুলি করললো কেইন, পর পর কয়েকটা। কিন্তু থেমে গেলো না ধুলোর ঝড়টা। প্রতি মুহূর্তে অরো দূরে সরে যেতে লাগলো। বুঝলো একটা গুলিও লাগাতে পারেনি সে।

একজন ইণ্ডিয়ান মরে পড়ে আছে খানিকটা দূরে। লোকটার ঘোড়াটা পালিয়ে যাচ্ছে।

নিরাশ হবার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। যা ঘটেছে, ওর জন্য খুবই চমৎকার। প্রথম যে ইণ্ডিয়ানটাকে গুলি করেছিলো কেইন, সে ঘোড়া থেকে পড়ার আগে হাতে পেঁচিয়ে গিয়েছিলো লাগাম। মৃত দেহটাকে বেশ খানিকটা দূরে টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখ নিচু করে।

পাঁচ মিনিটের মাথায় ইণ্ডিয়ানটার ঘোড়ার প্রভু হয়ে গেলো কেইন। ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো ওর।

পালিয়ে যাওয়া রেড ইণ্ডিয়ানটাকে মেরে ফেলতে পারলে দুঃশ্চিন্তা থাকতো না। ইণ্ডিয়ানটা এখন সোজা নিজেদের

দলে ফিরে যাবে। স্টেজ ওয়াগনের খবর দেবো। দলবল নিয়ে ছুটে আসবে তারা।

শেষ পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানটাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত বাদ দিলো কেইন। ওকে ধরা কোন মতেই সম্ভব নয়। এদিকে স্টেজ ট্রেনের কেউ জানে না, কিন্তু শোশনরা জেনে গেছে ওয়াগন ট্রেনের খবর।

হঠাৎ ভোঁ ভোঁ করে উঠলো কেইনের মাথাটা। ভীষণ একটা বিপর্যয় নেমে আসছে ওদের ওপর।

সময় নষ্ট করলো না, ওয়াগন চাকার দাগ বরাবর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

১২

জুলি উলসনের মন ভলো নেই। ভেতরের কথাটা বলতে পারছে না সে কাউকে। মনের কিছু কিছু কথা আছে যে সব কাউকে বলা চলে না।

সে থেকে থেকে ট্রেইলের পেছনে তাকাচ্ছে। কিন্তু যার জন্য তাকাচ্ছে তার আসার নাম গন্ধ নেই আজ দু'তিন দিন ধরে। ঘটনাটাকে যে সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। ভেতরে

ভেতরে গুমড়াচ্ছে সে। এই মাত্র ব্যাক ট্রেইলটা খুঁটিয়ে দেখলো জুলি। নাহ্ কোন ধূলো উড়ছে না।

টমাস বিল দূর থেকে দেখে হাসলো। ঘোড়ায় চড়ে এলো জুলিদের স্টেজের পাশে। হাসি মুখে বললো, 'জুলি, তুমি একটা খারাপ লোককে আশা করছো। ও আর কোনদিন আসবে না।'

টমাস বিলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো জুলি। জোর গলায় বললো, 'জনি কেইন ভালো লোক। তুনি জোর করে আমাকে অন্য কিছু বোঝাতে চাইছো কেন?'

'কারণ, ফোর্ট ডায়মণ্ডে গেলে বিয়ে করবো তোমাকে। এখন থেকে আমাদের ভেতর কোন ভুল ধারনা থাকুক চাই না আমি।'

'আমি কোন ভুল ধারনা করিনি।'

মাথা নাড়লো টমাস বিল। 'কেইন একজন দালাল। ভেবে দেখেছো ও আমাদের কতটুকু বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

উদাস হয়ে গেলো জুলি। টমাসের এই কথাটা সে কিছুতেই মানতে পারছে না। ওর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না কেইন একজন দালাল। সে নিশ্চুপ রইলো।

'একজন শয়তানকে নিয়ে ভাবা ঠিক নয়। শয়তানটাকে নিজের হাতে গুলি করেছি আমি।' গর্বের সাথে বললো টমাস বিল।

টমাসের কথা তীরের মতো বিঁধলো জুলির বুকে। পলকের মধ্যে মলিনতায় ছেয়ে গেলো সমস্ত মুখ। আস্তে আস্তে

স্বগোক্তির মতো করে বললো, 'জনি কেইন মৃত!'

'হ্যাঁ।' জোরেই উচ্চারণ করলো শব্দটা।

অন্যদিকে মুখ ঘোরালো জুলি। 'টমাস, প্লিজ এখন যাও তুমি। একটু একা থাকতে দাও আমাকে।'

রাগে গা জ্বলে উঠলো টমাসের। ইচ্ছে হচ্ছে চটাস করে জুলির গালে একটা চড় মারতে। ইচ্ছেটাকে দমন করে শান্ত গলায় বললো, 'হ্যা, একটু একা থাকো। একা থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো জুলি উলসন। কেন যেনো ওর মনে হচ্ছে জনি কেইন মরেনি। বেঁচে আছে। আহত হয়ে পড়ে আছে বিজন প্রান্তরে। কেইনের কথাগুলো এক এক করে মনে পড়ছে তার। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার জনি কেইনকে যে কখন ভালোবেসে ফেলেছে সে নিজেই জানে না। এখন তীব্রতা অনুভব করছে।

কার্ল দ্বিধা-দ্বন্দের ভেতর রয়েছে। টমাসকে কেন যেনো তার পছন্দ হচ্ছে না। রীগ রয়েট বলেছে, জনি কেইন চমৎকার লোক, কঠিন এবং পরিশ্রমী। পেশায় বাউন্টি কিলার হলেও কোনদিন অন্যায় করেনি সে। এমনও হতে পারে টমাস বিল ভুল দেখেছে। এই ধারণাটাই ক্রমে গাঢ় হয়ে এসেছে ওর মনে। পিস্তলে অসম্ভব ক্ষিপ্র কেইন। কেইনের মতো লোককে ড্র-এ হারাবার কথা নয়। আর সেজন্য অ্যাম্বুশ করেছে। জনির মৃত্যু সংবাদ আনার পর থেকে মানসিক প্রফুল্লতায় আছে

টমাস, লক্ষ্য করেছে কার্ল। অকারণে একে ওকে আদেশ দিচ্ছে, ধমকাচ্ছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে সেধে পরামর্শ দিচ্ছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

ধীর গতিতে স্টেজ চলছে। সামনের ওই পাহাড়ী এলাকায় দুপুরের জন্য ক্যাম্প করবে। ফোর্ট ডায়মণ্ড আর বেশী দূরের পথ নয়। মাইল তিনশ' মতো হবে।

কিছুক্ষণ পর ক্যাম্প করলো তারা।

খাবার পর রীগ রয়েট বললো, 'ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত সাবধান থাকতে হবে সবাইকে। ইণ্ডিয়ান এলাকার পাশ দিয়ে গেছে ট্রেইল। ওই পথ খুব একটা সুবিধের নয়।'

'ইণ্ডিয়ান আক্রমণ হতে পারে?' মলি বাক জিজ্ঞাসা করলো।

'ওরা ওত পেতে বসে থাকে স্টেজের অপেক্ষায়।'

'ইণ্ডিয়ানরা কিছু করতে পারবে না। আমাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র আছে।' বললো টমাস।

তিক্ত হাসি হাসলো রীগ রয়েট। টমাসের দিকে না চেয়ে রীগ বললো, 'ওদের কাছেও আছে। আর ওরা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গেরিলা যোদ্ধা। দশজন রেড ইণ্ডিয়ান শুধু তীর ধনুক দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে আমাদের।'

কথাটা বিশ্বাস হলো না টমাসের। সে বিরক্তি সুরে বললো, 'আরে রাখো।'

রীগ রয়েট কথা বললো না আর। উঠে চলে গেলো।

যাবার সময় মলি বাক বললো, 'এ পর্যন্ত ভালোই কেটেছে

আমাদের। ভবিষ্যতে কি আছে খোদাই মালুম।'
জুলি তার বাবার জ্যাকেটের এক অংশ খামচে ধরে বললো, 'বাবা, আমরা নির্দয়ের কাজ করেছি জনি কেইনের ওপর।'
কার্ল উলসন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। 'হ্যা মা, ভুল করেছি আমরা।'
'তোমরা কেইনকে দলে এনে খুন করেছো।'
'জুলি, এখন ওসব ভেবে আমাদের আর কোন লাভ হবে না। এখন শুধু সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।'
'কেইন যদি মারা যায় তোমরাই দায়ী থাকবে।' আবেগরুদ্ধ গলায় বললো জুলি। 'দেহটা কবর দেয়া উচিত ছিলো।'
জুলির কথার জবাব দিতে পারলো না কার্ল। স্টেজ ট্রেনের সব লোক কেইনের বিরুদ্ধে। কেইনকে খুন করেছে টমাস, এজন্য প্রচুর ধন্যবাদ পেয়েছে। শুধু রীগ রয়েট একমত হয়নি টমাসের সাথে। রীগ রয়েটের ধারনা, কেইন অত সহজে মরার লোক নয়। বাউন্টি কিলাররা সহজে মরে না।
একটু পর রওনা হলো স্টেজ কোচগুলো।

পরদিন সকালের দিকে ব্যাক ট্রেইলে তাকাতে গিয়ে বেশ খানিকটা ধুলো আবিষ্কার করলো জুলি উলসন, ধক করে উঠলো ওর বুকের ভেতর। সে তাড়াতাড়ি দূরবীনটা নিয়ে দেখলো। লোকটাকে চিনতে পারছে না জুলি।

একটু খানি অপেক্ষা করলো জুলি। বড়ো হচ্ছে বিন্দুটা, ঘোড়ার আকৃতি নিচ্ছে ক্রমে। এখন খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে। জুলির ধারনা এই অশ্বারোহী জনি কেইন ছাড়া আর কেউ নয়। জনি কেইন মারা যাওয়ার লোক নয়।

অশ্বারোহীকে দেখে সবচেয়ে বেশী মেজাজ খারাপ হলো টমাস বিলের। কেইনকে সে নিজে গুলি করেছিলো। গুলিটা তাহলে জায়গা মতো লাগেনি। জ্ঞান হ্যারিয়েছিলো। আর ওরা আহম্মকের মতো ভেবেছে মারা গেছে কেইন। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো তার। চোখ কুঁচকে সিদ্ধান্ত নিলো চট করে।

স্টেজ ওয়াগনটা থেমে দাঁড়িয়েছে তখন। পুরুষেরা এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছে। জনি কেইন ওদের শত্রু। কথাটা সবাই জানে। সেজন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু অবাক হয়েছে সবাই একজন মরা মানুষকে জীবিত হয়ে ফিরতে দেখে।

জুলির চোখে হঠাৎ পানি এসে পড়েছে। কেইন ফিরে আসায় সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছে সে। একটা কথা ভেবে প্রচণ্ড অবাক হলো জুলি, এই লোকটাকে সে সত্যিকার অর্থে ভালোবেসে ফেলেছে। আর তার জীবনে জনি কেইনই এক-মাত্র খাঁটি ভালোবাসা।

ওদের মাঝখানে এসে ঘোড়া থামালো কেইন। প্রথমেই চোখ গেলো চারদিকে। নেই জুলি উলসন। স্টেজে আছে হয়তো। এক দৃষ্টিতে কেইনের দিকে তাকিয়ে আছে টমাস বিল। প্রচণ্ড

রাগে অপমানে লাল হয়ে উঠেছে ওর কান দু'টো।

প্রথম কথা বললো কেইন। 'টমাস, আমাকে গুলি করেছিলে কেন?'

দাঁতে দাঁত চাপলো টমাস বিল। কর্কশ গলায় বললো, 'তুমি ইণ্ডিয়ানদের দালাল। তোমাকে গুলি করা ছাড়া আর কি করা যায়, আঁ?'

অবাক হলো কেইন। হাত দু'টো কোমরের কাছে সরিয়ে আনলো টমাস বিলের কথার পর। এই লোকটা তাহলে ভুল ধারনা দিয়েছে সবার কাছে। 'তোমাকে কে বলেছে আমি ইণ্ডিয়ানদের দালাল?'

হো হো করে হাসলো টমাস বিল। 'এসব বলতে হয় না।' একটু থেমে রুক্ষ স্বরে বললো, 'এখানে কি চাও তুমি?'

বাঁকা ঠোঁটে সতর্ক ভাবে হাসলো কেইন। 'তোমাকে।'

হো হো করে আবার হাসলো টমাস বিল। হাসি থামিয়ে বললো, 'আমি সুন্দরী মেয়ে নাকি!'

'না, তুমি তা নও। কিন্তু তুমি একজন মিথ্যুক।'

'থামো তোমরা।' বাধা দিয়ে বলে উঠলো রেঞ্জ হারপার। কেইনের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। ঘোড়াটা এক নজর দেখে বললো, 'কোথায় পেয়েছো ইণ্ডিয়ান ঘোড়া?'

'তিনজন ইণ্ডিয়ানকে খুন করে,' বললো কেইন। টমাসের দিকে তাকালো। 'টমাস, ডিক্সন আর কম্ব আমার অ্যাপালুজাটা গুলি করে মেরেছে। আমাকেও গুলি করেছিলো।'

'মিথ্যে কথা বলছো।' রেঞ্জ হারপার খেঁকিয়ে উঠলো।

হাসলো কেইন, শুকনো হাসি। 'টমাস বিল চায় না আমি এখানে থাকি। ওর ধারনা জুলি আমার প্রেমে পড়ে যাবে। আমার ওপর তার রাগটা এখানেই।'

অপমানে বেশ খানিকটা লাল হয়ে উঠলো টমাস। সে জোর গলায় বললো, 'কেইন, নিজের ভালো চাও তো চলে যাও এখান থেকে। একবার ভুল করেছি বলে বার বার করবো না।'

স্থির চোখে টমাসের দিকে তাকিয়ে রইলো কেইন। সাপের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টি। তোমাদের ভালোই চাই আমি। এই মুহূর্তে প্রচণ্ড বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছো তোমরা। দু'এক-দিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান আক্রমণের মুখে পড়বে।'

কর্কশ স্বরে খেঁকিয়ে উঠলো রেঞ্জ হারপার। 'তোমার বদৌলতেই বিপদে পড়বো আমরা। একজন দালালকে দলে এনে মারাত্মক ভুল করেছি।'

এই লোকগুলোকে বোঝানো যাবে না আসল কথা। ওর কথার চেয়ে টমাস বিলের কথা মূল্য অনেক বেশী দেবে তারা। ওর সম্পর্কে যা বুঝিয়েছে সবই বিশ্বাস করেছে। কেইন এবার তাকালো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা কার্লের দিকে। 'কার্ল, আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারনা?'

'কেইন, তোমার সমস্ত কথা শুনবো আমরা। কোথাও একটা ভুল হয়েছে আমাদের।' দৃঢ় গলায় বললো কার্ল উলসন।

'না।' গর্জে উঠলো রেঞ্জ হারপার। তার হাতে একটা শট-

গান। তাক করলো কেইনের দিকে। 'কেইন, ভালো চাইলে চলে যাও এখান থেকে। নইলে……।'

'গুলি করবে এই তো,' বাধা দিয়ে বলে উঠলো কেইন।

'খুব সত্যি কথা,' গোয়ারের মতো বললো রেঞ্জ হারপার।

'রেঞ্জ, বুঝতে চেষ্টা করো তুমি। কেইনের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ভেবে দেখেছো কি ঘটতে যাচ্ছে আমাদের।' রেঞ্জ হারপারকে বোঝাতে চেষ্টা করলো কার্ল।

'একজন বিশ্বাসঘাতক লোককে দলে রাখতে চাই না আমরা।' ডিক্সন বললো পেছন থেকে। 'ও থাকলে বিপদ ঘটবে।'

'কেইন না থাকলেও বিপদ ঘটবে। এটা ইণ্ডিয়ান এলাকা; ভুলে যাচ্ছো?' বললো কার্ল।

'ভুলিনি।' শটগানের মাজল নাড়লো রেঞ্জ। 'যাও, ভাগো।' ভাগলো না কেইন। ঘোড়ার ওপর স্থির হয়ে বসে রইলো। আস্তে আস্তে বললো, 'রেঞ্জ ভুল করছো তুমি। আমি বিশ্বাস-ঘাতক নই। ইণ্ডিয়ানরা দু' একদিনের মধ্যে আক্রমণ করবে তোমাদের।'

'করলে করবে।' ডিনামাইটের মতো ফেটে পড়লো রেঞ্জ হারপার। শটগানের মাজল একটু ওপরে উঠালো।

এ সময় কার্ল এসে বাদ সাধলো। রেঞ্জের নলের মুখ ঘুরিয়ে দিলো। 'শান্ত হও রেঞ্জ।'

পেছন থেকে মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। জুলি এসে দাঁড়িয়েছে। 'জনি কেইন বিশ্বাঘাতক নয়। সে আমাদের

ভালোই চায়। বোকার মতো কাজ করছো রেঞ্জ আঙ্কেল।'
'এসবের ভেতর মেয়েদের থাকা উচিত নয়। তুমি যাও জুলি।' ধমকের সুরে বললো টমাস।
তিক্ত মুখে হাসলো জুলি। 'তোমরা নিজেদের ভালো বুঝতে পারছো না। ভুলেই গেছো মেয়েরা আছে! ওদের কথা মোটেও ভাবছো না তোমরা,' এক মুহূর্ত থামলো, তাকালো কার্লের দিকে। দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলো, 'বাবা, এখান থেকে চলে যাবো আমি। এবং কেইনের সাথেই যাবো।'
দেখবার মতো চেহারা হলে টমাস বিলের। তার মুখ বেশ খানিকটা হা হয়ে গেছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে অস্ফুট স্বরে বললো, 'জুলি, কি আবোল-তাবোল বলছো তুমি।'
'আমি একদল বোকার সাথে থাকতে রাজী নই।' ঘোষণা করলো জুলি।
এ সময় আরো একজন বললো, 'আমিও চলে যাবো।' রীগ রয়েট ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে।
রেঞ্জ হারপার শটগানটা উঁচু করতে গেলো। কিন্তু আবার থাবা দিলো কার্ল।
ঝট করে পিস্তল বের করলো কেইন। দু'হাতে দু'টো। মৃদু হেসে বললো, 'আমি লাশ হবার আগে তোমাদের অন্ততঃ পাঁচজনকে সঙ্গী করতে পারবো বলে আশা রাখি। কাজেই সাবধান।' থেমে জুলির দিকে তাকালো। 'জুলি, তুমি

এখানেই থাকো। মেয়েরা বিপদের সময় চমৎকার সাহস দিতে পারে বোকাদের। এদের সাহস দেবে তুমি। আর রীগ রয়েট, তুমি কার্লদের সাথেই থেকে যাও। তোমার মতো একজন লোকের দরকার আছে ওদের। কার্লকে বললো, 'কার্ল, রাতদিন পথ চলবে। যত তাড়াতাড়ি পারো ফোর্ট ডায়মণ্ডের কাছাকাছি চলে যেতে চেষ্টা করো।'

আর তোমরা সবাই শুনে রাখো, আমি তোমাদের শত্রু নই, বন্ধু। বিপদের সময় দেখা পাবে আমার।' থেমে বাম হাতের পিস্তলটা খাপে ভরলো কেইন। তারপর লাগাম টেনে পেছুতে শুরু করলো। 'সাবধান, কেউ গুলি করার চেষ্টা করো না।' সতর্ক করলো কেইন।

পিস্তল বের করার ইচ্ছা কারো নেই। পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সবাই। 'টমাস, তুমি বেকায়দা অবস্থায় গুলি করেছো, মনে রেখো কথাটা।'

'কেইন!' চেঁচালো জুলি। 'সাবধানে থেকো।'

মাথা ঝাঁকালো কেইন পেছুতে পেছুতে। 'তোমার কথা মনে থাকবে।'

কেইনের ক্ষত জায়গাটা ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। প্যান্টে ছোপ। দৃশ্যটা জুলির হৃদয়ে আঘাত করলো। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসার আগে ঘুরে হাঁটা ধরলো স্টেজের দিকে। চলে যাচ্ছে কেইন। এই লোকটাকেই তারা স্কাউট হিসেবে নিযুক্ত করেছিলো। অথচ এই লোকটাই এখন ওদের সবচেয়ে

বড়ো শত্রু।

কেইন চলে যেতে রেঞ্জ হারপার হঠাৎ মুখোমুখি হলো টমাস বিলের। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'টমাস, তুমি কেইনের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলে তাই না?'

'হ্যাঁ।' শুকনো গলায় বললো টমাস। 'সাবধানে গুলি করা উচিত ছিলো।'

'আসলে কেইনকে আহত করেছিলে, কেইনের মৃত্যু চাওনি তুমি।'

'চলো রওনা হয়ে যাই আমরা,' পেছন থেকে রীগ রয়েট তাড়া দিলো। 'কেইনের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছো তোমরা।'

'তোমর মাথা ঘামাতে হবে না।' রীগ রয়েটের ওপর সমস্ত রাগ ঝাড়লো টমাস বিল।

রীগ রয়েট শুধু হাসলো, 'ইণ্ডিয়ান জাতি হলো দুধর্ষ আর নৃশংস।' কার্ল উলসনও এই কথাগুলো চিন্তা করছে।

১৩

একটা টিবির পাশে থামলো কেইন। তাকালো সামনের ট্রেইলে। রওনা দিয়েছে কার্লরা।

মাথার ওপর সূর্য। অকৃপণ হাতে তাপ ঢালছে। মুখ উঁচু করে সূর্যের দিকে তাকালো ও। মনে হলো সূর্যটা তাকে বিদ্রূপ করছে। বলতে চাইছে, কেইন তুমি একটা উজবুক।

কিন্তু এই মুহূর্তে নিজেকে উজবুক ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর। এটাই কেইনের ভাগ্যে ছিলো। ভাগ্য বলে কিছু স্বীকার করে না কেইন। নিজের ভাগ্য নিজেকেই তৈরী করতে হয়। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু ব্যাপার নিজের অজান্তে ঘটে যায়। এটাই বোধহয় ভাগ্য।

এদিকে ঘেসো জমি আছে। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলো মাঠে। গতকাল থেকে এক নাগাড়ে পথ চলেছে সে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াটা। এই গ্রূলা ঘোড়াটাই এখন সম্বল।

ওয়াগন ট্রেনের আশে পাশে থাকতে হবে। কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ জন ইণ্ডিয়ানের বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারবে না ও। একটা মাত্র পথ খোলা আছে, ফোর্ট ডায়মণ্ডে গিয়ে সৈন্যদের

সাহায্য চাওয়া। কিন্তু সেটাও অসম্ভব। ফোর্ট এখনো অনেক দূরের পথ। হয়তো ফোর্টে পৌঁছানোর আগেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কার্লরা। পশ্চিমে ঘর বাধার আশায় বেরুনো এমন অনেক লোক ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নেবার পর রওনা দিলো কেইন। এতদিন পেছনে চিহ্ন রেখে এসেছে। কিন্তু এবার চিহ্ন লুকাতে শুরু করলো। শোশন ইণ্ডিয়ানদের কয়েকজন ওর চিহ্ন খুঁজবে। সেই ইণ্ডিয়ান লোকটা তার পিছু ছাড়বে না।

পাথুরে জমিতে উঠে এলো কেইন, চিহ্ন এড়ানোর জন্য। মাইল তিনেক এগুলো। তারপর ব্যাক ট্রেইল পরীক্ষা করলো দূরবীন দিয়ে। কোন সন্দেহজনক নড়াচড়া নজরে পড়লো না। এগুলো আবার।

ইণ্ডিয়ানরা বেকায়দা আক্রমণ করবে কার্লদের। বেকায়দা অবস্থাতে আক্রমণ করাই ওদের ধর্ম।

কার্লদের সাথে শিশু আর নারী না থাকলে সরে যেতো কেইন। বোকাগুলো নিজেদের ভালো বুঝতে পারছে না। এখানেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বিকেলের দিকে থেমে কফি বানিয়ে খেলো। ঘোড়াটার খাতির যত্ন করলো। রুমাল ভিজিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলো। ঘোড়াটাকে যথাসম্ভব তাজা রাখতে চেষ্টা করছে। যে কোন সময় প্রাণপণে ছুটতে হতে পারে।

রওনা হবার আগে ক্যাম্পের ছাপ মুছে ফেললো এক এক করে। চলার সময় নিজের ছাপ যাতে না পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলো। কিন্তু কেইন ভালো করেই জানে ও যত সাবধানই হোক না কেন, কিছু কিছু ছাপ থাকবেই। একমাত্র পাখিরাই চিহ্ন না রেখে চলে। একজন ভালো ট্র্যাকার সামান্য কয়েকটা ছাপ থেকেই তার গতিবিধি সম্পর্কে বুঝতে পারে। আর ইণ্ডিয়ানরা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ট্র্যাকার।

সন্ধ্যার পর পর ওয়াগন ট্রেনটার খুব কাছে চলে এলো কেইন। একটা পাহাড়ের ঢালে চড়ে স্টেজ বহরটাকে দূর থেকে দেখলো, ক্যাম্প করেছে।

পাহাড়ের আরো ওপরে উঠলো। আঁধার হয়ে এসেছে চারদিক। একটু পরেই চাঁদ উঠবে। চোখে আঁধার সইয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো এপাশ-ওপাশ।

চাঁদ ওঠার আগেই নামলো কেইন। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো ট্রেইলের দিকে। ওয়াগনগুলোর কাছাকাছি হতে পুবাকাশ রাঙিয়ে চাঁদ উঠলো।

এই এলাকাটা ধরতে গেলে সমতল। থেকে থেকে প্রান্তর উঁচু নিচু হয়েছে। কিছু চড়াই উৎরাইও আছে। ওয়াগনের জন্য চমৎকার নয় পথটা।

সামনের ট্রেইলটা পরীক্ষা করে ফিরছে রীগ রয়েট আর মলি বাক।

এসময় ঝোপ থেকে একজন লোককে বেরুতে দেখে ঝট করে লাগাম টানলো দু'জন। পিস্তলও বের করলো সাথে সাথে। রীগ রয়েট উঁচু স্বরে খেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি?'

'জনি কেইন, দয়া করে পিস্তলগুলো নামাও।'

দু'জনেই পিস্তল নামালো। কেইন এগিয়ে এলো তাদের কাছে। 'মলি বাক, তুমি কি টমাস বিলের কথা বিশ্বাস করেছো?'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।' নিচু স্বরে বললো মলি বাক।

'ধন্যবাদ, মলি।'

'কেইন, তুমি কি আমাদের সাথেই আছো?' রীগ রয়েট জিজ্ঞেস করলো।

আঁধারের ভেতর মাথা ঝাঁকালো কেইন। 'অবশ্যই। নিজেকে ভালো লোক বলে মনে করি আমি। স্টেজের লোকজন বুঝতে পারছে না কথাটা। অবশ্য এধরনের বিপজ্জনক ট্রেইল পেরোনোর সময় মানুষ অনেককেই বিশ্বাস করে না।'

'কেইন, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।' আন্তরিক ভাবে বললো মলি বাক।'

'এটাই চাই আমি। একটা দলে সবাই বোকা থাকে না।'

'এখন কি করতে হবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করলো রীগ রয়েট।

'চাঁদ উঠার সাথে সাথে রওনা দেবে তোমরা। ক্যাম্প করবে খোলা জায়গায়, বিশেষ করে রাতে। আর দিনে এমন জায়-

পায় যেখান থেকে যুদ্ধ করা যায়।' বুঝিয়ে বললো কেইন। 'যে কোন সময় এসে পড়তে পারে ইণ্ডিয়ানরা। দু'জনকে রাখবে ব্যাক ট্রেইলে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সাথে সাথে প্রস্তুত হয়ে যাবে যুদ্ধের জন্য।'

মাথা ঝাঁকালো দু'জন।

কেইন আবার বললো, 'ফোর্টের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করো তোমরা। এই মুহূর্তে সবচেয়ে এই কাজটাই বেশী জরুরী।

'তুমি কি করবে?' রীগের জিজ্ঞাসা।

'আমি আছি তোমাদের সাথে। কিছু ঘটলে সাথে সাথে খবর পেয়ে যাবে তোমরা।'

'টমাস বিল বোধহয় তোমার হাতেই মরবে।' সন্দেহ নিয়ে বললো রীগ।

'টমাস লোকটা ভীতু এবং কাপুরুষ। ওসব লোককে পছন্দ করি না আমি।'

'কেইন তোমার পানির দরকার আছে?' জিরজ্ঞস ককলো মলি বাক।

'আপাততঃ খাদ্যের দরকার। যদি পারো কিছু বিস্কুট আর গরুর মাংস রেখে দিয়ো ট্রেইলে।'

মাথা ঝাঁকালো মলি বাক। 'পাবে।'

খালি ক্যান্টিনটা ধরিয়ে দিলো মলির হাতে। 'জুলিকে বোলো, সুস্থ আছি আমি।'

ট্রেইল থেকে সরে এলো কেইন। মলি বাক হাল্‌কা স্বরে চেঁচিয়ে বললো, 'জুলি উলসন চমৎকার মেয়ে, কেইন।'
জবাব দিলো না কেইন। হারিয়ে গেলো ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে।

১৪

দু'টো দিন ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় দেড়'শ মাইল অতিক্রম করেছে ওরা। ইণ্ডিয়ানদের ছায়া পর্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি।
সকালে রওনা দেবার পর এই কথাগুলো ভাবছে কেইন। এটা নিশ্চিত ইণ্ডিয়ানরা আশে পাশে কোথাও আছে। মিঃশকে অনুসরণ করছে। হয়তো আক্রমণ করার মতো চমৎকার কোন আড়াল পায়নি। অথবা ইচ্ছে করে দেরী করছে।
ইণ্ডিয়ানরা অসীম ধৈর্যশীল। হয়তো শেষ মুহূর্তে আক্রমণ করে বসবে এমন এক জায়গায় যেখানে স্টেজের লোকেরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে না। কথাটা ভেবে শির শির করে উঠলো কেইনের সমস্ত শরীর।
কেইন যে পথ দিয়ে এগুচ্ছে তা খুব একটা সুবিধের নয়।

ঝোপ-ঝাড় আর বোল্‌ডার চারদিকে। প্রতি পদক্ষেপের সাথে মাথার সাথে চোখ দু'টোও খেলাতে হচ্ছে। পাথর বা ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে আসতে পারে ইণ্ডিয়ান চোরা বুলেট।

বেশ কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেলো কেইনের। ঝট করে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা টেনে নিলো ও। সতর্ক চোখে তাকালো চারদিকে। কোন নড়চড় নেই কোথাও। লুকানোর মতো প্রতিটা জায়গায় চোখ বুলালো দ্রুত।

ঘোড়া থেকে পিছলে নেমে পড়লো। খুরের ছাপগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো। মোট পাঁচটা ঘোড়ার খুরের নালহীন ছাপ। ইণ্ডিয়ানরা এসে পড়েছে তাহলে!

একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেলো ওর। ওকে খুঁজছে এই পাঁচজন। তিক্ত হাসি হাসলো কেইন।

মুখ তুলে তাকালো চারদিকে। ইণ্ডিয়ানগুলো কোন দিকে গেছে অনুমান করতে চেষ্টা করলো। যতদূর দৃষ্টি যায় এবড়ো থেবড়ো প্রান্তর, বোল্‌ডার আর ঝোপ-ঝাড়। স্যাডল ব্যাগ থেকে দূরবীন বের করলো। কাঁচে রোদ বাঁচিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো। চারদিক সুমসান। কোন নড়চড় নেই।

ছাপগুলো তাজা। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগের, আশেপাশেই আছে ইণ্ডিয়ানগুলো। হয়তো ইণ্ডিয়ানরা ওর চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে গুটি গুটি পায়ে।

খোলা জায়গা থেকে সরে এলো কেইন একটা ঝোপের পাশে। চুরুট ধরানোর ইচ্ছেটা বাদ দিলো আপাততঃ। হোলস্টারের ফিতা খুলে রাখলো। রাইফেলটা চেক করে রওনা দিলো কাছের পাহাড়টার দিকে। নজর রাখলো চারদিকে সতর্ক চোখে।

নিজেকে অসহায় লাগলো কেইনের। ভয়ংকর একদল খুনীর বিরুদ্ধে একা নেমেছে। জেতার সম্ভবানা শূন্য। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে পালিয়ে যেতে পারে ও। ইণ্ডিয়ানরা ওর টিকিরও নাগাল পাবে না। কিন্তু কেইন এ ধরনের লোক নয়। যতক্ষণ পিস্তল উঠানোর শক্তি থাকবে ততক্ষণ লড়ে যাবে। জীবনে কোনদিন হারেনি কেইন, হারতে চায়ও না। কিন্তু একদল ইণ্ডিয়ানের বিরুদ্ধে সে বড়ো দুর্বল।

পাহাড়ের পাদদেশে বেশ কয়েকটা বোল্ডার আর ঝোপ। এখানে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো কেইন। চারদিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো।

ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের ভেতর টেনে নিয়ে এলো সে। কাটাঝোপ, সহজে ঢুকতে চাইলো না ঘোড়াটা। কিন্তু কেইন নাছোড়বান্দা। ঘোড়াটাকে বেধে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো। পাহাড়ের ঢাল খাড়া নয়। উঠতে শুরু করলো। পনেরো মিনিটের মাথায় অনেকখানি ওপরে উঠে থামলো। এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত নজর যায়।

ঘামে জবজব করছে সমস্ত শরীর। ধুলো লেগে আঠালো

চটচটে অনুভূতি। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো। গলা শুকিয়ে এসেছে। পানি খেলো খানিকটা। মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম নেবার পর একটা পাথরের চাই-এর আড়াল থেকে পরীক্ষা চালালো। দেখা যাচ্ছে না কিছু। চলন্ত প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। আকাশে অনেক উঁচুতে একটা শকুন চক্কর কাটছে, বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। বহুদূরে পাহাড় ঝাপসা হয়ে আছে। কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে অপেক্ষা করলো। ইণ্ডিয়ানের ছায়াও নেই কোথাও।

পাহাড়ের গা বেয়ে ডান দিকে সরে এলো খানিকটা। কিন্তু এদিক থেকেও কিছু দেখতে পেলো না।

ইণ্ডিয়ানগুলো কি ওর চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। যথাসম্ভব চিহ্ন না রেখে চলার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু কিছু কিছু থেকে যাবে নিজের অজান্তেই। আর এগুলোই খুঁজে পাবে ইণ্ডিয়ানরা।

এক জায়গায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা যায়। কিন্তু ওয়াগন ট্রেন অনেক দূরে চলে যাবে। ওয়াগন নাগালের বাইরে চলে যাক চায় না কেইন।

পাহাড় থেকে নেমে এলো এক সময়।

ফোর্ট ডায়মণ্ড কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে। ঘোড়ায় একটানা চললে তিনদিন লাগবে। কিন্তু ওয়াগন ট্রেনের লাগবে অন্ততঃ ছ'দিন। অনেকখানি ঘুরে গেছে ট্রেইল। কিন্তু ট্রেইল ব্যবহার না করে ওয়াগনগুলো চলতে পারবে না।

দুপুর পর্যন্ত আর কোন ছাপ দেখতে পেলো না কেইন। শীতল এবং অতর্কিত একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে ও। ইণ্ডিয়ানগুলোর ছাপ অনুসরণ করে খোঁজ নেওয়া বোকামি। টের পেয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত ট্রেইলের দিকে আড়াআড়িভাবে রওনা দেবার সিদ্ধান্ত নিলো কেইন। ঝোপ-ঝাড় এবং বোল্ডারের আড়াল নিয়ে এগিয়ে চললো।

আধঘণ্টা পর একটা ক্লিফের ধারে পৌঁছলো। চারদিকে ক্যাকটাসের ঘন ঝোপ। ক্লিফের নিচে এসে সাবধান হলো। তাকালো চারদিকে। ক্লিফের গায়ে ট্যানেলের মতো পথ। ঘোড়া ঢোকানোর আগে নিজের বোকামিটা বুঝতে পারলো না। ট্যানেলের মুখ থেকে চারদিকে পাথুরে খাড়া দেয়াল, উঠে গেছে শ'খানেক গজ ওপরে।

ট্যানেল ছাড়া ওপাশে যাওয়া যাবে না। ট্যানেল দিয়ে না গেলে দেয়াল ঘুরে যেতে হবে।

লাগাম টেনে সতর্কভাবে ঘোড়াটা পেছাতে শুরু করলো কেইন। মাত্র হাত পাঁচেক পেছানোর পর খুব কাছেই কড়াৎ করে গুলির শব্দ হলো একটা।

বিদ্যুৎ খেলে গেলো কেইনের শরীরে। ঝটকা মেরে লাগাম টেনে মুখ ঘোরালো। স্পার দিয়ে তীক্ষ্ণ খোঁচা দিলো ঘোড়ার পেটে। ডানদিকে ঝুলে গেলো পর মুহূর্তে।

তীর বেগে দৌড় লাগালো ঘোড়া। হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা

ঝোপের কাছে লাগাম টানলো। দ্রুত হাতে রাইফেল বের করে লুকানোর মতো জায়গাগুলোয় গুলি করলো তাড়াহুড়ো করে।

জবাব দিলো না ইণ্ডিয়ানরা। ভাগ্য ভালো, গুলিটা লক্ষ্য ভেদ করলে এতক্ষণ লাশ হয়ে যেতো। বোধহয় তাড়াহুড়ো করে গুলি করেছে ইণ্ডিয়ানটা।

ঝোপের আড়ালে এসে ঘোড়ায় চড়লো কেইন। তারপর লাগাম টেনে দৌড়ানোর ইঙ্গিত দিলো। এই মুহূর্তে পালাচ্ছে সে। অন্ততঃ ইণ্ডিয়ানদের তাই বোঝাতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে আক্রমণ।

উরুর ক্ষতটা আবার ফেটে গেছে চাপ লেগে। রক্ত বেরুচ্ছে। বুদ্ধিটা চট করে খেলে গেলো মাথায়। সোয়া মাইলের মতো এগিয়ে পাথুরে জমিতে ঘোড়া থামালো। নেমে ক্ষতটা পরীক্ষা করলো। বেশ খানিকটা রক্ত বেরিয়েছে। গলা থেকে রুমাল খুলে ক্ষত জায়গাটার সমস্ত রক্ত মুছলো। তারপর ক্যান্টিন থেকে কিছুটা পানি মিশিয়ে মাটির ওপর ফেললো।

কয়েক জায়গায় এই চালাকি করলো কেইন। ইণ্ডিয়ানরা যদি রক্ত পরীক্ষা করে, চালাকি ফাঁস হয়ে যাবে। তবে মনে হয় না, কেইনের রক্ত পরীক্ষা করবে তারা। আরো একটা সম্ভাবনা আছে। রোদে পানি শুকিয়ে যাবে। পেছনে তাকালো, আসছে না ইণ্ডিয়ানগুলো।

দেয়ালের দিকে এসে ঘোড়াটাকে একটা পাথরের ঢিবির পেছনে

রেখে উঠে এলো টিবির ওপরে। হাসি ফুটে উঠলো কেইনের মুখে। ধুলো উড়ছে। আসছে ওরা। টিবি থেকে নেমে দেয়ালের দিকে সরে এলো আরো খানিকটা।

এখানে চমৎকার আড়াল আছে। বড়ো বড়ো পাথর আর ঝোপ-ঝাড় আছে কিছু। দেয়ালের পাশে সরে এলো এজন্য পেছন থেকে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে এখানে কোনঠাসা হয়ে পড়তে পারে যে কোন সময়।

ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখলো কয়েকটা পাথরের আড়ালে। নিজেও লুকালো একটা পাথরের আড়ালে।

কেইনের ধারনা ইণ্ডিয়ানগুলো এখান দিয়েই যাবে। সরাসরি ট্রেইল করার মতো বোকা নয় ওরা। এতে অ্যাম্বুশ হবার সম্ভাবনা আছে। ওরা ঘোড়াটাকে আড়াল করে নিয়ে এগুবে এমনটি নাও হতে পারে।

কিন্তু যেভাবেই হোক এই পাঁচ জনকে খসাতে হবে। নইলে নিজেই খরচের খাতায় চলে যাবে।

খালি চোখেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাঁচজনকে। পাশাপাশি এগিয়ে আসছে আর নিজেদের ভেতর কি নিয়ে তুমুল ঝগড়া করছে। হঠাৎ ওদের একজন থেমে দাঁড়ালো। রক্তের ফোঁটা ওখান থেকেই শুরু হয়েছে।

পাঁচজনই থেমে দাঁড়ালো। বুকটা ধুক করে উঠলো কেইনের। নেমে পরীক্ষা করতে গেলে নির্ঘাত ফাঁস হয়ে যাবে চালাকিটা। তখন আরো সাবধান হয়ে পড়বে। কেইনকে স্বাভাবিক

একজন লোক মনে করেছে ইন্‌ডিয়ানরা। এজন্য সাবধান হবার প্রয়োজন অনুভব করছে না অতোটা।

একটু পর হঠাৎ পাঁচজনই চেঁচিয়ে উঠলো। ইয়া-হু, ইয়া-হু। ঘোড়া ছোটালো তারা একই সাথে।

ইণ্ডিয়ানগুলোর ভাবভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা হলো না কেইনের। ওর চালাকিটা বুঝতে পারেনি। ইণ্ডিয়ানগুলো বিশ্বাস করেছে, ওদের ছোঁড়া প্রথম বুলেটেই আহত হয়েছে কেইন। একজন আহত মানুষ বেশী দূর যেতে পারবে না।

হাসলো কেইন। মনে মনে বললো, আসো বাছারা। আহত লোকটা তোমাদের কোথায় পাঠাবে একটু পর নিজেয়াই টের পাবে।

পাথরের আড়ালে রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হলো কেইন। পাশে আরো একটা রাইফেল রেখেছে। দু'টো রাইফেলই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এ দু'টো রাইফেল দিয়েই পর পর ছ'টা পর্যন্ত গুলি ছোঁড়া যায়।

কেইনের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে ইণ্ডিয়ানরা। ফাঁদে যে এভাবে পা দেবে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না কেইন। সে আরো একটু সতর্ক হলো।

১৫

পর পর তিন গুলি করলো কেইন। অব্যর্থ লক্ষ্য। কিন্তু চতুর্থ বুলেটটা লক্ষ্যভেদ করলো না।

অতর্কিত গুলির শব্দে থমকে দাঁড়ালো তারা। সবিস্ময়ে দেখলো, তিন জন ইতিমধ্যেই মৃত্যুর সাথে যুঝছে। অপর ইণ্ডিয়ান দু'জন চট করে রাইফেল বের করলো। কেইনের দিকে এলো-পাথারি গুলি করা শুরু করলো, সেই সাথে ছুটে গেলো একটা বোল্ডার লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় রাইফেলটা টেনে নিয়েছে কেইন। মাথা বের করার সাথে সাথে দু'টো বুলেট এসে গাঁথলো মাটিতে। চট করে মাথা সরিয়ে নিলো।

বোল্ডারটার সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টানলো ইণ্ডিয়ান দুজন। একই সাথে লাফিয়ে আড়াল নিলো বোল্ডারের পেছনে। পিস্তল বের করলো কেইন। তারপর ক্রল করে পেছনে সরে এলো খানিকটা। ইণ্ডিয়ান দু'জন ওর অবস্থান জানে। এক-জন পাহারায় থেকে অন্য জন এগিয়ে আসলে এগিয়ে আসা লোকটাকে দেখতে পাবে না।

প্রায় দশ গজ দূরে আর একটা পাথরের আড়ালে চলে এলো কেইন। সাবধানে তাকালো পাথরের পাশ দিয়ে সামনে। নেই ইণ্ডিয়ান দু'জন। অর্থাৎ এখনো বোল্ডারটার আড়ালে রয়েছে। ওদের ঘোড়া দু'টো বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য ঘোড়া তিনটা ছাড়িয়ে গেছে। দু'টো ঘোড়ার স্যাডল শূন্য। একটা ঘোড়ার পিঠে ঝুলে আছে একজন, মরা। আরো খানিকটা পেছনে সরে এলো কেইন। তারপর ডান দিকে সরে যেতে লাগলো একটা কার্ভ তৈরী করে। এতে দু'টো সুবিধে হচ্ছে ওর, —জায়গা বদল ও ইণ্ডিয়ান দু'জনের এক পাশে সরে যেতে পারছে।

একটা ক্যাকটাসের ঝোপের পাশে এসে দম নিলো, হাঁফিয়ে উঠেছে। উরুর ক্ষতটায় ব্যথা পেয়েছে ক্রল করার সময়। জ্বালা করছে ভীষণ।

প্রায় পনেরো মিনিট পর আরো হাত দশেক এগিয়ে গেলো কেইন। তখনই একজনকে দেখলো, আড়াআড়ি ভাবে ঠিক হাত বিশেক দূর দিয়ে দেয়ালটার দিকে এগুচ্ছে। অপেক্ষা করলো দ্বিতীয় লোকটাকে দেখার জন্য। কিন্তু লোকটাকে দেখা গেলো না কোথাও। হয়তো বামে সরে গেছে। দু'পাশ দিয়ে সরলরেখায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হয়তো। ওখানে থাকলে নিঃসন্দেহে মারা পরতো।

লোকটা এখন আরো খানিকটা ক্রল করে এগিয়ে এসেছে। সতর্ক ভাবে পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হলো কেইন। তিন হাত পায়ে

ভর দিয়েছে। ডান হাতে পিস্তল। 'হাই, ভুল জায়গায় যাচ্ছো তুমি।'

বিদ্যুৎ খেলে গেলো ইণ্ডিয়ানটার শরীরে। বন্দুক হাতে পাঁই করে ঘুরলো সে। গুলি করতে যাবার আগেই কেইনের ছোঁড়া বুলেট এসে লাগলো কপালে। ছোট একটা ফুটো নিয়ে পেছন দিকে হেলে পড়লো ইণ্ডিয়ানটা। পা দু'টো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ধপ করে আছড়ে পড়লো মাটিতে।

দ্রুত জায়গা বদল করে আবার বাম দিকে সরে যেতে শুরু করলো কেইন। দেয়ালের কাছাকাছি সরে আসতে কনুই-এ ব্যথা পেলো।

দশ মিনিটে কিছুটা সামনে এগোলো সে। এবার ঝুঁকি নিতে হবে। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে খুন করার জন্য। এই মুহূর্তে মাথা গরম করলে ফল উল্টোটা হবে কিন্তু এভাবে হামাগুড়ি দিতে মোটেই ভালো লাগছে না।

পাথর গড়ানোর শব্দ এলো কানে। চট করে মাথা তুললো কেইন। পালাচ্ছে ইণ্ডিয়ানটা। প্রাণ পণে দৌড়াচ্ছে উল্টো দিকে। সবচেয়ে কাছের ঘোড়াটার কাছে যেতে চাইছে ও।

তিক্ত হাসি হাসলো কেইন। ঝুঁকে গেছে ইণ্ডিয়ানটা—আহত লোকটা মোটেও বোকা নয়। এ লাইনে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। পলায়নপর লোকদের খুন করা নীতিতে বাধে কেইনের। কিন্তু উপায় নেই। শত্রুকে জিইয়ে রাখার অর্থ মৃত্যুর পথ খোলা রাখা।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো ও, চেঁচিয়ে বললো, 'দাঁড়াও।'

দাঁড়ালো না ইণ্ডিয়ানটা। বরং দৌড়ানোর গতি আরো বাড়লো খানিকটা। রাইফেল তুললো কেইন। লক্ষ্য স্থির করলো। টিপে দিলো ট্রিগার।

পায়ে লেগেছে গুলি। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ইণ্ডিয়ানটা। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেও পারলো না।

সতর্ক পায়ে ইণ্ডিয়ানটার কাছে এগিয়ে গেলো কেইন। অলস ভাবে হাসলো। মৃদু গলায় বললো, 'তোমারা বীরের জাতি।'

নিরুত্তর রইলো ইণ্ডিয়ানটা। ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে রইলো কেইনের দিকে। কেইন আবার বললো, 'ইংরেজী বুঝলে কথা বলো আমার সাথে।'

হাঁটুর নিচে গুলি লেগেছে। আহত জায়গা ধরে বসে রইলো সে। রাগত মুখে তাকিয়ে রইলো শুধু।

'তোমাকে পেছন থেকে মারতে পারতাম আমি। কিন্তু সেটা রীতি বিরুদ্ধ আমার।' থেমে বললো, 'উঠো, একটা সুযোগ নাও।'

লক্ষ্য করলো কেইন, ইণ্ডিয়ানটার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো মুখ। তারপর কেইনকে অবাক করে দিয়ে ভাঙগা ইংরেজীতে বলে উঠলো, সাদা চামড়ার লোকেরা বিশ্বাসঘাতক।

'এই তো কথা বলছো এবং ভালোই ইংরেজী জানো দেখছি,' বললো কেইন। 'সাদা চামড়ার লোকেরা বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু

আমি নই। তুমি বিশ্বাস করতে পারো আমাকে। এখন তোমাকে একটা পিস্তল দেব আমি। দু'জনের সমান সুযোগ থাকবে। রাজী?'

কেইনের কথায় নিশ্চিত হতে পারলো না ইণ্ডিয়ানটা। কাঁপা গলায় বললো, 'আমি মারা যাবো।'

'একদিন সবাইকে মরতে হয়। যোদ্ধাদের মরা উচিত বীরের মতো।'

ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে ইণ্ডিয়ানটার মুখ। দাঁত মুখ চেপে বললো, 'ঠিক আছে আমি রাজী।'

কোন মতে উঠে দাঁড়ালো ইণ্ডিয়ানটা। কেইন সতর্কভাবে একটা পিস্তল এগিয়ে দিলো লোকটার দিকে। 'কোন রকম চালাকি করতে যেও না।'

পিস্তলটা হাতে পেয়ে চকচক করে উঠলো ইণ্ডিয়ানটার চোখ। পিস্তলটা দেখে নিয়ে কেইনের দিকে তাকালো। সমস্ত আশা নিভে গেলো সাথে সাথে। পিস্তল চালানোয় এই লোকটার সাথে পারবে না সে। পিস্তলটার দিকে আবার তাকালো। তারপর ফেলে দিলো। 'মেরে ফেলো আমাকে। আমি পারবো না।'

কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো কেইন। সোজা হলো এবার। 'ঠিক আছে। যারা ফাইটে জড়াতে চায় না তাদের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। ছেড়ে দিচ্ছি, তবে মনে রাখবে দ্বিতীয়বার তোমার চেহারা দেখার সাথে সাথে গুলি করবো তোমাকে।

'আমাকে ছেড়ে দিচ্ছো!' অবিশ্বাস ইণ্ডিয়ানটার কণ্ঠে।
মাথা ঝাঁকালো কেইন। 'হ্যাঁ।'
ঘুরে হাঁটা ধরেছিলো ও। কেইনের পেছু ডাকে দাঁড়িয়ে পড়লো।
'তোমার ক্ষতটা মারাত্মক। পরিষ্কার করে দিচ্ছি আমি।' কেইন যখন সত্যিই তার ক্ষত পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে দিলো, তখন কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে উঠলো দু'চোখের মণি। শত্রুর কাছ থেকে এমন ব্যবহার সে কখনো আশা করতে পারেনি। আজীবন শুনে এসেছে, সাদারা নিষ্ঠুর। এদের দেখা মাত্রই যেন খুন করে। এখন একটা ব্যাপার ইণ্ডিয়ানটার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। সাদা মানুষেরা সবাই নিষ্ঠুর হলে অনেক ইণ্ডিয়ান শহরে থাকতে পারতো না।
ঘোড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে ইন্‌ডিয়ানটা। কেইন দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া দেখছে ইন্‌ডিয়ানটার। বেশ কিছুদূর যেয়ে হঠাৎ পেছন ঘুরলো ইন্‌ডিয়ানটা। হাসলো কেইন।
এই লোকটাকে ছেড়ে দেয়ায় একটা লাভ হয়েছে কেইনের। ইন্‌ডিয়ানরা জীবন রক্ষাকারীর ওপর সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকে। হয়তো এই ইন্‌ডিয়ানটা ওর কোন উপকারও করতে পারে। তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে, স্টেজ ওয়াগনটার সাথে সাহসী একজন লোক আছে। যে লোক এখন পর্যন্ত ছ'সাত জন ইন্‌ডিয়ান যোদ্ধাকে মেরেছে।
একটা স্মোক সিগন্যাল বানালো কেইন। তারপর রওনা হয়ে

গেলো। স্টেজ ওয়াগনগুলো হয়তো এতক্ষণ আক্রান্ত হয়ে গেছে। মৃত্যুর সাথে ঝুঝছে অভিযাত্রীদল। ওর কাছ থেকে অন্ততঃ মাইল বিশেক এগিয়ে আছে। এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে কেইনের।

১৬

যে কোন সময় ইণ্ডিয়ানরা আক্রমণ করতে পারে। এই ব্যাপারে শুধুমাত্র রাসটি কিউ উদাসীন। সে তার গীটার নিয়ে স্টেজে বসে সুর ভাঁজছে।

দৃশ্যটা দেখার পর মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো টমাস বিলের। কাছে এগিয়ে রাসটি কিউকে ধমকে দিলো। এই আহাম্মক, তুমি করেছো কি, আঁ?'

রাসটি কিউ বিরক্ত মুখে তাকালো টমাস বিলের দিকে। 'কিছু বলবে আমাকে।'

'চড় দিয়ে সবকটা দাঁত ফেলে দেবো।' কর্কশ কণ্ঠে বললো টমাস। রাসটির হাত থেকে জোর করে কেড়ে নিলো গীটারটা। 'দেবো নাকি ভেঙে?'

'সিনর!' করুণ হয়ে উঠলো রাসটির চেহারা। আর বাজাবো

না। দিয়ে দাও আমার গীটারটা।'

রাসটির পাতা হাতে ছুঁড়ে দিলো গীটারটা। 'গীটার রেখে রাইফেল ধরো উল্লুক।'

এসময় জুলি এগিয়ে এলো ওদের কাছে। 'টমাস, ছেলেটার সাথে খারাপ ব্যবহার করছো তুমি।'

জুলির কথা শেষ হবার সাথে সাথে বলে উঠলো রাসটি, 'ঠিক বলেছো জুলি সিস্টার।'

রাগত চোখে রাসটির দিকে তাকালো টমাস। কথা বলার উৎসাহ নিভে গেলো, অন্য দিকে মুখ ফেরালো রাসটি। জুলির দিকে ঘুরলো টমাস। মোলায়েম স্বরে বললো, 'জুলি, এটা আনন্দ করার সময় নয়। পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু একটা বাচ্চার হাতে রাইফেল তুলে দেয়া মানায় না আমাদের।' বললো জুলি।

জুলির কথায় বেশ খানিকটা লজ্জা পেলো রাসটি। সে তাড়াতাড়ি জোর গলায় বললো, 'আমি ভালো পিস্তল ছুঁড়তে জানি।'

'তুমি তাহলে সাথে একটা পিস্তল রেখো।' হাসি মুখে বললো জুলি।

রাসটি কিউ সার্টের তলে গোপন জায়গা থেকে পিস্তল বের করে দেখালো।

টমাস বললো, 'ওটা এখন থেকে হাতেই রেখো। গুলি ভরে রাখবে।'

'জুলি, ফোর্ট ডায়মণ্ডে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। তুমি নিজেও সাথে অস্ত্র রাখবে।' থেমে তাচ্ছিল্যের সাথে বললো, 'জনি কেইন ডুবিয়েছে আমাদের!'

'জনি কেইন আমাদের বিপদে ফেলেনি। বরং আরাই তাকে বিপদে ফেলেছি। আর এজন্য তুমিই দায়ী।' বলে দাঁড়ালো না জুলি।

জুলির কথাটা মনে মনে স্বীকার করলো টমাস বিল। নিঃশব্দে হাসতে লাগলো সে।

বেশ জোরালো গতিতে চলছে স্টেজ ট্রেন। ফোর্ট ডায়মণ্ড আরো পাঁচ দিনের পথ। এবং সবচেয়ে সুখের বিষয় এখন পর্যন্ত ইন্‌ডিয়ানদের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়নি। দেখা যায়নি বলে যে দেখা যাবে না এমন নয়। স্টেজ ট্রেনের সবার ভেতর চাপা একটা উত্তেজনা। সন্ত্রস্ত হয়ে আছে সবাই। বিশেষ করে মেয়েরা।

পশ্চিমে ঝুলছে সূর্য। সূর্যটা যদি কয়েকদিনের জন্য মাঝ আকাশে স্থির হয়ে থাকতো, মন্দ হতো না। অথবা ফোর্ট ডায়মন্‌ডের রাস্তা হঠাৎ সংক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। কিন্তু এসব কল্পনার বিষয়। সামনে কঠিন বাস্তব পড়ে আছে। এই নির্মম বাস্তবের সাথে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হবে তাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে তো, কে জানে? একমাত্র সময়ই উত্তর দিতে পারবে। কিন্তু এই সময় জিনিসটা এগিয়ে যেতে চাইছে না যেনো।

উত্তপ্ত একটা দিন শেষ হতে চলেছে। কিন্তু ওদের পথ চলার যেনো শেষ নেই। ঘোড়গুলো শত শত মাইল দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নিজেদের অবস্থাও খুব একটা সুবিধের নয়।

সন্ধ্যার আগে উত্তর আকাশে একটা ধোঁয়ার রেখা আবিষ্কার করলো স্টেজের লোকজন। স্মোক সিগন্যাল। সভ্য মানুষ করেনি এটা। করেছে এদেশের আদি অধিবাসীরা, শোশন ইন্‌ডিয়ান।

হঠাৎ করেই যেনো শোকের কালো ছায়া নেমে এলো অভিযাত্রীদলের মধ্যে। সবাই স্মোক সিগন্যালটা নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলে দেখলো। এসে পড়েছে ইন্‌ডিয়ানরা। মুষড়ে পড়লো সবাই।

কার্ল আর রেঞ্জ হারপারই প্রথম সামলে নিলো নিজেদের। রেঞ্জ হারপার রাগত গলায় বললো, 'হা করে দেখছোটা কি, অ্যাঁ। প্রস্তুত হও সবাই।'

কার্ল সান্ত্বনা দেবার জন্য বললো, 'পশ্চিমে থাকতে হলে যুদ্ধ করতে হবে ইন্‌ডিয়ানদের সাথে। হতাশ হলে চলবে না।'

'হারামীর বাচ্চা জনি কেইকের জন্য আজ আমরা বিপদের মুখে।' রোষের সাথে বলে উঠলো রেঞ্জ হারপার। 'বেজন্মা!'

বাধা দিলো রীগ রয়েট। 'এটা ইন্‌ডিয়ান এলাকা। কেইন খবর না দিলেও জানতে পারতো ইন্‌ডিয়ানরা। রাতদিন ট্রেইল পাহারা দেয়।'

স্মোক সিগন্যাল দেখার পর স্টেজ ওয়াগনগুলোর গতি বাড়াতে

চেষ্টা করলো খানিকটা। কিন্তু ঘোড়াগুলোর গতি শত চেষ্টা করেও বাড়লো না।

কিছুদূর এগুনোর পর প্রকৃতি সবুজ হয়ে এলো আস্তে আস্তে। প্রান্তরে ঘাস, ছোট ছোট। পাহাড়ের গায়ে পাইন আর সিডারের পাতলা বন। এখানে ওখানে উইলের ঝোপ।

একটা ক্যানিয়নের মুখে এসে থামলো তারা। চওড়া ক্যানিয়ন। ট্রেইলটা এর মধ্যে দিয়েই গেছে। ভেতরে কিছু গাছপালা আছে। চাঁদ উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। ইতিমধ্যে রীগ রয়েট ক্যানিয়নের ভেতর থেকে ঘুরে এসেছে। ভেতরে ইন্‌ডিয়ানদের চিহ্ন নেই।

সবার ধারনা হলো ক্যানিয়নের শেষ মাথায় হয়তো ঘাপটি মেরে পড়ে আছে ইন্‌ডিয়ানরা।

এক সময় চাদ উঠলো। রেঞ্জ হারপার জানালো এই ক্যানিয়ন দিয়েই যাবে তারা। গতি কমলে ইন্‌ডিয়ানরা কাছাকাছি চলে আসবে।

চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ক্যানিয়নে ঢুকলো স্টেজ ট্রেন। খুরের প্রতিধ্বনি হলো ক্যানিয়নের দেয়ালে। স্টেজ ট্রেনের নারী-পুরুষ সশস্ত্র হয়ে রইলো। একঘণ্টা লাগলো ক্যানিয়নটা পার হতে। এই একঘণ্টা ধরে প্রত্যেকের স্নায়ুর ওপর ঝড় বয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটলো না দেখে হাঁফ ছাড়লো সবাই।

ক্যানিয়নের মুখে সবুজ মাঠ। চাঁদের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু সবুজ প্রান্তর।

অভিযাত্রীদলের সবার মন প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। তারা কিছুক্ষণের জন্য ইণ্ডিয়ানদের উপস্থিতি মনে রাখলো না। অন্ততঃ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে তারা, এই শ্যামল উপত্যকার জন্য, একেবারে পশ্চিমে। নতুন একটা শহরের পত্তন ঘটাবে তারা। প্রত্যেকের র‍্যাঞ্চ থাকবে। নতুন করে শুরু করবে জীবন।

কার্ল বললো, 'এটা ইণ্ডিয়ানদের দেশ। এখানে থাকতে হলে ওদের সাথেই থাকতে হবে। তাই এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে সবাইকে।'

'আর কতদূর যেতে হবে?' জানতে চাইলো মলি বাক।

'ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত। ওখান থেকে জায়গা নির্বাচন করতে হবে শহরের জন্য। যেখানে মাইলের পর মাইল ঘাস থাকবে, পানি থাকবে।' উজ্জ্বল চোখে বললো কার্ল উলসন।

আরো কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হলো। উপত্যাকায় জলাশয় পেলো। পানির ড্রামগুলো ভরে নিলো তারা। ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ালো। তারপর রওনা হবার আয়োজন করলো।

ঠিক এই সময় রাতের ঠান্ডা বাতাসের সাথে ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগলো তাদের। ফোর্ট ডায়মন্ডে যাবার উত্তেজনা দপ করে নিভে গেলো। উবে গেলো সমস্ত আশা-আকাঙ্খা। খুব কাছ থেকে ধোঁয়ার গন্ধ আসছে।

রীগ রয়েট জানালো, 'অন্ততঃ মাইল বিশেক দূরে রয়েছে ইন্‌ডিয়ানরা। ক্যাম্প করেছে। চুলো ধরানোর ফলে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে সেটাই বাতাসের সাথে আসছে।'

'কার্ল, এখন কি করবো আমরা?' উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলো একজন।

'এগিয়ে যাবো। সেইসাথে হামলার জন্য প্রস্তুত থাকবো। ইন্‌ডিয়ানরা রাতে আক্রমণ করে না।'

ধোঁয়ার গন্ধ স্টেজে বসে জুলিও পেলো। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো তার। স্টেজের জানলা দিয়ে তাকালো জোছনায় প্লাবিত হওয়া বিজন প্রান্তরের দিকে। এই প্রান্তরের কোথাও আছে কেইন, কোথায়?

শক্ত লোক কেইন। প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর জীবনে। পশ্চিমেই জন্ম ওর। রুক্ষ প্রান্তরে বেঁচে থাকার সমস্ত কৌশল জানা আছে। ও কি ইন্‌ডিয়ানদের উপস্থিতি জানতে পেরেছে। সাবধানী লোক কেইন। নিশ্চয় জানতে পেরেছে। কি করবে? পালাবে? নাহ্, পালাবে না। পালাবার লোক সে নয়। কিন্তু একা কি করবে একদল ইন্‌ডিয়ানদের বিরুদ্ধে।

এই মুহূর্তে টমাস বিলের ওপর ঘেন্নায় রী রী করে উঠলো জুলির সমস্ত মন। এই লোকটার জন্যই নিঃসঙ্গ একজন মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কেইনের জন্য হঠাৎ বুকটা হাহাকার করে উঠলো জুলির। অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো সমস্ত হৃদয়।

১৭

ভোরের শিশির নির্মম সূর্য কিরণে উবে যাচ্ছে। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দিনটা। সূর্য যত ওপরে উঠছে ততই তাতিয়ে উঠছে প্রান্তর।

ধীর গতিতে এগোচ্ছে ওয়াগন ট্রেন।

ইণ্ডিয়ানদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। মনে হচ্ছে ওরা চলে গেছে। কিন্তু দেশটা ওদের। এদেশের খানা-খন্দ, চড়াই-উৎড়াই সবই চেনে ওরা। কখন কোথায় আক্রমণ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে জানা আছে।

মাত্র আধ ঘণ্টা পর হঠাৎ উদয় ঘটলো একদল ইণ্ডিয়ানের। দল বেধে একটা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়েছে। ট্রেইলটা গেছে ওই পাহাড়ের পাদদেশ ঘেষে। সংখ্যায় অন্ততঃ ত্রিশ জনের মতো।

স্নায়ুর ওপর চাপ হঠাৎ করেই বেড়ে গেলো অভিযাত্রীদলের। একজন বয়স্কা মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়লো। থেমে গেলো স্টেজ। মহিলার জ্ঞান ফিরলো দেরী করে। জ্ঞান ফিরতে ভয়ার্ত চোখে তাকালো। সান্ত্বনা দিলো কয়েকজন।

গাট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইণ্ডিয়ানরা। হঠাৎ একই সাথে চিৎকার করে উঠলো। বয়াস্কা মহিলাটি আবার জ্ঞান হারালো। স্টেজের প্রতিটা লোক সশস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে পাহাড়ের দিকে।

রেঞ্জ হারপার তিক্ত স্বরে বললো, 'হারামীগুলো নড়বেনা ওখান থেকে। জায়গাটা বেকায়দা। যেতে হলে ওদের নিচ দিয়েই যেতে হবে আমাদের। এবং তখনই ওপর থেকে গুলি চালাবে।'

'মুখ বুজে থাকবো না আমরা। পাল্টা জবাব দেবো,' বললো ডিক্সন। সে তার রাইফেলটা শক্ত করে ধরেছে।

'তার আগেই ওদের গুলি খাবে। কেননা খোলা জায়গায় থাকবে তুমি।' রীগ রয়েট বললো।

বেশ খানিকটা ভড়কে গেলো ডিক্সান। কালো হয়ে গেলো মুখ।

'আমরা ট্রেইল ছাড়বো এবার।' জানালো রীগ রয়েট। 'পাহাড় ঘুরে যাবো।'

'তাই করতে হবে,' সমর্থন করলো কার্ল উলসন।

মেয়েরা স্টেজের ভেতর ঢুকলো। ওদের সবার হাতেই একটা করে রাইফেল। চৌদ্দজন পুরুষের মধ্যে পাঁচজন বাকবোর্ডে ঢুকলো, বাকীরা ঘোড়ার পিঠে আর চালক সিটে। দূর থেকে ইণ্ডিয়ানরা অভিযাত্রীদের দেখে আবার চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু সেই বয়স্কা মহিলা আর জ্ঞান হারালো না।

ট্রেইল ছেড়ে ইণ্ডিয়ানদের ডান দিকে সরে এলো অভিযাত্রীদল। গতি উঠাতে পারছে না খারাপ রাস্তার জন্য। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর বাধার সৃষ্টি করছে।

ইয়া-হু, ইয়া-হু করে চেঁচাচ্ছে ইন্‌ডিয়ানরা কিন্তু নেমে স্টেজ আক্রমণ করতে আসছে না।

দূর দিয়ে অতিক্রম করার সময় হঠাৎ নড়ে চড়ে উঠলো ইন্‌ডিয়ানরা। ধীরে ধীরে নামতে লাগলো পাহাড় থেকে। স্টেজের লোকদের স্নায়ুর ওপর চাপ বেড়ে গেলো আরো এক ধাপ। রাইফেল আঁকড়ে প্রস্তুত হলো।

কিছুদূর এগোনোর পর একঝাঁক তীর ছুটে এলো স্টেজ কোচ-গুলোর দিকে। কিন্তু ভাগ্য ভালো, তীরগুলো বেশ খানিকটা দূরে থাকতে মাটিতে গাঁথলো।

একটা ঘোড়ার ওপর বসেছিলো কার্ল। চেঁচিয়ে বললো, 'মূল ট্রেইলে উঠে পড়ো জলদি।'

ছুটলো স্টেজগুলো। ইন্‌ডিয়ানদের কেন্দ্র করে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে ট্রেইলের ওপর ছুটে গেলো অভিযাত্রী দল। কড়াৎ কড়াৎ করে গুলির শব্দ হলো পর পর কয়েকটা। ইন্‌ডিয়ানরা গুলি করছে। কিন্তু লক্ষ্য ভেদ হলো না।

ঝাঁকি খেতে খেতে ট্রেইলে উঠলো স্টেজগুলো। ঘোড়ার পিঠের ওপর চাবুক পড়লো সপাং সপাং। মসৃণ ট্রেইল পেয়ে গতি বাড়লো স্টেজ কোচগুলোর।

নিরাপদ দূরত্বে পেছু আসতে লাগলো ইন্‌ডিয়ানদলটা। এবং

প্রথমবারের মতো অভিযাত্রীদল এক পশলা গুলি বর্ষণ করলো ওদের ওপর। ছিটকে এদিক ওদিক সরে গেলো ইন্‌ডিয়ানরা। সরে যেয়ে ওরাও গুলি করলো। কিন্তু কোন পক্ষই হতাহত হলো না।

মাইলতিনেক পর্যন্ত ইন্‌ডিয়ানরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে অনুসরণ করলো। তারপর হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়ালো। অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত বাদ দিয়েছে।

ট্রেইল এখন সমতল। মাঝারি গতিতে ছুটছে অভিযাত্রীদল, ঘন হয়ে।

দুপুর পর্যন্ত একটানা চলে হাঁপিয়ে উঠলো ঘোড়াগুলো। থামতে বাধ্য হলো। কয়েকজন পাহারায় বসলো অন্যরা ঘোড়াগুলোকে দলাই-মালাই করতে লাগলো। এখন ঘোড়া রাখতে হবে তাজা। ঘোড়া এবং নিজেদের সাহস ও কৌশলের ওপর নির্ভর করছে বাঁচা মরা।

পশ্চিমে সূর্য নেমেছে অনেকক্ষণ আগে। প্রতিমুহূর্তে চুলচুল করে আরো নামছে।

পড়ন্ত বিকেল।

কিন্তু এখন পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানদের দেখা পাওয়া যায়নি। কোথাও ধুলোও উড়তে দেখেনি। বিশ্রী এটা অস্বস্তির মধ্যে বয়ে যাচ্ছে সময়। সবার ভেতর উত্তেজনা। এই বুঝি আক্রমণ করলো ইণ্ডিয়ানরা।

বিকেলের দিকে একটা ক্লিফের পাশ ঘেষে যাবার সময় ইণ্ডি-

য়ানদের চিৎকারে হিম হয়ে গেলো অভিযাত্রীদল। ক্লিফের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ইণ্ডিয়ান দলটা।

চট করে রাইফেল তুলে নিলো রেঞ্জ হারপার। 'গুলি করো।' চেঁচিয়ে উঠলো সে।

অভিযাত্রীদের সাত আটটা রাইফেল গর্জে উঠলো একসাথে। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলো বৃথাই গুলি করেছে। ক্লিফের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে ইণ্ডিয়ানরা।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে স্টেজ কোচগুলো। দ্রুত সরে যেতে চাইছে ক্লিফ থেকে। ক্লিফের শেষ মাথায় আসতে এক সাথে পাঁচজন ইণ্ডিয়ানকে দেখা গেলো। তীরের মাথায় কাপড় পেঁচিয়ে আগুন লাগিয়ে ছুঁড়ে মারলো অভিযাত্রীদের দিকে। দু'টো তীর এসে পড়লো তেরপল বহন করা একটা বাকবোর্ডের ওপর। মিনিটের মাথায় আগুন ধরে গেলো।

কার্ল উলসন একজন ইন্‌ডিয়ানকে গুলি করে ফেলে দিলো ক্লিফের ওপর থেকে। আর্ত চিৎকার করে নিচে পড়লো ইন্‌ডিয়ানটা। আগুনে তীর নিক্ষেপ করা বন্ধ হয়েছে এখন। কিন্তু বাক বোর্ডের তেরপলগুলোয় ভালো মতো আগুন ধরে গেছে।

ফাঁকা প্রান্তরে এসে থামলো অভিযাত্রীদল। বাকবোর্ডের আগুন নেভালো প্রাণান্ত চেষ্টা করে।

ততক্ষণে ক্লিফ থেকে নেমে পড়েছে ইণ্ডিয়ানরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অগ্রিয়ে আসতে লাগলো। কাছে আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু গুলির মুখে হঁটে গেলো পেছনে।

ক্ষতির পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়। তেরপলগুলো শুধু নষ্ট হয়ে গেছে। বাকবোর্ডের এক পাশের তক্তাও পুড়েছে।

ইন্‌ডিয়ানদের আক্রমণ কৌশলটা চমৎকার। চূড়ান্ত আক্রমণ করার আগে ছোট-খাট আক্রমণ করে দুর্বল করে ফেলছে। এতে স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়বে। দুর্বল হয়ে পড়বে মানসিক-ভাবে।

ফোর্ট ডায়মন্ড আর বেশী দূরে নয়। ফোর্টে পৌছানোর আগেই চূড়ান্তভাবে আক্রান্ত হবে তারা। কোথায়? যেখানে লুকানোর মতো প্রচুর জায়গা থাকবে। তখনকার আক্রমণটা আসবে একেবারে অতর্কিতে। এবং ওই হামলার জন্য প্রস্তুত না থাকলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে অভিযাত্রীদল।

রওনা হবার সময় আবার একবার হামলা করলো ইন্‌ডিয়ানরা। দূর থেকে তীর নিক্ষেপ আর গুলি করলো। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি কিছু হলো না দু'পক্ষে, হতাহতও হলো না।

রাতে পথ চলা যাবে না। কাজেই সূর্য ডোবার আগেই ভালো একটা জায়গা পেতে হবে তাদের। যেখানে রাতের জন্য ক্যাম্প করবে।

পাহাড়ের সেলফে একটা জায়গা পেলো তারা বিকেলের আগেই। জায়গাটা খুব একটা ভালো নয়। তবে খারাপও নয়। ভালো জায়গা পেতে হলে সময় লাগবে। কিন্তু সেই সময়টা নেই ওদের। চারদিকে বেশ কিছু বোল্ডার আছে। এগুলোর পেছন থেকে চমৎকার কাভার করা যাবে। একদিকে

পাহাড়ের খাড়া দেয়াল, শ'খানেক ফুটের বেশী উঁচু হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা ক্যাম্প থেকে দেড়শ দু'শ গজ ফাঁকা প্রান্তর। ডানদিকে কিছু ঢিবি আর ঝোপ আছে। বা দিকটায় বলতে গেলে প্রায় ফাঁকা। শুধু ডানদিকটায় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

সূর্য একেবারে পশ্চিমে নেমে গেছে। প্রকৃতিতে হলদেটে আলো। এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে পাখি, নীড়ে ফিরছে। নীল আকাশ কালো হচ্ছে ক্রমে। আঁধার জাঁকিয়ে বসছে হলদেটে আলোকে অপসারণ করে।

সন্ধ্যার আগে আগে অভিযাত্রীদল যার যার কাভার নিয়ে নিলো। মলি বাক একটু ভীতু স্বভাবের। তাকে মূল ক্যাম্পে রাখা হলো। পুরুষের মতো যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলো জুলি। বাধা দিলো টমাস। কিন্তু টমাসকে কোন পাত্তা না দিয়ে একটা আড়াল বেছে নিলো সে।

ক্রমে সন্ধ্যা উৎরে রাতের দিকে গড়িয়ে চললো সময়।

১৮

ইণ্ডিয়ানরা রাতে আক্রমণ করে না। কথাটা ভুল প্রমাণিত করলো শোশন ইন্‌ডিয়ানরা।

কম্বের দিকে গুলি ছুড়েছে একজন ইন্‌ডিয়ান। কম্ব আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো। তখনই গুলিটা করেছে। একটু দেরীতে গুলিটা করলে মারা পড়তো কম্ব। সে চট করে বসে পড়লো। প্রথম গুলি ছোঁড়ার পর পরই দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়েছে ইন্‌ডিয়ানটা। কিন্তু মিস্‌ হলো।

ইণ্ডিয়ানকে দেখে ফেললো রীগ রয়েট ডান দিক থেকে। একটা পাথরের পাশে পাথর হয়ে পড়ে আছে। প্রথমে পাথরই ভাবলো রীগ। কিন্তু ভুল ভাঙগলো তার। দু'টো পাথর থেকে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে দেখে তীক্ষ্ণ হলো চেখের দৃষ্টি। হাসি মুখে রাইফেল তাক করলো সময় নিয়ে। নিশ্চিত হয়ে টিপে দিলো ট্রিগার। রাতের নিরবতাকে খান খান করে দিলো ইন্‌ডিয়ানটার আর্ত চিৎকার। জায়গা মতো লেগেছে গুলি, বুঝলো রীগ রয়েট।

সন্দেহজনক কোন নড়চড় দেখলে গুলি করছে অভিযাত্রীদল।

ইন্‌ডিয়ান মনে করে পাথরেও গুলি করছে।

পরবর্তী দু'ঘণ্টায় দু'জন ইন্‌ডিয়ানকে মারলো কার্লরা। আর আহত হলো ডিক্সন।

তারপর হঠাৎ করেই প্রান্তরে নড়াচড়া কমে এলো। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। পুবাকাশে চাঁদ। মাঝ আকাশে আসতে ঘণ্টাতিনেক লাগবে। এই মুহূর্তে চাঁদের আলো থাকলে বেশ খানিকটা সুযোগ পেতো কার্লরা। পাহাড়ের লম্বা ছায়া পড়ছে পশ্চিম দিকে। আঁধার হয়ে আছে সামনের অংশ।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে সুনসান রইলো চারদিক। অভিযাত্রী দলের প্রত্যেকের বুকের ভেতরটা কাঠ হয়ে আসতে লাগলো। ইন্‌ডিয়ানরা এখন কি করবে খোদাই মালুম। একযোগে আক্রমণ করে বসলে ক'টাকে মারবে আর? তাছাড়া ওরা নিজেরাই যে শুধু গুলি করবে এমন নয়, ইন্‌ডিয়ানরাও পাল্টা জবাব দেবে। ব্যাপারটা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো কার্লরা।

সবু চোখে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে জনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে চারদিক।

সন্ধ্যার পর থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়েছে। মাইল তিনেক দূরে থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলো কেইন। রাতে হালকা ধরনের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত ভেসে যায়, আর এ হচ্ছে গুলির শব্দ।

একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা করছে কেইন। সঙেগ যদি আরো অন্তত দু'জন থাকতো তবে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিতে পাররতো ইন্‌ডিয়ানদের। কিন্তু একা অতোগুলো ইন্‌ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। কি করবে সে?

এই মুহূর্তে সবচেয়ে যা দরকার তা হলো ইন্‌ডিয়ানদের পেছন থেকে আক্রমণ করা। তাও একার পক্ষে সম্ভব নয় কোন মতেই। কিন্তু এভাবে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা যাবে না। কিছু একটা করতে হবে, যা কার্লদের খুবই দরকারী।

ঝোপ ঝাড় আর বোল্ডারের আড়াল নিয়ে মাইল দুয়েক দূরে সরে এলো। উত্তরের পাহাড়ে এখনো গোলাগুলি হচ্ছে, থেকে থেকে।

নিজের কাছে দু'টো রাইফেল, একটা শটগান, পাঁচটা পিস্তল, দু'টো ছুরি এবং দু'টো শক্তিশালী ডিনামাইট আছে। সবচেয়ে ভাল হতো যদি একটা কামান থাকতো! অতোগুলো ইন্‌ডিয়ানদের বিরুদ্ধে কামান ছাড়া আর কোন অস্ত্র খুঁজে পাচ্ছে না কেইন, মনে মনে।

এখানেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো কেইন। ঘোড়াকে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে এগুলো উত্তরের পাহাড়ের দিকে। এবং চলতে চলতে নিজের কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে লাগলো। চিন্তা করলে বুদ্ধির গিট খুলে যায়। কেইনেরও খুলে গেলো

হঠাৎ। বুদ্ধিটা খারাপ নয়। তবে ঝুঁকি আছে যথেষ্ট। ঝুঁকি ছাড়া কোন কাজ হয় না। কার্লদের বাঁচাতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে ওকে। আর ঝুঁকি নিতে না চাইলে এখনো সময় আছে, পালিয়ে যেতে হবে। পালায় একমাত্র তারাই, যাদের বুকে কলিজার পরিমাণ কম।

আধ মাইল মতো হেঁটেই এলো কেইন। তারপর থামলো। রাইফেল পিস্তলগুলো পরীক্ষা করলো শেষবারের মতো। একটা আগাছাপূর্ণ বোল্ডারের ওপর উঠে সময় নিয়ে উত্তরের পাহাড়টা দেখলো। থেকে ছেকে গুলির জবাবে পাল্টা জবাব হচ্ছে। নিমিষের জন্য উজ্জল আলো দেখা যাচ্ছে।

ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়াগুলো নিশ্চয় একটা জায়গায় জড়ো করে রেখেছে। ওখানে পাহারা দিচ্ছে দু'তিন জন লোক। পাহারা নাও থাকতে পারে। কেননা এই বিজন প্রান্তরে অভিযাত্রীদল ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু সতর্ক জাতি ইন্ডিয়ান। অন্ততঃ দু'জনকে রাখবেই। ধরে নিলো কেইন। এখন প্রথম কাজ ওই ঘোড়াগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

আরো উঁচু বোল্ডার খুঁজতে শুরু করলো কেইন। বেশ খানিক দূরে পেয়েও গেলো। প্রায় পঞ্চাশ ফুট মতো উঁচু। ওপরে উঠে নজর দিলো চারদিকে। ঝোপঝাড়পূর্ণ ঘন জঙগল খুঁজলো। বেশ কয়েকটা জঙগল নজরে পড়লো। কিন্তু ওখানে ঘোড়া রাখার সম্ভাবনা বাদ দিলো। সেজব্রাশের ঝোপ, কাঁটাঅলা জঙগলে ঘোড়া রাখবে না ইন্ডিয়ানরা। তাহলে?

হতাশ হলো না কেইন। হাতে প্রচুর সময় আছে, খুঁজে দেখতে হবে।

পুব দিকে সরতে সরতে একেবারে পাহাড়ের কাছে চলে এলো কেইন। কার্লদের ক্যাম্প এখান থেকে পৌনে এক মাইল মতো দূরে। তারমানে ইন্‌ডিয়ানরা সোয়া মাইলের ভেতরে আছে। সাবধান হলো।

একটা পাথরের আড়ালে বসে সম্ভাব্য সবগুলো জায়গার কথা বিবেচনা করলো। এমন এক জায়গায় ঘোড়া রাখবে ওরা যেখান থেকে সহজেই ঘোড়া নিয়ে পালাতে পারবে। তাই যদি হয় তাহলে হয় একেবারে উত্তরে বা পুবে, পাহাড়ের ওপাশেও রাখতে পারে ঘোড়াগুলো। পাহাড় ঘুরে উত্তরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো কেইন।

আড়াআড়িভাবে কিছুটা পথ পুবে এগুলো। তারপর নাক বরাবর পাহাড়ের পেছন দিকে। দশ হাত এগোনোর পর জমে গেলো কেইন। হাত পঞ্চাশেক দূরে একজন ইন্‌ডিয়ান। উবু হয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। গুলি করার ইচ্ছেটা দমন করলো কোন মতে। নিশ্চিত টার্গেট। এই মুহূর্তে একজন ইন্‌ডিয়ানকে মেরে নিজের উপস্থিতি জানাতে চায় না।

ইন্‌ডিয়ানটা পাহাড়ের পেছন দিক থেকে আসছে। যাচ্ছে পশ্চিমে। তার মানে কেইনকে পছনে যেতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো কেইন। ইন্‌ডিয়ানটা ঢালের আড়ালে চলে যেতে এগুলো। খুব সতর্কভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলছে।

চার হাত পায়ে হাঁটা যে কি কষ্ট না হাঁটলে বোঝা যায় না। শুধু হাঁটলেই চলে না। প্রতিটি পদক্ষেপ এমনভাবে ফেলতে হচ্ছে যাতে কোন রকম শব্দ সৃষ্টি না হয়। কেইনকে প্রকৃতি বেশ খানিকটা সাহায্য করলো। এদিকের জমি বালুকাময়। থেকে থেকে ঘাসও আছে। সবচেয়ে বড়ো সাহায্য পেলো চাঁদের কাছ থেকে। চাঁদের তলে এখন চমৎকার ঘন সাদা মেঘ। মেঘ সরে যেতে থামলো কেইন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আর একটু টুকরো চাঁদের নিচে এলো।

পাহাড়ের পাদদেশে এসে হাঁফাতে লাগলো। আবহাওয়া ঠান্ডা। কিন্তু ঘেমে নেয়ে উঠেছে। গলা থেকে রুমাল খুলে মুছলো। তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করতে শুরু করলো চারদিক।

যা খুঁজছিলো পেয়ে গেলো মিনিট পাঁচেকের মাথায়। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বেশ খানিকটা দূরে অসংখ্য ঘেড়োর চিহ্ন। ইন্ডিয়ানদের ঘোড়া। চিহ্নগুলো একটা ঝোপের পাশ দিয়ে গেছে। ঝোপটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো কেইন। কোন নড়চড় নেই ওখানে। ওই ঝোপে ঘোড়া নেই। ঝোপে তিনটার বেশী ঘোড়া রাখা যাবে না।

পাহাড়ের গায়ে আগাছা, ঝোপ আর পাথর। সাবধানে খানিকটা ওপরে উঠে এলো সে। এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। চাঁদের তল থেকে মেঘ সরে যেতে আড়াল নিলো। এই মুহূর্তে কারো নজরে পড়ে যাওয়া

বোকামী হবে।

আরো কিছুটা উত্তরে সরে আসতে সজাগ হয়ে উঠলো কেইনের কান আর চোখ। ইন্‌ডিয়ানদের উপস্থিতি দু'টো ব্যাপারে সংকেত পাঠালো। এক—কাছে পিঠে চুরুট খাচ্ছে কেউ, বিকট গন্ধ। এই জাতীয় চুরুট সাধারণত ইন্‌ডিয়ানরা খায়। দুই—কয়েকটা ঘোড়া পা ঠুকছে মাটিতে। কেইনের কান আর নাক তীক্ষ্ণ হলো। নড়াচড়া করতে ভুলে গেলো একদম। ঝাড়া দশ সেকেন্‌ড পর নিশ্চিত হলো, কিছুটা উত্তরে পা ঠুকছে ঘোড়া এবং ওখানেই কেউ চুরুট টানছে। হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে।

পাহাড়ের গা বেয়ে আরো খানিকটা ওপরে উঠলো সাবধানে। তারপর যেদিক থেকে চুরুটের ধোয়ার গন্ধ আসছে এগুলো সেদিকে। প্রায় হাত পঞ্চাশেক এগিয়ে পাহাড়ের গায়ে বিরাট একটা ফাটল দেখলো। ফাটল থেকে প্রায় হাত বিশেক ওপরে রয়েছে কেইন।

বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলো। তারপর নামতে শুরু করলো চুল চুল করে। লক্ষ্য রাখলো পায়ের চাপে একটা পাথরও যেনো গড়িয়ে না পড়ে। ফাটলের গা ঘেষে অর্ধেক নামলো। এসময় ইন্‌ডিয়ানটাকে দেখতে পেলো, একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে আয়েশ করে চুরুট টানছে। কোলের ওপর রাইফেল। গায়ের তামাটে রঙ পাথরের মতোই লাগছে। ফাটলের ভেতরে চারটা ঘোড়া। বাকীগুলো মুখের কাছে।

ইন্‌ডিয়ানটার কাছ থেকে বারো হাত ওপরে এসে স্থির হলো কেইন। চুরুটের ধোঁয়া ওপরে উঠে আসছে পাকিয়ে পাকিয়ে। নাকে ঢুকতে বমি আসার জোগাড় হলো। ঠোঁটে চেপে বমনেচ্ছা আটকালো কোন মতে। সিদ্ধান্ত নিলো, এই ইন্‌ডিয়ানটাকে মেরে ফেলতে হবে। আশে পাশে আর কোন ইন্‌ডিয়ান নেই। বারো ফুট ওপর থেকে ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইন্‌ডিয়ানটার ওপর। শেষ মুহূর্তে দেখতে পেলো কেইনকে। ঝট করে সরে যেতে চেষ্টা করলো একদিকে। দেরী হয়ে গেছে। দেহের ওপর দেড়মণী ওজন পড়তে চিৎপাট হয়ে গেলো ইন্‌ডিয়ানটা। কেইনের হাতের ছুরি ততক্ষণে নেমে আসছে লোকটার পেটের ওপর। দু'ইঞ্চি ব্লেড ঘ্যাচ করে ঢুকে গেলো। চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠলো ইন্‌ডিয়ান। মুখে হাত চাপা দিলো কেইন। ততক্ষণে ডান হাতের ছুরি আরো একবার ছোবল হানলো ইন্‌ডিয়ানের বুকের বাম পাশে। এই আঘাতেই সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেলো, কেইনের ছুরির আঘাত ইণ্ডিয়ান-টার হার্ট ভেদ করে গেছে।

মরার আগে ক'সেকেন্‌ড তড়পালো লোকটা। তারপর নিথর হয়ে এলো দেহ। একটা ঘোড়ার পিঠে ছুরির ফলাটা মুছে জায়গা মতো রেখে দিলো।

সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হলো না কেইনের। এই ঘোড়াগুলো প্রান্তরে তাড়িয়ে দিতে পারে এখন। তাতে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। ঘোড়াগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে

থাকলে ইণ্ডিয়ানরা তখন আবার সংগ্রহ করে নেবে। তার-পর ভয়ংকর হয়ে উঠবে সাদা চামড়ার বিরুদ্ধে। একটা মাত্র উপায় আছে, ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলা। কিন্তু অবলা জীবের ওপর এই হৃদয়হীন কাজটা করতে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না ওর মন।

দেরী করা যাবে না। যে কোন সময় এসে পড়তে পারে ইন্‌ডিয়ানরা। যা করার এখনই করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্তই নিলো। ঘোড়া হারালে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ইন্‌ডিয়ানরা। পালানোর পথ না রেখে যুদ্ধ যাওয়া যেমন বোকামী, তেমন ঘোড়া ছাড়া পালানোও সম্ভব নয়।

ঘোড়াগুলোকে ঠেলে ঠুলে ফাটলের ভেতর ঢোকালো কেইন। তারপর উইলোর কয়েকটা ঝোপ কেটে ফাটলের মুখটা বন্ধ করে দিলো। কাজ শেষে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে এলো। সংগে আনা ডিনামাইটের একটা বের করলো। দাঁত দিয়ে কেটে খাটো করলো ফিউজ।

আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে দেবার আগে নিজেস্কে শক্ত করলো কেইন। এই অপরাধ বোধটা তার চির দিন খোঁচাবে ওকে। প্রকৃতির ধ্যান ভাঙগলো প্রচন্‌ড শব্দে। কেঁপে উঠলো পুরো পাহাড়। মাটি আর পাথর ছিটকে গেলো চারদিকে। কেই-নের বুকে প্রতির শেষ সীমায় এসে একটা পাহাড় আঘাত করলো। ভুস করে হাওয়া বেরিয়ে এলো মুখ থেকে।

আঘাতটা জোরালো হলে হাড়গোড় ভেঙেগ যেতো এতক্ষণ। ফলাফল দেখার প্রয়োজন অনুভব করলো না কেইন। ইন্‌ডিয়ানরা এখনই ছুটে আসবে এদিকে। পাহাড়ের বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এলো সে। তারপর উত্তর দিকে সরে যেতে শুরু করলো।

ইন্‌ডিয়ানরা বেশ খানিকটা ভড়কে যাবে ডিনামাইটের শব্দে। সেই আহত লোকটা যে এখনো পর্যন্ত টিকে আছে কল্পনাই করতে পারবে না। এবং এই মুহূর্তে আক্রান্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাহাড়ে আসার পথে প্রচুর চিহ্ন রেখে এসেছে কেইন। কিন্তু ওই চিহ্নগুলো আলাদা করতে সময় লাগবে। নিজেদেরই প্রচুর চিহ্ন আছে ওদের।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলো কেইন এ সময় গোলাগুলির শব্দ পেলো। এক পক্ষ গুলি করেছে। কিন্তু জবাব দিচ্ছে না অন্য পক্ষ। ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিলো কেইনকে। এগুনোর গতি বাড়িয়ে দিলো সে।

১৯

পাহাড়টা ঘুরে পশ্চিমে আসতে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা লাগলো কেইনের। এই সময়ের মধ্যে সে দু'বার পড়িয়ে দু'তিন হাত নিচে পড়েছে। একবার ব্যাথা পেয়েছে কনুইয়ে, দ্বিতীয়বার কপালে। কপালের ব্যথাটা জোরালো। ফুলে উঠেছে, ব্যথায় টনটন করছে।

একটা পাথরের চাই-এর আড়ালে থেমে একটুখানি বিশ্রাম নিলো কেইন। কার্লদের ক্যাম্পটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। চাঁদ এখন মাঝ আকাশে। চাঁদের আলো পড়েছে স্টেজ কোচগুলোর ওপর। কিন্তু কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। অথচ আশে পাশেই পঞ্চাশ জনের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ যারা একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। আপাততঃ আর এগুনো সমাচীন মনে করলো না কেইন। এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো। একটা পাথরে হেলান দিয়ে চারদিকে নজর রাখলো সে। ইন্‌ডিয়ানদের কয়েকজন হয়তো ফাটলের কাছে ফিরে এসেছে। এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে ওদের সবগুলো ঘোড়া ইতিমধ্যে মারা

গেছে। ঘোড়া হারাবার পর স্বভাবতই যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে, পালাবে। কিন্তু কোণঠাসা নেকড়ের মতো যদি লড়ে যায়? তবে সবচেয়ে বিব্রত হবে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি নিয়ে। কেননা, এই তৃতীয় পক্ষ ওদের বিপক্ষে।

ফেলে আসা পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকালো, কেউ আসছে না। একটু অপেক্ষা করলো। তারপর কিছুটা ওপরে উঠে এগুলো। কার্লদের কাছাকাছি যেতে চায় কেইন।

মিনিট পনেরোর ভেতরে প্রায় ত্রিশ হাত এগিয়ে থামলো। এখান থেকে পাহাড়ের গা খাড়া হতে শুরু করেছে। হয় ওপর দিয়ে যেতে হবে নতুবা খানিকটা নিচে নামতে হবে তাকে। নিচে নামাই মনস্থির করলো কেইন। বেশ খানিকটা নিচে নেমে স্থির হয়ে গেলো। একজন ইন্‌ডিয়ান, উবু হয়ে সামনে এগোচ্ছে। নিশপিশ করে উঠলো কেইনের হাত। কিন্তু ধৈর্য ধরলো। বেশ কয়েকজনকে নাগালের মধ্যে রেখে গুলি করতে চায় সে।

ঢাল বেয়ে খানিকটা নিচে নামলো। পাহাড়ের গায়ে বিশাল একটা পাথর। এই পাথরটাকে আড়াল করলো কেইন। আশে পাশে আরো কতগুলো পাথর আর কিছু ঝোপ আছে। প্রয়োজনে জায়গা বদলাতে পারবে। সামনে বিশ হাত মতো ফাঁকা জায়গা। ওপাশে আবার শুরু হয়েছে পাথর আর বোল্ডার। এরপর সমতল জমি। কেইনের কাছে পৌঁছতে হলে এই ফাঁকা জায়গাটা না পেরিয়ে কাছে আসতে পারবে

না কেউ।

রাইফেল, পিস্তল রেডী করে তীক্ষ্ণ চোখে জরীপ করলো চারদিক। যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিকটাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো, পিছু নেয়নি কেউ।

কার্লদের ক্যাম্প দেড়শ' গজের মতো দূরে। স্টেজগুলো এখন পরিষ্কার নজরে আসছে। জানালায় দু'একটা রাইফেলের নলও দেখলো আবছাভাবে। স্মিত হাসি ফুটে উঠলো কেইনের মুখে। জুলির হাতেও হয়তো একটা রাইফেল আছে, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে কোথাও।

ঝিঁঝিঁর ডাক শুনে পরবর্তী আধা ঘণ্টা চলে গেলো। ইতিমধ্যে তিনজন ইণ্ডিয়ানকে দেখতে পেয়েছে কেইন। তিনজনই ক্যাম্পের কাছে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে অন্ততঃ সাত আটজনকে দেখলো। কিন্তু ওরা কেইনের রাইফেলের নাগালের বাইরে। আরো একজনকে দেখতে পেলো একটু পর। মোট চারজন হলো। চারজনের অবস্থান খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে রাইফেল তুললো।

ওদের হাবভাব বুঝে গেছে কেইন। অতর্কিতে হামলার আয়োজন করছে ব্যাটারা। চারদিক থেকে একসাথে ঢুকতে চেষ্টা করবে ক্যাম্পে। কিন্তু সেই সুযোগটা দেয়া যাবে না ওদের।

গুলি করার আগে আবার পরোখ করলো চারজনের অবস্থান। কেইনের একটুখানি বাম দিকে রয়েছে এই চারজন, হাত

পঞ্চাশ-ষাটের ভেতর।

সবচেয়ে দূরের ইণ্ডিয়ানটাকে গুলি করলো প্রথম। অব্যর্থ লক্ষ্য। মরণ চিৎকার দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনে। দ্বিতীয় গুলিটা করলো কিছু বুঝে উঠার আগেই। এ লোকটাও মরণ চিৎকার দিলো।

অপর দু'জন ভ্যাবাচাকা খেয়ে মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো। হাসলো কেইন। পর পর দু'টো গুলি করলো অপর দু'জনকে লক্ষ্য করে। একটা মিস্ হলো। অন্যটা লাগলো না ঠিক মতো। কিন্তু আহত হয়েছে লোকটা। পড়ে গেছে মাটিতে।

সবচেয়ে কাছের লোকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলো পশ্চিম দিকে। আর কিছু দূর গেলেই আড়াল পাবে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ক্যাম্প থেকে চারপাঁচটা রাইফেল গর্জে উঠলো একসাথে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ইণ্ডিয়ানটা।

কিছুটা ডান দিকে সরে এলো। ইনডিয়ানরা অবস্থান জেনে গেছে এখন। নিশ্চিত টার্গেট হবার ইচ্ছে নেই তার। আড়াল-টায় এসে ডান দিকে তাকালো। দু'টো বুলেট ছুটে এসে গাঁথলো বেশ কিছুটা ডানে। পরবর্তী কয়েকটা গুলি কেইনের সামনের পাথরটায় লাগলো। কাঠ হয়ে পড়ে রইলো কেইন। এদিকে আরো দু'জন ইণ্ডিয়ান আছে, অনুমান করলো।

তৃতীয় পক্ষের হামলায় বেশ খানিকটা ভড়কে গেছে ইণ্ডি-য়ানরা। তৃতীয় পক্ষ একজন, কিন্তু ক্ষতি সাধন করেছে মারা-ত্মক। একটা ঘোড়াও বেঁচে নেই ইণ্ডিয়ানদের। পালানোর

পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে ওদের। সেজন্য শেষ একটা হামলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

রাত শেষ হবার পথে। কেইনের স্নায়ুর ওপর চাপ বেড়ে গেছে। দু'ঘণ্টা ধরে একজন ইণ্ডিয়ানকেও দেখা যায় নি। ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুললো ওকে। কি করতে যাচ্ছে ব্যাটারা? অন্যদিকে কার্লরাও প্রায় নিশ্চুপ রয়েছে। থেকে থেকে গুলি করছে। কিন্তু দু'ঘণ্টায় মাত্র একজন ইণ্ডিয়ানের মরণ চিৎকার শুনেছে সে।

চাঁদ এখন পশ্চিমে। পাথর আর ঢিবিগুলোর ছায়া পড়ছে পুবে। ছোট ছায়া। আর বেশী লম্বা লবে না। লম্বা হবার আগেই ফর্সা হয়ে আসবে প্রকৃতি।

খুঁতখুঁতে মনে বাম দিকে তাকালো কেইন, চুল চুল করে। হাত দশেক সরে এসে স্থির হলো। মাথা ঘুরিয়ে তাকালো পেছনে। এদিক দিয়ে আসার প্রশ্ন আসে না কারো। এদিকের পাহাড়ের ঢাল প্রায় খাড়া। কেইনের কাছে পৌঁছতে হলে ও যে পথে এসেছে ওখান দিয়েই আসতে হবে। আর ওখান দিয়ে আসতে হলে কেইনের নজরে পড়ে যাবে।

লুকানোর সমস্ত জায়গায় চোখ বুলালো কেইন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। কেইন যেখানে রয়েছে এখান থেকে ক্যাম্পসহ চারদিকটা স্পষ্ট নজর রাখা যায়। সামনে ফাঁকা জায়গা তারপর ঝোপ আর বোল্ডার।

দ্রুত শেষ হয়ে আসছে রাতের শেষ প্রহরের সময়। নিজের

ওপর প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে উঠলো কেইন। বিরক্ত হবার সময়ই সজাগ হয়ে উঠলো দু'কান। পঞ্চাশ হাত দূরের ঝোপটা থেকে কয়োট ডাকছে হাল্‌কা স্বরে। জীবনে প্রচুর কয়োটের ডাক শুনেছে কেইন। কিন্তু এখানকার ডাকটা সে রকম নয়। সে নিজেও কয়োটের স্বর নকল করতে পারে। মনে মনে, হাসলো কেইন, সংকেত দিচ্ছে ইন্‌ডিয়ানরা।

একটা নড়াচড়া নজরে পড়লো কেইনের। সজাগ চোখ জোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে আটকে রইলো ওখানে। এক, দুই, তিন··· বাড়ছে সংখ্যাটা। ধক করে উঠল কেইনের বুকের ভেতর। মোট পাঁচজনকে দেখতে পেলো কেইন। ওকে আক্রমণ করার পায়তারা করছে। রাইফেল তুলেও নামিয়ে ফেললো। ইন্‌ডিয়ানগুলো দৌড়ে এসে পাহাড়ের ঢালে লুকাবে। অন্ততঃ দু'জনও যদি আসতে পারে, নিশ্চিত মারা যাবে সে।

নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটে উঠলো কেইনের মুখে। রাইফেলটা নামিয়ে রেখে দ্বিতীয় ডিনামাইটটা বের করলো। ফিউজটা স্টিক থেকে দু'ইঞ্চি মতো রেখে কেটে ফেললো দাঁত দিয়ে। দেশলাই বের করে রেডী হলো। একটা ডিনামাইটের শব্দে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠবে প্রতিপক্ষের।

দূরত্বটা হিসেব করলো কেইন। অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট মতো দূরে ছুঁড়ে দিতে হবে ডিনামাইট। ইন্‌ডিয়ানগুলো এখন ছড়িয়ে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করলো না সে।

এসময় দক্ষিণ দিক থেকে হঠাৎ কয়োটের তীক্ষ্ণ শব্দ এলো।

সে সাথে ইয়া-হু, ইয়া-হু চিৎকার। ঝট্ করে কাঠি ঘষে আগুন ধরালো কেইন। তারপর ফিউজে ধরিয়ে দিলো। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো, তারপর ছুঁড়ে দিলো।

ইন্ডিয়ানগুলো দৌড়ে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, কয়োটের ডাকে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো তারা। এসময় ডিনামাইটটা এসে পড়লো ওদের মাঝে। সাথে সাথেই ফাটলো না।

দু'জন ইণ্ডিয়ান একই সাথে রাইফেল তুলে গুলি করার চেষ্টা করলো। কেইন ততক্ষণে লুকিয়ে পড়েছে পাথরের আড়ালে।

প্রচণ্ড শব্দে ফাটলো ডিনামাইট। কেঁপে উঠলো প্রকৃতি। তিন জন ইন্ডিয়ান একই সাথে পড়ে গেলো। অপর দু'জন দৌড়ে আসতে শুরু করেছিলো। বিস্ফোরণের শব্দে থমকে দাঁড়ালো ওরা। ব্যাপারটা বুঝে উঠার আগে কেইনের গুলি খেলো দু'জনই।

এসময় গোলাগুলির শব্দ কানে এলো কেইনের। ক্যাম্প থেকে গুলি করা হচ্ছে এক নাগাড়ে। ইন্ডিয়ানরা একযোগে আক্রমণ করেছে কার্লদের। আগুনে তীর নিক্ষেপ করছে একটার পর একটা। একটা স্টেজে আগুন ধরে গেছে। আলোকিত হয়ে গেছে চারদিক। বিকট কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

কাঁধে রাইফেল ঝোলালো কেইন। তারপর ফাঁকা জায়গাটা অতিক্রম করার ঝুঁকি নিলো। পায়ে সমস্ত শক্তি জুগিয়ে পাথ-

রের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালো সামনে। প্রতি মুহূর্তে আশা করলো গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে এই বুঝি পড়ে যাচ্ছে ও। কিন্তু একটা বোল্ডারের আড়ালে এসেও তেমন কিছু ঘটলো না দেখে হাঁফ ছাড়লো। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলো।

মুখ উঁচু করে তাকালো। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কেইনের চোখ। পালাচ্ছে ইন্‌ডিয়ানরা। বুঝে গেছে, তৃতীয় পক্ষ শক্তিশালী এখন পর্যন্ত টিকে আছে। এক তরফা ভাবে গুলি করছে কার্লরা। ইন্‌ডিয়ানরাদের পক্ষ থেকে কোন জবাব আসছে না।

হামাগুড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা সামনে এগুলো কেইন। এসময় ক্যাম্প থেকে নারী কণ্ঠের তীব্র একটা চিৎকার ভেসে এলো। ঝট করে মাথা ঘোরালো ও, কিছুই দেখতে পেলো না।

একজন ইন্‌ডিয়ানকে দশ হাত দূর দিয়ে যেতে দেখলো কেইন। উবু হয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে ক্যাম্প থেকে দূরে। পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করলো। তারপর ঝট করে সরে গেলো বা পাশে অন্য একটা বোল্ডারের আড়ালে।

পাঁচ সেকেণ্ড নিরবতা। ক্যাম্প থেকে এখন আর কেউ গুলি করছে না। নারী কণ্ঠের চিৎকারও থেমে গেছে এখন।

আরো কয়েকজন ইন্‌ডিয়ানকে দেখলো কেইন। পালাচ্ছে। এলোপাথাড়ি গুলি করে ওদের পালানোর গতি বাড়িয়ে দিলো। তারপর আরো একটা পাথরের আড়ালে সরে আসার সময়

ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। দেরী হয়ে গেছে ওর। ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইণ্ডিয়ানটা। দ্রুত সরে যেতে চেষ্টা করলো ও, পারলো না। ইণ্ডিয়ানটা ঝাঁপিয়ে পড়েই ছুরি চালিয়েছে কেইনের বুক লক্ষ্য করে। কিন্তু সরে যাবার ফলে বুকে না লেগে লাগলো এসে বা কুনুই-এর কিছুটা ওপরে। ঘ্যাচ করে ঢুকে এপার-ওপার হয়ে গেলো। ছুরিটা টেনে বের করার চেষ্টা চালালো না ইণ্ডিয়ানটা। কেইনের মুখের ওপর পর পর ঘুষি মেরে বসালো কয়েকটা। চোয়াল কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো সাথে সাথে। একটা ঘুষি চোখের ওপর পড়তে আঁধার দেখলো পৃথিবী।

হাল ছাড়লো না কেইন। এখনো ওর হাতে পিস্তল ধরা রয়েছে। কেইনের পিস্তলের দিকে নজর নেই ইণ্ডিয়ানটার। কেইনকে পিটিয়েই মেরে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ পর্যায়ে কেইনের বুকে আরো একটা ঘুষি বসালো ইণ্ডিয়ান।

কোন মতে পিস্তলের নলটা ঘুরিয়েই গুলি করলো ইণ্ডিয়ানটার কোমরে। আরো একটা ঘুষি উঠাতে যাচ্ছিলে ও, গুলি খেয়ে থেমে গেলো। দ্বিতীয় গুলিটা বাঁকিয়ে দিলো ওর দেহটা, মারা যাচ্ছে।

মুখে হাত বুলালো কেইন। দু' জায়গায় থেতলে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে একটু একটু। বা হাতের কনুই-এ হাত দিলো। একপাশ ঘেষে ঢুকেছে ছুরিটা। চিন চিন করছে তীব্র ব্যথা। চোখ মুখ নীল হয়ে এলো কেইনের। ছুরিটার বাটে হাত

রেখে হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে বের করে ফেললো। তীক্ষ্ণ ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো।

নিজের করুণ অবস্থার মাঝেও তৃপ্তির হাসি হাসলো কেইন। আপাততঃ অভিযাত্রীদের রক্ষা করতে পেরেছে সে।

ফোর্ট ডায়মণ্ড এখনো তিনশ' মাইলের মতো দূরে। পথটুকু বন্ধুর। এই পথে আবার হামলা করবে ইন্‌ডিয়ানরা। আজকের আক্রমণে ওদের চড়া মাশুল দিতে হয়েছে। প্রতিশোধ নেবার জন্য শেষ পর্যন্ত লেগে থাকবে। আশে পাশে আরো ইন্‌ডিয়ান দল আছে। পরাজিত এই দল যোগ দেবে ওদের সাথে। তারপর নতুন করে আবার হামলা করবে। সেই হামলাটা হবে আরো ভয়ংকর।

দ্রুত ফর্সা হয়ে আসছে প্রকৃতি। রাঙা হচ্ছে পুবাকাশ। কিছুক্ষণের ভেতর সূর্য উঠবে। সূচনা করবে নতুন দিনের।

মিনিট পাঁচেক মৃতের মতো পড়ে রইলো কেইন। তারপর হাতের ক্ষতটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো রুমাল দিয়ে। কাটা চোয়াল থেকে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। জ্বালা করছে ভীষণ।

সূর্য উঠার সাথে সাথে উঠলো কেইন। চারদিকে তাকিয়ে ইণ্ডিয়ানদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হলো, নেই। বেশী দূর যেতে পারবে না।

অভিযাত্রীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে। এই পলায়নপর ইণ্ডিয়ানগুলোর বাঁচা মরার ওপর নির্ভর করছে অফিযাত্রীদলের বাঁচা-মরা।

ক্যাম্পের দিকে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলো কেইন। অনুভব করলো অনেকখানি দুর্বল হয়ে আছে। টলছে। ক্লান্ত, অবসন্ন লাগছে পুরো দেহ। এই মুহূর্তে সটান শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। ক্যাম্পের দিকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ করে নিজের ওপর বিতৃষ্ণা লাগলো ওর। । কেন লাগলো বুঝতে পারলো না। ক্যাম্পে টমাস বিল ওর চরম শত্রু। এই লোকটা হয়তো একটা সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে।

ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে থামলো কেইন। ডান হাতটা পিস্তলের কাছে রেখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। এসময় রেঞ্জ হারপার, কার্ল উলসন, টমাস বিল এবং আরো দু'জন বেরিয়ে এলো। কেইনের কাছ থেকে হাত পনেরো দূরে থামলো।

রেঞ্জ হারপার আরো কয়েক কদম এগিয়ে এলো। কেইনকে একটুখানি নিরীক্ষণ করে শক্ত মুখে বললো, 'কি চাও এখানে?'

বাঁ ঠোঁটের পাশে এক পশলা হাসি টেনে আনলো কেইন। 'অন্ততঃ তিনজন লোক। ইণ্ডিয়ানদের ধরতে হবে। আশে পাশে আরো ইণ্ডিয়ান ওয়র পার্টি আছে। ওদের সাথে মিলিত হবার আগেই এই ইণ্ডিয়ানগুলোকে খুন করতে হবে নইলে ফোর্ট ডায়মণ্ডে পৌঁছানো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।' বোঝাতে চেষ্টা করলো কেইন। 'ইণ্ডিয়ানরা বেশী দূরে যেতে পারবে না।'

'আপাততঃ ওসব চিন্তা করছি না আমরা,' শান্ত কণ্ঠে বললো

রেঞ্জ হারপার। 'যদি পারো তুমি একাই সাবাড় করো গিয়ে।' মৃদু হাসলো কেইন। রেঞ্জ হারপার পোয়ার ধরনের লোক। এই ধরনের লোকদের সহজে কোন কিছু বোঝানো যায় না। এদের মনে একবার কোন ধারনা বদ্ধমূল হলে সেটাকে ভুল প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। অতি কষ্টে ঠোঁট নাড়লো কেইন। তারপর জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলো। 'আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়, হারপার। ক্ষিপ্ত হয়ে আছে ইণ্ডিয়ানরা। কথাটা বুঝতে চেষ্টা করো। ওরা আবার আক্রমণ করবে আমাদের।'

একদলা থুথু ফেলে কেইনের ওপর রাগের বহিঃ প্রকাশ দেখানোর প্রয়াস পেলো রেঞ্জ হারপার। 'জাহান্নামে যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠলো ও।

কার্ল উলসন রেঞ্জ হারপারের কাছে সরে এসে ওর পিঠে হাত রাখলো। 'হারপার, অনেক হয়েছে। কেইন আমাদের শত্রু নয়। ও না থাকলে এতক্ষণ কচুকাটা হতাম ইণ্ডিয়ানদের হাতে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কার্ল।' বিরক্তি কণ্ঠে বললো হারপার।

'ওর মাথা ঠিকই আছে। তোমার মাথায়ই গণ্ডগোল হয়েছে, নইলে বোকার মতো কথা বলতে না।' রাগ আর বিরক্তি চেপে বললো কেইন।

জ্বলন্ত চোখে কেইনের দিকে তাকালো হারপার। 'তাই বুঝি?'

কার্লের দিকে চাইলো কেইন। 'তোমরা এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও। আগু-পিছু দু'জনকে রেখো। যে কোন সময় আবার ইণ্ডিয়ানরা আক্রমণ করবে।'

'তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না, মিস্টার কেইন।' এই প্রথম কথা বললো টমাস বিল। ওর স্বর বিকৃত। 'মানে মানে কেটে পড়ো! আমরা তোমার জন্য কবর খুঁড়তে পারবো না। সময়ের বড়ো অভাব!'

নিঃশব্দে হাসলো কেইন। ক্যাম্পের দিকে চোখ ফেরালো। জুলিকে খুঁজলো। নেই। কোথায় থাকতে পারে মেয়েটা? অসম্ভব দুর্বল লাগছে কেইনের। খাড়া হয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর। এই লোকগুলোকে বোঝানো শক্ত হবে পুরো ব্যাপারটা। মলি বাক, রীগ রয়েট আর কার্ল উলসন ওর পক্ষে আছে। কিন্তু অন্যরা বিপক্ষে। রেঞ্জ হারপার এই দলের নেতৃত্বের ভারটা জোর করে নিয়েছে। গোঁয়ার লোকেরা অনেক কিছুই পারে, শুধু পারে না নেতৃত্ব দিতে।

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রেখে কেইন বললো, 'রওনা দিয়ে দাও এক্ষুণি। প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান তোমাদের জন্য।'

'কেইন, তুমি কোথায় যাবে এখন?' বিষন্ন সুরে জানতে চাইলো কার্ল উলসন।

'তোমাদের পাশেই আছি। বিপদের সময় হাজির হবো।' পেছাতে শুরু করলো। কার্লের উদ্দেশ্যে বললো, 'ফোর্ট ডায়মণ্ডে পৌঁছে জুলিকে বিয়ে করবো, আগাম প্রস্তাবটা জানিয়ে দিলাম

তোমাকে।'

কেইনের কথায় সমর্থন ফুটে উঠলো উলসনের চোখে মুখে। কিন্তু ওদিকে টমাস বিলের মেজাজ সপ্তমে চড়লো।

৩

ঝোপের কাছে ফিরে এলো কেইন। ভেতরে ঢুকে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। শুয়ে পড়তেই রাজ্যের অবসাদ গ্রাস করলো।

ঘণ্টা তিনেক পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হলো। উঠে হাত মুখ ধু'লো, ক্ষত জায়গাটায় নতুন করে ব্যান্‌ডেজ বাধলো, কাটা জায়গাগুলোয় মলম লাগিয়ে দিলো। শুকনো বিস্কুট আর হাল্টিঙ বীফ দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে কফির পানি চড়ালো। কড়া র-কফি বেশ খানিকটা অবসাদ দূর করলো ওর।

ক্যাম্প গুটিয়ে ইণ্ডিয়ান ঘোড়াটার যত্ন করলো সময় নিয়ে। ঝোপের ভেতর অল্প ঘাস ছিলো। খেয়ে সাবড়ে দিয়েছে ঘোড়াটা।

ঘুম থেকে জেগে উঠার আধঘণ্টা পর রওনা হলো কেইন। ক্যাম্পে এসে দেখলো চলে গেছে অভিযাত্রীদল। ইতিমধ্যে

হয়তো মাইল পাঁচ-ছয় এগিয়ে গেছে। ফোর্ট ডায়মণ্ডে পৌঁছানোর আগে বার কয়েক ইণ্ডিয়ান আক্রমণ আসবে। এইসব আক্রমণ ঠেকানোর মতো কৌশল বা ধৈর্য কোনটাই নেই অভিযাত্রীদলের।

অভিযাত্রীদের ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে বিশাল বৃত্তে চক্কর কাটলো ও। ডিনামাইট বিস্ফোরণে পনোরোটা ঘোড়া মারা পড়েছে ইণ্ডিয়ানদের। ফাটলের ভেতর এই পনোরোটা ঘোড়াই ছিলো। বাকী ঘোড়াগুলো ছিলো অন্য জায়গায়। ওই ঘোড়াগুলো নিয়েই ভেগেছে।

ইন্‌ডিয়ানদের ট্র্যাক খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না কেইনের। দক্ষিণে গেছে ওরা। প্রতিটা ঘোড়ায় দু'জন করে সওয়ার হয়েছে। মাটিতে পড়া খুরের চিহ্নগুলো গভীর। যুদ্ধটা প্রতিকূলে না গেলে ইণ্ডিয়ানরা কখনোই পিঠটান দেয় না। অভিযাত্রীদলের কাছে অস্ত্রসহ অনেক কিছু আছে, যেসব ইন্‌ডিয়ানদের লোভের বিষয়। কাজেই ওরা এত সহজে কাবু হবে না। জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিতে আবার আসবে ইন্‌ডিয়ানরা।

এই মুহূর্তে ইন্‌ডিয়ানদের বাধা দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু একার পক্ষে সম্ভব নয়। দশ-বারো জন ইন্‌ডিয়ানকে সামলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কার্লদের ট্রেইল ধরে কিছু দূর এগুলো কেইন। ইন্‌ডিয়ানরা এতক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে। হয়তো অন্য কোন দলের সাথে যোগও দিয়েছে এতক্ষণে। এমনটি ঘটলে বিপর্যয় নেমে

আসছে কার্লদের ওপর। গত রাতের চেয়েও ভয়ংকর।

বিকাল পর্যন্ত অভিযাত্রীদের ট্রেইল ধরে চললো কেইন। দূরত্ব এক মাইলের ভেতর নিয়ে এলো। পথে বেশ কয়েকবার বিশ্রাম নিয়েছে। উঁচু টিলার ওপর উঠে নজর রেখেছে চারদিক। ইন্‌ডিয়ানদের দেখা যায়নি কোথাও। হয়তো আরো দু'এক-দিন দেখা যাবে না ওদের। তারপরেই হঠাৎ উদয় হবে।

সন্ধ্যার আগে ট্রেইল থেকে বা দিকে সরে এলো কেইন। সামনে একটা খোলা প্রান্তরে ক্যাম্প করেছে কার্লরা। খোলা প্রান্তরে ক্যাম্প করা উচিত হয়নি ওদের। ধরে নিয়েছ ইন্‌ডি-য়ান হামলা আর হবে না। প্রান্তরটা পরীক্ষা করে বুঝলো অন্ততঃ মাইল দশকের ভেতর ক্যাম্প করার মতো আর কোন জায়গা নেই। চারদিকে খোলা প্রান্তর।

কার্লদের ক্যাম্প থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে একটা টিলার পাশে থামলো কেইন। দু'একটা ম্যানজানিটা ঝোপ আছে আশে পাশে। মাটিতে নরম দুর্বাঘাস। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে আঁধার জাঁকিয়ে বসা পর্যন্ত বিশ্রাম নিলো ও। তারপর স্যাডল চাপিয়ে ঘোড়ায় চড়লো।

ঘণ্টা তিনেক সময় লাগিয়ে পুরো এলাকাটা ঘুরে পরীক্ষা করলো। আসেনি ইণ্ডিয়ানরা। মাঝ রাতের দিকে কার্লদের ক্যাম্প থেকে মাইল খানেক দূরে একটা বোল্ডারের ওপর ক্যাম্প করলো। ইন্‌ডিয়ানরা এলে উত্তর দিক থেকে আসবে। সে রকম ঘটলে টের পাবে ও।

রাত শেষ হবার আগে জেগে উঠলো কেইন। খাওয়া-দাওয়া সেরে স্যাডল চাপালো ইন্‌ডিয়ান ঘোড়ার পিঠে। রওনা দেবার সময় দু'জন অশ্বারোহীকে দেখলো। খুব কাছেই এসে পড়েছে।

কাছে আসতে চিনতে পারলো অশ্বারোহী দু'জনকে। জুলি উলসন এবং অন্যজন রীগ রয়েট। কেইনের বুকের ভেতরটা হঠাৎ আনচান করে উঠলো। অভিযাত্রীদলে জুলি না থাকলে সে হয়তো আসতো না এ পর্যন্ত।

'কেইন, ঠিক আছো তুমি।' উদ্বেগের সাথে বললো জুলি।

এক সেকেণ্ড নিরাবতা। 'খুশী হলাম, জুলি। ঠিক আছি, তোমাকে বিয়ে করার আগ পর্যন্ত ঠিকই থাকবো।'

'কেইন,' কিছুটা সামনে এগিয়ে এলো জুলি। 'নিজের ওপর ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়েছো তুমি। অবশ্য এর জন্য আমরাই দায়ী। কেন শুধু শুধু ঝুঁকি নেবে নিজের ওপর? যাদের জন্য ঝুঁকি নিচ্ছো তারা যদি ব্যাপারটা না বুঝে তাহলে কেন নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়াবে?'

মৃদু হাসালা কেইন। 'এতগুলো মানুষ বিপদের ভেতর আছে, এ অবস্থায় আমি কিছু না করলে সেটা হবে আমার কাপুরুষতা। তাছাড়া তুমি আছো ওখানে। তোমার জন্য অনেক কিছুই করতে পারি আমি।'

উজ্জ্বল চোখে কেইনের দিকে তাকিয়ে রইলো জুলি। ভোর রাতের হিমেল বাতাস ঝাপটা মেরে গেলো। ক্যাম্পে চুলো

ধরানো হয়েছে। ধোঁয়ার গন্ধ এসে নাকে লাগলো ওদের। আকাশের তারাগুলো ম্লান হচ্ছে। ফরসা হচ্ছে প্রকৃতি। জুলি তাকিয়ে আছে কেইনের দিকে।

কেইন জুলির মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। অস্ফুট স্বরে জুলি বললো, 'কেইন, তোমাকে, তোমাকে আমি ···।'

নিজের বুকের ওপর জুলিকে টেনে নিলো কেইন। মুহূর্তে এক হয়ে গেলো দু'টো আত্মা। ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'আমিও জুলি। তোমাকে প্রথম দেখার পরই।'

রীগ রয়েটের উপস্থিতি ভুলে যেতে চাইছিলো কেইন। সরে দাঁড়ালো জুলি। পিছিয়ে এসে বললো, 'আমার ঘোড়াটা তুমি নাও কেইন। শক্ত জাতের মাসটাং।'

'অন্ততঃ তোমার অনুভূতিটা সারাক্ষণ পাবো আমি।' হেসে বললো কেইন।

'কেইন, কার্লদের পশ্চিম সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই। ইণ্ডিয়ানদের মতিগতিও বোঝে না। ওদের সাথে থাকতে এক মুহূর্ত ইচ্ছে নেই আমার।' বিরক্তি নিয়ে বললো রীগ রয়েট। 'মাথায় ভূত যে কেন চেপেছিলো এদের গাইডের ভার নেবার!'

'রীগ, ভুতটা ফোর্ট ডায়মণ্ড পর্যন্ত ধরে রাখো।' বোঝাতে চেষ্টা করলো কেইন। 'দলে মেয়ে না থাকলে চলে যেতে বলতাম তোমাকে।'

'সবগুলোই মাথা মোটা উজবুক।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো রীগ রয়েট।

'ওদের গাইড তুমি, কথাটা ভুলে যেও না।'

'একদল ছাগলের গাইড।' আক্ষেপ করে বললো রয়েট।

আরো কিছুক্ষণ কথা হলো ওদের মধ্যে। ইণ্ডিয়ানদের আগমন সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছে যাবে, কেইন জানালো ওদের। সম্ভব হলে গুলি করে সংকেত পাঠাবে।

বিদায় নেবার সময় জুলি কেইনের একটা উষ্ণ চুমো থেকে বঞ্চিত হলো না। ওরা চলে যাবার অনেকক্ষণ পরও দাঁড়িয়ে থাকলো। পুবাকাশে সূর্যের আগমন টের পেয়ে হাসলো কেইন।

রওনা দেবার প্রস্তুতি চলছে ক্যাম্পে। সূর্য উঠার পর পরই রওনা হবে। কার্ল উলসন জুলিকে খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো, পুরো ক্যাম্পের কোথাও না পেয়ে হন্যে হয়ে পড়লো ও। এসময় মলি বাক জানালো দুটো ঘোড়া নেই, রীগ রয়েট আর জুলির।

খবরটা শোনার পর টমাস বিল ভুরু কোঁচকালো। কোথায় যেতে পারে জুলি? নিশ্চয় কেইনের সাথে দেখা করতে গেছে। সপ্তমে চড়লো ওর মেজাজ। কার্ল উলসনের কাছে যেয়ে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললো, 'কেইনের সাথে মাখামাখি করতে গেছে জুলি। চিন্তার কোন কারণ নেই তোমার।'

সরু চোখে টমাসের দিকে তাকিয়ে রইলো উলসন। এই ছেলেটাকে সে একসময় পছন্দ করতো। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ঘেন্না হচ্ছে। টমাস শুধু স্বার্থপরই নয় একজন কাপুরুষও।

নিজের মনোভাব শান্ত রাখলো কার্ল উলসন। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, 'জনি কেইনকে পছন্দ করে জুলি।

জ্বলে উঠলো টমাসের দু'চোখ। হিংসা এবং রাগে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো মাথার ভেতরটা। 'শেষ পর্যন্ত একজন নোংরা লোককে!'

'জনি কেইন ভালো লোক। নইলে এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হতো না আমাদের।'

টমাস বিল দাঁত চেপে ঘুরে দাঁড়ালো। হন হন করে হাঁটা ধরলো নিজের স্টেজের দিকে।

ক্যাম্পের সবাই জানে, কেইন ওদের শত্রু নয়, বন্ধু। গতকাল ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে ওই রক্ষা করেছে। কেইন অতর্কিতে হামলা না করলে যুদ্ধের ফলাফল ইণ্ডিয়ানদের অনুকূলে থাকতো। রেঞ্জ হারপারও এই কথাগুলো ভেবে দেখেছে। পুরো ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে আজ রাতে। কেইনকে ফাঁসিয়েছে টমাস জুলিকে পাবার জন্য। কেইন ইণ্ডিয়ানদের দালাল নয়। ইণ্ডিয়ানদের এলাকা দিয়ে গেলে ওরা টের পাবেই। তাছাড়া শীতের আগে ইণ্ডিয়ানরা দল বেধে ঘুরে বেড়ায় খাদ্য সংগ্রহের জন্য। পশ্চিমে ভাগ্যের আশায় বেরুনো লোকেরাই ওদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। আরো কারণ আছে, ইণ্ডিয়ানরা কখনোই সাদা চামড়াদের এদেশে আশা করে না। নিজের দেশে কেইবা সহ্য করতে পারে একদল লোভী স্বার্থপর মানুষের উপস্থিতি।

জুলিরা যখন ক্যাম্পে ফিরে এলো তখন রওনা দেবার প্রস্তুতি চলছে। রীগ রয়েট নিজের কাজ বুঝে নেবার জন্য চলে গেলো স্টেজ সারির পুরোভাগে। টমাস বিল ওর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকালো। মুখে কর্কশ জিজ্ঞাসা। রীগের তেমন কোন ভাবান্তর হলো না। বিলের মেজাজটা আরো খানিকটা বিগড়ে গেলো।

'কোথায় গিয়েছিলে?' কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলো বিল।

তেতো মুখে হাসলো রীগ রয়েট। 'ব্যাক ট্রেইল পরীক্ষা করতে।'

'তোমার সঙেগ জুলি ছিলো, অ্যাঁ?' সমর্থনের ভঙিগতে মাথা নাড়লো বিল।

'ছিলো।' অলস জবাব রয়েটের।

'একা যেতে ভয় পাও নাকি?' খেঁকিয়ে উঠলো বিল। 'মেয়ে মানুষ সঙেগ নেবার দরকার কি?'

'জুলি উলসন কেইনকে পছন্দ করে। কথাটা বোধহয় তোমার জানা নেই?' বিলকে খুঁচানোর জন্য বললো রয়েট।

কাজ হলো ওতে। ভয়ানক রেগে উঠলো বিল। পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে যেয়ে থেমে গেলো। রীগ রয়েট ইতি-মধ্যেই বাঁটে হাত রেখেছে। পিস্তল বের করার আগেই রয়েট গুলি করবে। অকথ্য ভাষায় গালি দিলো। 'ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যেনো না ঘটে।' শেষ পর্যন্ত বললো।

মৃদু হেসে সাবধানে পিছিয়ে গেলো রয়েট। 'জনি একজন সেরা লোক, বিল। ওর সাথে কখনো ভুল করতে যেয়ো না।'

কথাটা ভালো করেই জানা আছে বিলের। কেইনের কাছে খড়ের মতো উড়ে যাবে ও। কিন্তু ওর জন্য অন্য একটা ব্যবস্থা করা হবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিল, ফোর্ট ডায়মণ্ডে পৌঁছেই। আর রীগ রয়েট এই হারামীটাকেও একটা প্যাদানি দিতে হবে।

ইণ্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠে জুলিকে দেখে দাঁতে দাঁত চাপলো বিল। রাগ চাপার জন্য ঢোক গিললো। কেইনকে নিজের ঘোড়াটা দিয়ে এসেছে জুলি। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে বিলের। কার্ল উলসন একবার তাকালো রেঞ্জ হারপারের দিকে। তারপর জুলিকে বললো, 'ভালোই করেছো জুলি কেইনকে তোমার ঘোড়াটা দিয়ে।'

ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো জুলি। 'বাবা,' মুখ নিচু করে ধীরে ধীরে বললো, 'ও ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছে।

স্নিগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে রইলো কার্ল। 'হ্যাঁ মা, ওর সাথে আমরা খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি এবং এখনও করছি।'

রেঞ্জ হারপার এগিয়ে এলো ওদের কাছে। ইণ্ডিয়ান ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে নিলো একবার। 'কার্ল, বোকামী করে ফেলেছি।' কৈফিয়ত দিল ও। 'কেইনকে আমাদের ফিরিয়ে আনা দরকার।'

'না,' তীক্ষ্ণস্বরে বাধা দিলো জুলি। 'সাহসী লোকদের যেভাবে মরা উচিত সেভাবেই মরবে ও। এখানে পিঠে গুলি খেয়ে মরতে রাজী নয় ও।' বলে দাঁড়ালো না জুলি। ক্ষিপ্ত পায়ে

চলে গেলো স্টেজ কোচের দিকে।

একটু পর রেঞ্জ হারপার বললো, 'কার্ল, এখন কি করবো আমরা?'

ধীরে ধীরে মাথা এপাশ-ওপাশ নাড়লো কার্ল। 'রওনা দিতে হবে রেঞ্জ, ফোর্ট ডায়মণ্ড আর বেশী দূরে নয়।'

২

বরাবর অভিযাত্রী দলের আশেপাশেই রয়েছে কেইন।

জুলির মাসটং ঘোড়াটা অদ্ভুত এক ধরণের অনুভূতি দিচ্ছে ওকে। মনে হচ্ছে জুলির কোলে বসে আছে ও। রোমাঞ্চিত হচ্ছে। চিন্তাটাকে মাথা থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে, যাচ্ছে না। জুলির কথা মাথায় ঘুর ঘুর করলে ইণ্ডিয়ানদের চোরা বুলেট খেতে হবে।

এখন দুপুর। মাথার ওপর তপ্ত সূর্য। গরম দিন। বাতাসে গুমোট ভাব অস্বস্তিকর। পাহাড়ের বা গাছের ছায়া দিয়ে এগুনোর ঝুঁকি নিচ্ছে না ও। রোদ থেকে বাঁচা গেলেও ইণ্ডিয়ানরা ওত পেতে থাকলে খরচের খাতায় যেতে খুব একটা সময় নেবে না। যেসব এলাকায় লুকানোর মতো প্রচুর

জায়গা রয়েছে, এড়িয়ে চলছে ও। ফাঁকা প্রান্তর দিয়ে এগুচ্ছে। ইণ্ডিয়ানরা হঠাৎ ধেয়ে এলে অন্ততঃ চার পাঁচটাকে নিয়ে যেনো মরতে পারে। বিপদ এলে পেছন থেকেই আসবে।

একসারি চিরুনীর মতো পাহাড়। ছোট ছোট দু'টো পাহাড় পেরুনোর পর থামলো কেইন একটা পাহাড়ের ঢালে। তীক্ষ্ণ চোখ জোড়া চলে গেলো ফেলে আসা ট্রেইলে। পেছনে দিগন্ত জোড়া নীলাভ আকাশ মাটির সাথে মিশেছে। ধনুকের মতো। এর ভেতর কোথাও রুক্ষতা, কোথাও সজীবতা। চলন্ত প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও।

পাহাড়ের ঢালে মেসকুইটের ঝোপ। এখানে ওখানে, খাবলা খাবলা। কোথাও বড়ো বড়ো পাথর, মাটির ঢিবি। দু'পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। দু'পাশ থেকে আক্রমণ হলে সুযোগ পাওয়া যাবে না। ঢাল বেছে নিয়েছে ও।

বেশ কিছুক্ষণ একটা একটা ঢালে অপেক্ষা করলো কেইন। তারপর যখন রওনা হবার জন্য ঘোড়ার লাগাম টানলো, তখন যে পাহাড়টা পেছনে ফেলে এসেছে তার ওপাশে একটুখানি ধুলো উড়লো। স্থির হয়ে গেলো ও। চোখ দু'টো সরু আর তীক্ষ্ণ হলো। ধুলো উড়া জায়গাটার দিকে তাকিয়ে একটা মেসকুইট ঝোপের পাশে চলে এলো। নাহ্, খানিক বাদে বুঝলো, চোখের ভুল। লু-হাওয়াও হতে পারে। কিন্তু মন থেকে খুঁতখুঁতে ভাবটা গেলো না।

আরো খানিক অপেক্ষা করার পর সিদ্ধান্ত নিলো কেইন।

ব্যাপারটা পরিষ্কার না করলে বোকামী হবে। কিছুটা ডানে গিয়ে একটা দু'হাতি ঝোপের পাশে আশ্রয় নিলো। তাকালো নীচে। কিছু নেই।

কিন্তু কথাটা ঠিক মানতে ইচ্ছে হলো না ওর। স্থির হয়ে বসে রইলো। খানিক বাদে যেখানে ধুলো উড়তে দেখেছিলো নড়ে উঠলো কি যেনো, একবারই। পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠলো কেইনের ষষ্ঠেন্দ্রিয়।

কতজন আছে ওরা? ধুলো বেশী উড়েনি,সংখ্যাটা তিনের বেশী হবে না। অনুমান করতে চেষ্টা করলো।

বেশ কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে পড়ে রইলো ও। ঝোপের পাতা সরিয়ে ইণ্ডিয়ানদের এগিয়ে আসার সম্ভাব্য পথগুলো চিহ্নিত করতে চেষ্টা করলো এক এক করে। ঘাড় ফিরিয়ে ঝোপের দিকে তাকালো, স্থির হয়ে আছে ঘোড়াটা।

কেইন যেদিক দিয়ে পাহাড়ের ঢালে উঠে এসেছে, আড়াল-টাড়াল নেই। শুধু মেসকুইটের দু'একটা ঝোপ আছে। ওপথে আসবে না। আসবে ডান দিক দিয়ে যেখানে প্রচুর পাথর আর ঝোপ-ঝাড় আছে। জায়গাটা ভালো করে দেখে নিয়ে নিঃশব্দে এবং সতর্ক ভাবে এগুলো হামাগুড়ি দিয়ে।

ঢালের অনেকখানি নেমে থামার সিদ্ধান্ত নিলো ও। একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে ডানের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলো। ওপরে উঠে আসার মতো আড়ালগুলো চঞ্চল চোখে পরীক্ষা করলো। অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলো কেইন উৎকর্ণ ভাবে। বোধহয়

আধঘণ্টার বেশী। ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে এখন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইন্‌ডিয়ানরা অসীম ধৈর্য্যধারী, বেড়ালের মতো থাবা পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে জানে।

ধৈর্য্য ধরলো কেইন। আরো আধ ঘণ্টা পর নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে পড়লো। সিদ্ধান্ত নিলো আরো কিছুটা নিচে নেমে যাবে ইন্‌ডিয়ানদের দেখার জন্য। অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারবে না।

সাবধানে ঝোপের পাতা সরিয়ে চারদিকে তাকালো কেইন। ঝোপের সামনে ছোট একটা উই পোকার ঢিবি। পাশে ছড়ানো ছিটানো লম্বা লম্বা বুনো ঘাস। জায়গাটা আড়াল হিসেবে কেমন কয়েক সেকেণ্ড ভাবলো ও। চলবে, আপনমনে মাথা ঝাঁকালো।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাতা ফাঁক করে প্রায় মাটির সাথে মিশে ঢিবির কাছে চলে এলো কেইন। এখানে এসে স্থির হয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। গুলি বা তীর ছুটে না আসতে সাহস বাড়লো ওর। বাম পাশের পাথরের আড়ালটা পছন্দ করলো এবার। পাথরটার পাশে বুনো ঘাস লক লক করে বেড়ে উঠেছে।

দূরত্বটুকু অতিক্রম করা কিছুটা বিপজ্জনক। ইণ্ডিয়ানদের খুঁজে বের করবে সে আশা এখন ছেড়ে দিয়েছে, ওরাই ওকে খুঁজে পাক এটাই চাইছে কেইন। নইলে এই লুকোচুরি খেলা রাত অবধি গড়াবে। ততক্ষণে অভিযাত্রীদল অনেক দূর চলে যাবে।

একটু খানি অপেক্ষা করে ঘাসের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে চললো ও। মাঝামাঝি এসে কড়াৎ করে গুলির আওয়াজ হলো। ঢালের নিচে ওর কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে গাঁথলো গুলি।

চট করে গুলির উৎসের দিকে মাথা ঘোরালো কেইন। প্রায় শ'খানেক হাত দূরে একটা পাথরের পাশে রয়েছে ইন্ডিয়ানটা। দ্বিতীয় গুলিটা করার আয়োজন করছে। দ্রুত রাইফেল তুললো কেইন, দু'হাত সামনে গড়িয়ে গিয়ে। ইণ্ডিয়ানটার গুলি এসে লাগলো ও যেখানে একটু আগে ছিলো ওখানে।

নিশানা ঠিক করে ট্রিগার টিপে দিলো কেইন। একই সাথে ইণ্ডিয়ানও গুলি করেছে। কেইন জিতলো, গুলি খেয়ে চিৎপাট হয়ে পড়লো ইণ্ডিয়ানটা। ওর ছোঁড়া গুলিটা ঊর্ধ্বমুখী হলো।

পাথরের আড়ালে এসে মুখ তুললো। সঙগীরা এতক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে গুলির শব্দে। পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিলো কেইন। ঢালের নিচে কোথাও নড়চড় ধরা পড়লো না ওর চোখে। উৎকর্ণ রইলো, কিন্তু অবাঞ্ছিত কোন শব্দ এলো না কানে।

দীর্ঘ পনেরো মিনিট অতিবাহিত হলো। ইতিমধ্যে কেইন আরো খানিকটা বামে সরে এসে দু'টো পাথরের মাঝখানে ঘাপটি মেরে পড়ে রয়েছে।

দূরের একটা ঝোপের ওপর দৃষ্টি কেইনের। ঘন মেসকুইটের হাতদশেক চওড়া ঝোপ। ঝোপের কোথাও একটা রবিন মিষ্টি সুরে ডেকে চলেছে। ঝোপের পাশ থেকে ঘন হয়ে বুনো ঘাস জন্মেছে, চলে গেছে পাহাড়ের ওপরের দিকে। লুকিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য চমৎকার।

খানিকবাদে হঠাৎ করেই টের পেলো, রবিনটা ডাক থামিয়ে উড়ে পালালো। চোখ কপালে তুলে দেখলো কেইন। তারপর নামিয়ে আনলো ঝোপের ওপর। তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কিছু একটা না ঘটলে রবিনটা এভাবে পালাতো না।

লম্বা বুনো ঘাসে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা কাঁপন ধরা পড়লো চোখে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওপরে উঠছে। ঝট করে রাইফেল তুললো কেইন। ইণ্ডিয়ানটা ওর অবস্থান জানে না এখনো। ধীরে সুস্থে লক্ষ্য স্থির করে পর পর দু'টো গুলি করলো। দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার দিয়ে উঠলো ইণ্ডিয়ানটা। জায়গামতো লেগেছে গুলি।

ইণ্ডিয়ানদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারনা না করতে পেরে অস্বস্তি অনুভব করলো কেইন। সংখ্যায় বেশী হলে ফাঁদে পড়ে গেছে কেইন। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে ওরা। গুলি খেয়ে মরলে ভালোই, কিন্তু বন্দী হলে যন্ত্রণাদায়ক ভাবে খুন করা হবে তিল তিল করে।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো কেইন, জায়গা বদল করে ঢালের নিচে নেমে এলো। কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের ছায়াও দেখা গেলো

না। বোধহয় দু'জনই এসেছিলো, নিশ্চিত হতে পারছে না পুরোপুরি।

সূর্য অনেকক্ষণ আগে ঢলেছে পশ্চিমে। এখন দিগন্তে বিলীন হবার জন্য নামছে। ঘেমে একেকারে হয়ে গেছে কেইন। তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। উত্তপ্ত প্রান্তরে এভাবে বসে থাকা অসহ্য। কিন্তু বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।

একটু পর সিদ্ধান্ত নিলো ঘোড়ার কাছে ফিরে যাবে ও। যাই থাকুক কপালে।

ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো কেইন, সাবধানে। ঘোড়া রাখা ঝোপটার কাছে বসে পড়লো একটা মাটির ঢিবির পাশে। একজন ইণ্ডিয়ানের পিঠ দেখা যাচ্ছে, ঝোপের দিকে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে কুঁজো হয়ে বসলো কেইন। ইণ্ডিয়ানটার দিকে রাইফেল তাক করে হ্যামার টানলো।

পাঁই করে ঘুরলো ইণ্ডিয়ানটা। হাতে পিস্তল। কিন্তু গুলি করলো না। মুখে বিস্ময় প্রকাশ পাচ্ছে ওর। 'দিয়াগো! মারকুঅনা!'

মাথা ঝাঁকালো কেইন রাইফেল ঠিক রেখে। এই ইণ্ডিয়ান-টাকেই ক'দিন আগে ছেড়ে দিয়েছিলো কেইন। 'ওকা দিয়াগো!' বললো কেইন। অর্থাৎ আমিই সেই লোক।

কয়েক সেকেন্ড কেইনের রাইফেলের দিকে তাকিয়ে রইলো ইন্ডিয়ানটা। কেইনকে অবিচলিত দেখে পিস্তল কোমরে

গুঁজে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। 'তুমি সাহসী লোক। আমরা মনে করেছিলাম তুমি মারা গেছো।'

ইন্‌ডিয়ান ভাষায় কথা বলছে লোকটা। কেইন কিছু কিছু জানে। বললো, 'মরিনি, চেষ্টা করে ছাখো মেরে ফেলতে পারো কিনা।'

'চল্লিশজন ইন্‌ডিয়ান যোদ্ধা তোমাদের আক্রমণ করতে আসছে তখন তুমি মরবে।' বললো ইন্‌ডিয়ানটা 'রওনা হয়ে গেছে।'

'আমরা ওদের কবরে পাঠাবো।'

ইন্‌ডিয়ানটার ভেতর ভয়ের লেশমাত্র নেই। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেইনের দিকে। 'তোমার সাথে আমরা যুদ্ধ চাই না।'

'আমিও না,' বললো কেইন। 'তোমরা চাইলে আমরা রাজী আছি। তোমাদের সর্দারকে বলবে জনি কেইন বিপজ্জনক লোক।'

ইন্‌ডিয়ানটার ধারনা ছিলো কেইন ওকে মেরে ফেলবে। কিন্তু কেইনের কথা শুনে খুশী হয়ে উঠলো সে। 'এলডোরোভা নদীর তীরে তোমাদের আক্রমণ করবো আমরা।'

'আমরা প্রস্তুত থাকবো তোমাদের কবরে পাঠানোর জন্য।' হাসি মুখে বললো কেইন। 'তুমি এখন চলে যাও। সর্দারকে বোলো আমরা ভীতু নই।'

ইতঃস্তত করলো ইণ্ডিয়ানটা। তারপর ঘুরে নেমে যেতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে।

একটু পর ঘোড়া নিয়ে রওনা হলো কেইন। মাইল খানেক এগিয়ে অভিযাত্রীদের ট্রেইল পেলো। তীর বেগে ঘোড়া ছোটালো। মাথায় চল্লিশ জন ইণ্ডিয়ানের চিন্তা আর এল-ডোরোডা নদী। নদীটা খুব একটা দূরে নেই। আর ফোর্ট ডায়মণ্ডও বেশী দূরের পথ নয় ওখান থেকে।

পেছনে লক্ষ্য রেখেছিলো জুলি উলসন। থেকে থেকেই কেইনের ঘোড়ার চাপে উড়া ধূলো নজরে পড়েছে। কিন্তু প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক হলো কেইনের কোন চিহ্নই দেখা যায়নি। কেইন না থাকলে গত ইনডিয়ান আক্রমণেই মারা পড়তো ওরা। লোকটার উপর নির্ভর করা যায়। হঠাৎই লাল হয়ে পড়লো জুলি। কিন্তু পরক্ষণেই দুঃশ্চিন্তায় পেয়ে বসলো ওকে। কেইনের চিহ্ন অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পায়নি ও!

বাবাকে কেইনের কথাটা বলবে কিনা ভাবছে জুলি। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো কিছুক্ষণ পর। 'বাবা, কেইনকে দেখা যাচ্ছে না অনেকক্ষণ ধরে।'

মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো কার্ল। স্নিগ্ধ চোখে মেয়েকে বোঝার চেষ্টা করলো। কেইন একজন বাউন্টি কিলার কিন্তু লোকটা আদর্শবান, স্বার্থপর নয়। পশ্চিমে কিভাবে বেঁচে থাকতে হয় জানে। ওরাও পশ্চিমে এসেছে নিজেদের ঠিকানা খুঁজতে। কেইনের মতো একজন পোড়খাওয়া মানুষের সাথে ভালোই মানাবে জুলির। ভেতরে কিছুটা স্বস্তি পেলো কার্ল। 'ও আসবে, মা।'

আশ্বাসটা খুব একটা জোরালো মনে হলো না জুলির। বরং ভেতরের উদ্বেগ আরো বাড়লো। 'বাবা, ও বিপদে পড়তে পারে।'

কার্ল একথার জবাব দিতে পারলো না। পশ্চিম হলো বিপদের আখড়া। রেড ইন্‌ডিয়ানরা থাকলে চমৎকার একটা রাজ্য বানাতে পারতো সাদা চামড়ারা। এই মহাদেশে যখন থেকে পা দেয় ইউরোপিয়ানরা, তখন থেকেই ইন্‌ডিয়ানরা বৈরী। সাদা চামড়ারা যতই তাদের পরিসর বৃদ্ধি করছে ইণ্ডিয়ানরা ততই ক্ষেপে উঠছে। সাদা চামড়া মানেই ওদের চরম শত্রু।

ঘন্টা খানেক পর ওরা মরুদ্যানের মতো একটা জায়গায় এসে পড়লো। এই সময় পেছনে ধূলোর ঝড় দেখতে পেলো ওরা। প্রথমে সবাই ভাবলো কেইন। ভুল ভাঙগলো বিশালায়তনের ধূলোর ঝড় দেখে। দশ বারো জনের একটা ইন্‌ডিয়ান দল, তীরের মতো এগিয়ে আসছে। হুংকার দিচ্ছে ইন্‌ডিয়ান দুর্বোধ্য ভাষায়।

রাইফেল পিস্তল নিয়ে দ্রুত প্রস্তুত হলো সবাই। স্টেজ কোচগুলো বৃত্তাকারে তৈরী করে ব্যূহের মতো করা হলো। স্টেজ আর বাকবোর্ডের আড়াল থেকে আক্রমণ রচনা করবে চক্রাকারে।

গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এলো ইন্‌ডিয়ানরা। পাল্টা জবাব দিলো অভিযাত্রী দল। নির্দিষ্ট একটা বৃত্তে কার্লদের

ঘিরে ফেললো ইন্‌ডিয়ানরা। বালু আর মাটির ঢিবির আড়াল নিয়ে এগুতে চেষ্টা করলো। খুব একটা সুবিধা করতে পারলো না। অপরপক্ষে কার্লরাও টার্গেট খুঁজে পেলো না।

ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কার্লদের। ইন্‌ডিয়ানদের দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ওদের দিকে তীর আর গুলি ছুটে আসছে। পরিস্থিতি রাত অবধি চললে এই দশ বারো জন ইন্‌ডিয়ানই সাবড়ে দেবে পুরো দলটাকে।

আধ ঘণ্টার ভেতর মাত্র তিনজন ইন্‌ডিয়ানকে মারতে পারলো কার্লরা। কম্ব মারা গেলো বুকে তীর নিয়ে। মলি বাকের বাম হাতটা অকোজো হয়ে গেলো গুলি খেয়ে। একটা ঘোড়া মরলো বিষাক্ত তীরে।

দ্রুত দিন ফুরিয়ে আসছে। উত্তেজনা আর ভয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েছে কার্লরা। নিজেদের অবস্থান এতোটা খারাপ না হলে ভয় পেতো না। ইন্‌ডিয়ানরা এখন নিশ্চুপ রয়েছে। থেকে থেকে দু'একটা গুলি করছে। রাতের অপেক্ষায় আছে ইন্‌ডিয়ানরা।

অবরোধ করার ঘণ্টাখানেক পর কার্লরা যখন ইন্‌ডিয়ান আক্রমণে ঘামছে ঠিক তখন পর পর রাইফেলের গুলির শব্দ শুনতে পেলো। খুব কাছেই, ইন্‌ডিয়ানদের পেছনে।

মুহূর্তে পাল্টে গেলো পরিস্থিতি। বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেলো ইন্‌ডিয়ানরা। সবিস্ময়ে খেয়াল করলো তৃতীয় পক্ষ আক্রমণ চালিয়েছে ওদের পেছন থেকে। চারজন লোক মারা

পড়লো ওদের সাথে সাথেই। অবরোধ করে রাখার মতো সাহস হারিয়ে ফেললো ইন্‌ডিয়ানরা। দ্রুত পিছু হাঁটতে শুরু করলো। পালানোর সময় মারা পড়লো একজন। আহত হলো কয়েক জন। যে ইন্‌ডিয়ানটা আহত হয়ে মাটিতে পড়লো, টমাস বিলের গুলি খেয়ে ত্বরান্বিত হলো তার মৃত্যু।

যুদ্ধ থামতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কেইন। ইণ্ডিয়ানদের মৃতদেহগুলো দেখলো। মৃত্যু প্রাণীদেহকে আশ্চর্য রকম পরিবর্তন করে। কিছুক্ষণ আগে এরা ছিলো ভয়ংকর একদল যোদ্ধা, অথচ এখন মূল্যহীন একদলা মাংস।

স্টেজের আড়াল থেকে পুরুষেরা উঁকি দিলো কেইনকে দেখে। টমাস বিলও আছে।

'হাউডি, পেল-ফেসেস ম্যান, হাউডি।' কাছাকাছি হয়ে বললো কেইন। 'ইণ্ডিয়ান ভেবে গুলি করে বসো না আবার।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না এবারও জয়ী হয়েছে ওরা এবং এবারও কেইনের সময় মতো উপস্থিতিতে। ভয়ার্ত মুখে অনেকে চারদিকে তাকালো ইণ্ডিয়ানরা সত্যিই হেরেছে কি না পরোখ করে দেখতে।

'চমৎকার দেখাচ্ছো কেইন,' রীগ রয়েট সবার আগে এসে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বললো। 'আর একটু হলে গেছিলাম আমরা।'

রেঞ্জ হারপার এগিয়ে এলো কেইনের দিকে। 'কেইন, তোমার ওপর থেকে আমাদের ভুল ধারণাটা ভেঙেগছে।'

'প্রয়োজনের সময় ভুল ধারনা ভেঙেগ যায়। কাজ শেষে আবার পাজী বানাতেও সময় নাও না।' খোঁচা দিয়ে বললো কেইন।

রেগে উঠতে যাচ্ছিলো রেঞ্জ হারপার। সামাল নিয়ে বললো, 'টমাস বিলের ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম।'

'কার্ল উলসন তোমাদের দলনেতা ওর মন্তব্য শুনতে চাই।' শান্ত সুরে বললো কেইন।

টমাস বিল রাগত চোখে তাকিয়ে আছে কার্লের দিকে কি বলে শোনার জন্য। কার্লের একবার নজর গেলো বিলের ওপর। রাগে জ্বলে উঠলো দু'চোখ। অকর্মা কোথাকার! কেইনের দিকে এগিয়ে এলো কার্ল। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'কেইন, জুলি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। টমাস বিলের কাছ থেকে সাবধানে থেকো।' কথাটা বলেই বুঝলো বাপ হয়ে এভাবে বলাটা ঠিক হয়নি ওর। যা একবার বলে ফেলেছে তা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

২২

দীর্ঘ দিনের পথ চলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অভিযাত্রীদল। তাদের পথ চলার আর শেষ হবে না যেনো। পরিশ্রান্ত, রুক্ষ হয়ে পড়েছে সবাই। কিন্তু এগোচ্ছে। উদ্দেশ্য হারালে ব্যর্থতা ঘিরে ধরবে, আর ব্যর্থতা মানেই ইণ্ডিয়ানদের হাতে মৃত্যু।

চল্লিশজন রেড ইন্‌ডিয়ান, গোত্রে শোশন, আক্রমণ করার জন্য এলডোরাড়া নদী বেছে নিয়েছে। কেইনের কথা সবাই বিশ্বাস করেছে। টমাস বিল আর ওর তিনজন অনুসারী বিপক্ষে যেতে চেয়েছে, তবে প্রকাশ করেনি। সংখ্যায় চল্লিশ জনের বেশীও হতে পারে। সংখ্যা যত বেশী বিপদের মাত্রা তত বেশী হবে। আর ইন্‌ডিয়ান হামলা মানেই ক্ষতি, মৃত্যু। এত জায়গা থাকতে এলডোরোডা নদী কেন বেছে নিলো ঠিক বুঝতে পারলো না কেইন। তবে একটা সুযোগ পাবে ইন্‌ডিয়ানরা, অভিযাত্রীদল যখন নদী পার হবে তখনই। এলডোরোডা থেকে ফোর্ট ডায়মন্‌ডের দূরত্ব সত্তর মাইলের মতো।

সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত পথ চললো ওরা। একটা খাড়ির মুখে ক্যাম্প করলো রাতের জন্য।

রেঞ্জ হারপার এবং কার্ল উলসন অভিযাত্রীদের রক্ষা করার ভার পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে কেইনের ওপর। যে লোক ইন্‌ডিয়ানদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারে তার অভিজ্ঞতা এবং কৌশলকে হেলা করা যায় না।

ছোট একটা ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে রয়েছে কেইনরা। একটু আগে জুলি তিনজনকে কফি দিয়ে গেছে। দূর থেকে টমাস বিল ব্যাপারটা খেয়াল করে নিঃশব্দে থুথু ফেলেছে মাটিতে।

'কেইন তোমার কি মনে হয়, তিন দিনের ভেতর ফোর্ট ডায়মন্‌ডে পৌঁছতে পারবো আমরা।' প্রশ্ন করলো রেঞ্জ হারপার।

'আগামীকাল এলডোরোডায় পৌঁছবো আমরা যদি আজ রাতে পথ চলি,' বললো কেইন। 'শোশনদের ধর্ম বিশ্বাস খুব একটা জোরালো নয়, রাতেও আক্রমণ করতে পারে ওরা। কাজেই পৌঁছানো যাবে না।'

রেঞ্জের মুখে কথা জোগালো না। কার্ল উলসন বললো, 'এলডোরোডায় আক্রমণ করবে কেন?'

'দেশটা ওদের। এমন কোন জায়গা আছে যেখানে পৌঁছলে আমাদের শেষ করতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগবে না।' আঁধার হয়ে থাকা একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে বললো কেইন। 'ইণ্ডিয়ানরা এলডোরোডায় আক্রমণ করলে ওরা আশেপাশেই রয়েছে আমাদের।'

আঁতকে উঠতে যাচ্ছিলো রেঞ্জ। 'নজর রয়েছে আমাদের

ওপর।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁড়ালো কেইন। 'ক্যাম্পের আশেপাশেই অন্ততঃ দু'তিনজন রয়েছে।'

রাইফেল শক্ত করে ধরলো রেঞ্জ হারপার। 'মাই গড!'

'অনেক খেসারত দিয়েছে ওরা,' হাসলো কেইন। 'এবার মাশুল নেবে।'

একটা ঝোপের ভেতর ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিলো কেইন। রাতে পথ চললে দিনে নদীর কাছে পৌঁছানো যেতো। চমৎকার একটা আশ্রয় বেছে ইণ্ডিয়ানদের মোকাবেলা করতে পারতো। আর একজনকে ফোর্ট ডায়মণ্ডের দিকে রওনা করিয়ে দিতো সৈনদের সাহায্যের জন্য। মনে মনে এই কথাগুলোই ভাবছে কেইন।

কার্লের স্টেজের কাছে আসতে জুলিকে দেখলো রাসটি কিউ-এর সাথে কথা বলছে। রাসটি কিউ-এর হাতে গীটার। কোমরে পিস্তল। জুলিকে পিস্তলটা দেখিয়ে কি যেনো বলছে।

'কিউ,' কাছে এসে বললো কেইন। 'আপাততঃ গীটারটা রেখে দাও। পিস্তলটা নেড়েচেড়ে ছাখো। মনে রেখো যুদ্ধের সময় পিস্তল আর শান্তির সময় সঙগীত।'

'গীটারটা রাখতে এসেছে আমার কাছে। বিল ওটা ভেঙেগ দেবার ভয় দেখিয়েছে।' হাসিমুখে বললো জুলি। 'তুমি যাচ্ছো কোথায়?'

'ঘুমাতে।'

'কোথায় ?'

'কাছে পিঠেই, তোমার খুব কাছে।'

'সাবধানে থেকো।'

মাথা ঝাঁকালো কেইন। জুলিকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হচ্ছে ওর। সময়টা উপযুক্ত নয়। ঝোপের দিকে এগোনোর আগে আস্তে করে বললো, 'শুভরাত, জুলি!'

'শুভরাত!' অস্ফুট স্বর বেরুলো জুলির মুখ দিয়ে।

রাতটা ভালোই কেটে গেলো। ইণ্ডিয়ানদের ছায়াও দেখা গেলো না।

রাতে নামে মাত্র ঘুমিয়েছে কেইন। ফর্সা হবার সময় ঘুম থেকে উঠে ক্যাম্পের মাটি পরীক্ষা করে দেখলো। অনুমান ভুল নয়। দু'জন ইন্‌ডিয়ানের চিহ্ন দেখলো ক্যাম্প থেকে অনেকখানি দূরে। রাতে নজর রেখেছিলো ওরা।

সূর্য উঠার পর পরই রওনা দিলো অভিযাত্রীদল। রাতের সময়টা পুরণ করার জন্য দ্রুত গতিতে চলছে।

সকাল দশটার দিকে এক জায়গায় ইণ্ডিয়ানদের চিহ্ন দেখতে পেলো। পনেরো জনের মতো। গতি আরো বাড়লো কার্লদের।

বোঝা গেলো ইন্‌ডিয়ানরা কেন এই এলাকায় আক্রমণ করতে চাইছে। প্রতিপক্ষের একজন লোকও হতাহত হবে না। নির্বিঘ্নে অভিযাত্রীদের ঘায়েল করতে পারবে একটা একটা করে, সময় নিয়ে। এলাকাটার চারদিকে বিশাল বিশাল

টিলা, বোল্ডার, ঝোপ, খানা-খন্দক পাহাড় আর গাছপালা।
বিকেলের দিকে কটন উড গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থামলো স্টেজ বহর। কেইন জানালো, 'এখানেই ক্যাম্প তৈরী হবে।' টমাস বিল বাধা দিয়ে বললো, 'নদী পার হয়ে ক্যাম্প করবো।'

'ইচ্ছে হলে তোমার স্টেজ নিয়ে যেতে পারো। ইণ্ডিয়ানরা অপেক্ষা করছে।' শান্ত কণ্ঠে বললো কেইন।

'ইন্‌ডিয়ানরা সংখ্যায় বেশী নয়, দশ পনেরো জন। তুমি তো জানোই।' তীব্র মুখে বললো বিল।

'হ্যাঁ জানি।' বললো কেইন। 'আর এও জানি এই পনেরো জন ইন্‌ডিয়ানই যথেষ্ট, ধুলোয় মিশিয়ে দেবে দু'মিনিটে। বেশ কয়েকবার রক্ষা পেয়েছো বলে এবারও অমন কিছু ঘটবে ভেবো না।'

'তুমি আছো, কাজেই নিশ্চিত আমরা।' খেঁচা মেরে বললো বিল।

ঠাণ্ডা চোখে বিলের দিকে তাকালো কেইন। ঠিক র‍্যাটল স্নেকের মতো।

'কেইন যখন বলছে, আমরা এখানেই ক্যাম্প করবো।' সবাইকে বুঝিয়ে বললো কার্ল। 'আগামীকাল নদী পার হবো আমরা।'

মিনিট পনেরোর ভেতর ক্যাম্প করার জন্য চমৎকার একটা মেসা পাওয়া গেলো। মেসার ঢাল বিশ ডিগ্রী মতো ঢালু। স্টেজ আর বাকবোর্ডগুলোর ওপরে উঠতে অসুবিধে হলো না।

মেসার তিন দিকে কিনার। একেবারে খাড়া, একশ' ফুট মতো। ওপরে আড়াল নেবার মতো প্রচুর পাথর আর ঢিবি রয়েছে। এই ধরনের মেসা পাওয়া দুষ্কর, তাও আবার আসন্ন হামলার সময়। মেসার শুধু একদিকে পাহারায় থাকলেই চলবে। তবে আক্রমণ ঠেকানোর জন্য চমৎকার হলেও মেসার একদিক অবরোধ করে রাখলে কোনদিনই মেসা থেকে নামতে পারবে না ওরা।

ব্যাপারটা কেইনও ভেবে দেখেছে। এই মেসায় ইঁদুরের মতো আটকা পড়ে যাবে ওরা। কিন্তু কেইনের পরিকল্পনাটাই এমন। ওদের সাথে পানি, খাদ্য, জ্বালানি কাঠ সবই আছে। সপ্তাহখানেক টিকে থাকতে পারবে। আর সপ্তাহখানেক টিকে থাকতে পারলেই ফোর্ট ডায়মন্ডে পৌঁছতে পারবে অভিযাত্রীদল।

দিগন্তে বিলীন হবার তালে আছে সারাদিনের ক্লান্ত সূর্য। হলুদ আবীর ছড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে নেমে যাচ্ছে দিক চক্রবালে। ঘোলাটে হয়ে আসছে প্রকৃতি। অতলান্ত আঁধারে হারিয়ে যাবার আগে শেষ বারের মতো একটুখানি আলো দিতে চাইছে সূর্য। তারপরই ঝপ করে নেমে আসবে রাত।

সূর্য যখন আলো দিচ্ছে শেষ বারের মতো, ঠিক তখন পনেরো জন ইণ্ডিয়ানকে দেখা গেলো। মেসার খুব কাছে এসে পড়েছে ওরা। আরো একদলকে দেখা গেলো উত্তর দিকে। দেখছে মেসার ওপরে অবস্থান নেয়া অভিযাত্রীদের। দু'দলের ভেতর

ইঙ্গিত হলো। একটু পর মিলিত হলো ওরা। আঁধার জাঁকিয়ে বসতে শুরু করছে। চলে গেলো ইণ্ডিয়ানরা দল বেধে।

মেসার চারদিক ঘুরে এলো কেইন। ছোট মেসা। পরিসর স্বল্প বলে নড়াচড়ার অসুবিধে হলেও ঘন হয়ে থাকতে পারবে। খাড়া ঢাল বেয়ে ওপরে উঠা সম্ভব নয়। আঁধার ঘনিয়ে আসার আগে এই ব্যাপারটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো কেইন। ইণ্ডিয়ানদের চলে যেতে দেখে, জুলি কেইনকে জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা চলে গেলো কেন?'

'ওরা যায়নি, ফিরবে। ভোর রাতেই আক্রমণ করবে ক্যাম্প।' কথাটা বিশ্বাস করলো জুলি। কেইনের কথা অবিশ্বাস বা যুক্তিহীন মনে করে না ও। বিপদের সাথে অনেক দিনেব পরিচয় এই লোকটার। কখন কি ঘটবে আগে ভাগেই কেমন করে যেনো টের পেয়ে যায়। আশ্চর্য হয় জুলি।

'এখন করলো না কেন?'

'আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

'তখনও তো থাকবো।'

মাথা ঝাঁকালো কেইন। 'রাতে অবস্থান নেবে ওরা। যতটা সম্ভব কাছে এগিয়ে আসবে।'

অসীম শূন্যতার গহ্বরে একটা দু'টো করে তারা ফুটছে। আঁধার হতে শুরু করেছে চারদিক। আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে। দিনের গরম বাতাস ঠাণ্ডা হচ্ছে।

ঢালে উঠার জায়গাটা ত্রিশ হাত মতো চওড়া। কিছু পাথর আর ঢিবি আছে। মেসার কিনারে কিছু বাংকার তৈরী করলো কেইনরা। গড়িয়ে নিয়ে এলো কিছু বড়ো পাথর। আটজন পুরুষ আড়াল নিলো মেসার কিনারে। চারজন থাকলো মেসার খাড়া ঢালের দিকে।

রাত নামার আগে মেসার বাম দিকে একটা আড়াল তৈরী করলো কেইন। বাকবোর্ডের তক্তা খাড়া করে পেছনে আশ্রয় নিলো। তক্তার সামনে কিছু বুনো চারাগাছ আড়ালটাকে দুর্ভেদ্য করে তুললো।

ঘণ্টাখানেক পর কেইনের হাতে পায়ে খিল ধরতে শুরু করেছে তখন ঢালের নিচে নড়াচড়ার সামান্য আভাস পেলো ও। কয়োট বা শিয়াল নয়। শোশন ইণ্ডিয়ান। নিঃশব্দে ঢালের ওপর উঠতে চেষ্টা করবে ওরা। ওদের ধারনা অভিযাত্রীদের কিছুদিন অবরোধ করে রাখলে নিস্তেজ হয়ে পড়বে। মনে মনে হাসলো কেইন।

গার্ডে থাকা লোকজনদের সাবধান করে দিলো ইণ্ডিয়ানদের আগমন বার্তা জানিয়ে। দশজনের ব্যূহ ভেদ করে মেসায় উঠা দুঃসাধ্য। কিন্তু কেইনের কিছুটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে, অভিযাত্রীদের কেউ বন্দুকবাজ নয়। রাইফেল পিস্তলে নিশানা কারো ভালো নয়। জনসাতেক মোটামুটি অস্ত্র চালাতে জানে। বাকীরা নস্যি। কিন্তু ওদের নিয়েই হামলা মোকাবিলা করতে হবে।

অনেকক্ষণ ধরে নিরবতা। ঢালের নিচে ঝিঁঝিঁর ডাক নেই বললেই চলে। ইন্‌ডিয়ানরা আছে, প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে সেই খবর।

ইন্‌ডিয়ানরা যদি একযোগে আক্রমণ করে, ভাবছে কেইন, বেমক্কা অবস্থা সৃষ্টি হবে ওদের। একযোগে ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন ইন্‌ডিয়ান মেসায় উঠতে চাইলে ক'টাকেই বা আর মারবে। ইন্‌ডিয়ানরা এ ধরনের পরিকল্পনা করে থাকলে রাতেই সুযোগ নেবে।

ঢালের নিচে তাকিয়ে নড়েচড়ে বসলো কেইন। সতর্ক চোখে প্রতিটা আড়াল, পাথর খুঁটিয়ে দেখলো। কোন নড়চড় নেই। কিন্তু ইন্‌ডিয়ানরা চুল চুল করে এগুতে পছন্দ করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইন্‌ডিয়ানদের না দেখতে পেলেও আছে ওরা, হাতের উল্টো পিঠের মতো।

একটু পর কেইনের চোখে কিছু নড়াচড়া ধরা পড়লো। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কিছু বড়ো ধরনের পাথর সরে গেছে। ইন্‌ডিয়ান, পাথর বলে ভুল হচ্ছে। সারারাতে যতটা পারবে কাছে এগিয়ে আসবে। তারপর ভোর হবার আগে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে। অভিযাত্রীরা যখন রাত জাগার স্নায়ু চাপে ভুগবে তখন।

নির্দেশ দিলো কেইন, অদ্ভুত ধরনের। ব্যাপারটা দু'একজনের মনঃপুত হলো না। তাদের ভেতর টমাস বিলও। সে প্রতিবাদ করে বললো, 'ইন্‌ডিয়ান মনে করে পাথরকে গুলি করার

কোন মানে হয় না। আমি তো কোন ইন্‌ডিয়ানের ছায়া পর্যন্ত দেখিনি।'

'ওই পাথরগুলোই ইন্‌ডিয়ান। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ঢালে নেমে পরোখ করে আসতে পারো।' শান্ত কণ্ঠে বললো কেইন।

'হুহ্,' ফোঁস করে উঠলো বিল।

'মাথা নিচু করো বিল। ইন্‌ডিয়ানদের নিশানা ভালো।'

দ্রুত মাথা নিচু করলো বিল। বেশ খানিকটা ভড়কে গেছে ও। কিন্তু কোন গুলি ছুটে আসতে না দেখে ঘুরে নিজের অবস্থানে ফিরে গেলো।

নিজের জায়গায় ফিরে একই সাথে তিনটা পাথর দেখলো আঁধারের মাঝে, চুল চুল করে ওপরে উঠছে। কার্লদের দিকে তাকালো কেইন। চাপা স্বরে নির্দেশ দিলো, 'এখন শুরু করো।' নিজেও রাইফেল ফেরালো ও। গুলি করতে শুরু করলো।

রাতের নিস্তব্ধতা হঠাৎ করে ভেঙেগ গুড়িয়ে গেলো গুলির শব্দে। একনাগাড়ে গুলি করে চললো অভিযাত্রীদল।

কেইনের গুলিতে তিনজনই মরলো। ঢালের অন্য পাশ থেকে তিনচার জনের চিৎকার ভেসে এলো। কয়েকটা পাথর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিলো উল্টো দিকে। কিন্তু কিছু কিছু পাথর অনড় হয়ে রইলো। রাইফেলের গুলি ঘষা খেয়ে স্ফুলিঙগ সৃষ্টি করলো।

মিনিট দশেক পর্যন্ত এক তরফাভাবে গোলাগুলি চললো। তারপর থামলো। হিসেব করলো কেইন অন্ততঃ সাতজন ইণ্ডিয়ান পটল তুলেছে। আহত হয়েছে দু'একজন। আজ রাতে আর চেষ্টা চালাবে না এই কায়দায়। অন্য কোন পন্থা বেছে নেবে। এখন পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানরাই মাশুল দিয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক, ওদেরকেও চরম মাশুল দিতে হবে।

মাঝ রাতে চাঁদ উঠলো আকাশে। অন্যরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। চাঁদের তল দিয়ে সাদা মেঘের চাদর ভেসে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য উজ্জলতা হারাচ্ছে।

পালা বদল হলো কিছুক্ষণ পর। রাসটি কিউ কেইনের পাশে পাহারায় বসলো। কেইন কিছুটা ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে জেগে উঠে আবার পাহারায় বসলো।

কিছুক্ষণ পর জুলি যখন ওর জন্য ধুমায়িত কফি নিয়ে এলো, কেইনের মনে হলো পৃথিবীটা অনেক সুন্দর আর অর্থবহ।

২৩

ভোর রাতে আবার ইণ্ডিয়ানদের তৎপরতা বাড়লো। ঢালের খাড়া দেয়াল ঘেঁষে ঢুকে পড়তে চাইলো মেসায়। এক নাগাড়ে

গুলি করলো অভিযাত্রীদল। পিছু হটতে বাধ্য হলো ইণ্ডি-য়ানরা। ঠিক এই মেসাটায় আশ্রয় নেবে সাদা চামড়ারা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। যে ওদের নেতৃত্ব দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে সে কৌশলী আর বুদ্ধিমান লোক। ওই লোকটা ওদের অনেক যোদ্ধাকে খুন করেছে। অদ্ভুত লোকটার জন্যই এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে ওরা। মেসায় আশ্রয় নিয়ে বোকামী করেছে, নিজেদের ফাঁদে অজান্তেই পা দিয়েছে।

শেষ রাতে শিশির পড়লো। উষর এলাকায় শেষ রাত এমনই হয়। সূর্য উঠার সাথে সাথেই রাতে পড়া শিশির উবে যাবে দ্রুত।

ধীরে ধীরে ফর্সা হলো প্রকৃতি। রাঙা হলো পুবাকাশ।

পুবাকাশ রাঙা হবার সময় ঢালের নিচ থেকে আক্রমণ করলো ইণ্ডিয়ানরা। এলোপাথাড়ি ভাবে গুলি আর তীর নিক্ষেপ করলো। আড়াল থেকে জবাব দিলো কেইনরা। উভয় পক্ষে নিহত হলো তবে অভিযাত্রীদলের একজনের হাতে গুলি লাগলো।

সূর্য উঠার পর শিশিরের মতোই উবে গেলো ইণ্ডিয়ানরা।

কাঁচা রোদে নেয়ে উঠলো সমস্ত প্রান্তর। সূচনা করলো উত্তপ্ত এবং নতুন একটা দিনের।

মেসার ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কোথাও ইণ্ডিয়ানদের ছায়াও দেখা গেলো না। পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে একটা বাকবোর্ডে ঘুমিয়ে পড়লো কেইন।

ঘুম থেকে যখন উঠলো বেলা অনেকখানি বেড়েছে। তাপে তাতাচ্ছে চারদিক। নাস্তা সেরে ঢালের কাছে ফিরে এলো কেইন। ধুধু করছে প্রান্তর। চলন্ত প্রানের চিহ্ন নেই কোথাও। দূরে সরে গেছে ইণ্ডিয়ানরা, কিন্তু নজর রাখছে ঠিকই। যে মুহূর্তে মেসা ত্যাগ করে নদীর দিকে এগুবে ঠিক তখনই হামলা চালাবে। নদী পার হবার সময় আক্রমণের জন্য নেবে ওরা।

জটিল সমস্যায় পড়েছে ওরা। বিশাল লাট-বহর আর নিরীহ লোকজন সাথে না থাকলে তেমন একটা সমস্যার সৃষ্টি হতো না। টমাস বিলের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে রয়েছে। জুলি এখন ওর সাথে খুব একটা কথা বলছে না। এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। যেচে কথা বললে হ্যাঁ-হু গোছের জবাব দিচ্ছে। যে ঘটনাটা ওকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিচ্ছে তা হচ্ছে জুলি থেকে থেকেই কেইনকে কফি দিয়ে আসছে। ঈর্ষায় জ্বলছে বিল। কেইনের সাথে ও কোন ব্যাপারেই সমকক্ষ নয়। মেজাজটা আরো বেশী করে খারাপ হচ্ছে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো অথচ ইণ্ডিয়ানদের দেখা মিললো না। হাওয়ায় উবে গেছে যেনো ওরা। রাতে সতর্ক হয়ে পাহারা দিলো। আজ অন্য কোন পরিকল্পনা করে থাকতে পারে ইণ্ডিয়ানরা। ঢালের নিচ থেকে আগুনে তীর নিক্ষেপ করলে বেকায়দা অবস্থায় পড়ে যাবে। আগুন নেভানো আর যুদ্ধ করা, দু'টো একই সাথে সম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে রাত হলো, গড়িয়ে চললো শেষের দিকে। কিন্তু আঁধারে কোন ছায়া নড়ে উঠলো না। আগুনে তীর নিক্ষেপিত হলো না। হাঁফ ছাড়লো অভিযাত্রীরা। কিন্তু উত্তেজনা বাড়লো। কি করতে চাইছে ওরা?

ভোর রাতে ইণ্ডিয়ানদের খোঁজে বেরুতে চাইলো কেইন। জুলি বাধা দিলো।

পরদিনও ইণ্ডিয়ানদের দেখা মিললো না।

দু'দিন পর। সকাল।

টমাস বিল উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে রেঞ্জ হারপার আর কার্ল উলসনের সাথে। কেইন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে।

'কেইন, আমাদের একটা উপায় বের করতে হবে।' বললো রেঞ্জ হারপার।

'পানির স্টক আর ক'দিন চলবে?' জানতে চাইলো কেইন।

সরু চোখে কেইনকে জরিপ করলো রেঞ্জ হারপার। 'চারদিন।'

'রেশনের ব্যবস্থা করো, সপ্তাহ খানেক থাকতে হবে এখানে।'

'কখনো না।' বিদ্রোহী হলো টমাস বিল। 'এক্ষুণি রওনা দেবো আমরা। ইণ্ডিয়ানরা চলে গেছে দু'দিন আগেই।'

'তাই।' হাসলো কেইন। 'টমাস বিল, তোমার যদি ফোর্ট ডায়মণ্ডে যাবার ইচ্ছে হয় যেতে পারো—তবে একা।'

রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো বিল। 'এখানে মরতে চাইনা আমরা।'

'মেসার বাইরে গেলেই মরবে।' শান্ত কণ্ঠে বললো কেইন।

'মেসা থেকে সিকি মাইল যাবার পর ধুলোয় মিশে যাবে।'

শব্দ করে হাসতে লাগলো বিল। 'ইন্‌ডিয়ানরা চলে গেছে,' জোর গলা বিলের। 'এখানে আর এক মুহূর্ত থাকবো না আমি।'

'বিল, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো।' বোঝাতে চেষ্টা করলো রেঞ্জ হারপার।

'তোমরা পচো এখানে!' ঘুরে হাঁটা ধরলো বিল। জিনিস পত্র গোছাতে যাচ্ছে ও।

বিল চলে যেতে কার্ল উলসন তাকালো কেইনের দিকে। 'ইন্‌ডিয়ানদের ব্যাপার-স্যাপার ভালো জানো তুমি। এখানে বন্দী হয়ে আর ক'দিন থাকবো আমরা?'

'ইন্‌ডিয়ানদের ধৈর্য অসীম। ওরা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য। কিন্তু আমাদের পানি—খাদ্য ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।' থামলো কেইন। বিলের দিকে তাকালো। স্টেজে মালপত্র তুলছে বিল। ওর সাথে ডিক্সন হাত মিলিয়েছে। 'আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।'

'কিন্তু কিভাবে?' প্রশ্ন করলো রেঞ্জ হারপার।

'আজ রাতে ফোর্ট ডায়মণ্ডে পৌঁছবো আমি।'

'মানে?' হা মুখে জিজ্ঞেস করলো কার্ল উলসন।

'মানে, আর্মি আসবে আমাদের উদ্ধার করতে।'

'মেসা থেকে নামার পরই ইন্‌ডিয়ানদের নজরে পড়ে যাবে তুমি।'

মৃদু হাসলো কেইন। 'তোমাদের রক্ষার ভার আমার। আর জুলিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমি। কাজেই কিছুটা ঝুঁকি নিতেই হবে।'

মিনিট পনেরোর ভেতর একটা স্টেজ আর একটা বাকবোর্ড ধীরে ধীরে মেসার ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগলো। ওদের সাথে আরো একজন যোগ দিয়েছে, রিচার্ড।

ঢাল বেয়ে নামার সময় কেইন বিলকে সাবধান করলো। 'বিল, ফিরে এসো। বোকামী কোরো না।'

কটাক্ষ করে হাসলো বিল। 'এই নরকে তুমিই থাকো। শয়তানদের এখানেই মানায়।'

কথা বাড়ালো না কেইন। রেঞ্জ হারপারও ফিরে আসার জন্য বললো। পাত্তা দিলো না বিল।

ঘণ্টা দু'য়েক হয়ে গেলো টমাসরা গেছে। কিন্তু এর মাঝে কোন গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসেনি। একটা ক্ষীণ আশা উঁকি দিলো সবার মনে। সত্যিই কি ইণ্ডিয়ানরা চলে গেছে। বিপদের মাঝে যে কোন আশা অত্যন্ত বেশী আঁকড়ে ধরতে চায় সবাই।

কেইনও ভাবছে ব্যাপারটা নিয়ে। সত্যিই কি চলে গেছে ইণ্ডিয়ানরা? এখান থেকে ফোর্ট ডায়মণ্ডের দূরত্ব বড়ো জোর সত্তর মাইল। আশে পাশে আর্মি ইউনিট থাকা খুবই স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়ানরা কি তেমন কোন ইউনিট দেখে পালিয়েছে? হতে পারে। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি মানতে পারলো

না। এদিকে আমি এলে ওদের চিহ্ন পেয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতো ওরা।

আরো আধঘণ্টা পর সবাই যখন নিশ্চিত হতে যাচ্ছিলো টমাস বিল নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ফোর্ট ডায়মণ্ডের দিকে। ঠিক তখন দক্ষিণে ধুলোর ঝড় দেখে বিস্ময়ে হা হয়ে গেলো সবার মুখ। লোকটা টমাস বিল, প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। পেছনে দশ বারোজন ইন্‌ডিয়ান। তেড়ে আসছে।

দৃশ্যটা দেখার পর বিদ্যুৎ খেলো গেলো কেইনের ভেতর। দৌড়ে ঘোড়ার কাছে গেলো। স্যাডল চাপানোই ছিলো, লাফিয়ে উঠলো।

'কেইন কি করছো তুমি?' চেঁচিয়ে উঠলো রীগ রয়েট।

'হয়তো বাঁচাতে পারবো।' লাগাম টেনে ঘোড়া ছোটালো ও। কিন্তু মেসার নিচে নেমে থামতে হলো।

ঝাঁক ঝাঁক তীর নিক্ষেপ করছে ইণ্ডিয়ানরা। কয়েক কদম এগিয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেলো বিল। সাত আটটা তীর শরীরে বিঁধেছে ওর। ঘোড়াটা একদিকে ছুটে গেলো। একসাথে ঘোড়া থামালো ইণ্ডিয়ানরা। তারপর ইণ্ডিয়ান ভাষায় চিৎকার দিয়ে উঠলো। কয়েকজন ছুটলো বিলের ঘোড়াটা ধরার জন্য।

মেসায় উঠে এলো কেইন। ওর করার কিছু নেই এখন।

ইণ্ডিয়ানরা ক্ষান্ত হলো না। বিলের দেহটা ব্যবচ্ছেদ করায়

মনোযোগী হলো। মেয়েরা দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলো না। মুখ ঢাকলো।

বিকেলের দিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। সন্ধ্যার আগে দু'জন ইণ্ডিয়ানকে দেখা গেলো সিকি মাইল দূরে। ঘোড়ার ওপর অনড় বসে মেসার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর চলে গেলো উত্তরে।

রীগ রয়েটকে পুরো দায়িত্বটা বুঝিয়ে দিলো কেইন। মেসার মুখে জোরদার পাহারার ব্যবস্থা করা হলো।

সন্ধ্যার পর পরই ঘোড়া প্রস্তুত করলো কেইন। রওনা দেবার আয়াজন করতেই জুলি বাধা দিলো। 'কেইন, প্লিজ যেয়ো না।'

'আবার ফিরে আসবো আমি।' হাসি মুখে বললো কেইন।

জুলির ঠোঁটে আলতো চুমো খেতে গেলো কেইন। কিন্তু ঠোঁট স্পর্শ করার আগে সরিয়ে নিলো। 'জুলি,' ফিস্‌ফিস্‌ স্বর ওর। 'ফিরে এসে···, পাওনা রইলো।'

'কেইন।' গভীর অস্ফুট স্বর জুলির।

আঁধার গাঢ় হতে মেসার ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এলো কেইন। বুকের ভেতরটা আশঙ্কায় ধুকপুক করছে। যে কোন মুহূর্তে ইণ্ডিয়ান বুলেট বা তীর ছুটে আসতে পারে। বাঁচার শেষ আকুতি, তারপর চিরতরে অজানা আঁধারে হারিয়ে যাওয়া, মৃত্যু।

ঢাল থেকে নেমে বামে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো ঘোড়াটাকে।

একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ে অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ। নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এলো কিছুক্ষণ পর। মেসার দিকে নজর রাখছে ইণ্ডিয়ানরা। ওদের চোখে নড়াচড়া ধরা পড়লে মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে।

এই মুহূর্তে তীর বেগে ঘোড়া ছোটানো উচিত কিনা ভাবছে কেইন। লুকিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের চোখে পড়ে গেলেই শেষ। কেইনের ধারনা একটু পরেই ঐ ভয়ানক ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে।

মুঠিতে শক্ত করে পিস্তল ধরলো কেইন। নদী পর্যন্ত নিঃশব্দে এগুতে হবে ওকে একজনের চোখেও না পড়ে। কাজটা অসম্ভব, মাথা নাড়লো আপন মনে। হাত দশেক এগিয়ে সতর্ক চোখে তাকালো চারদিকে—কেউ নেই।

ধড়াস ধড়াস করে বুকের ভেতরটা কাঁপছে। মনে হচ্ছে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে ফুসফুস। সোজা হয়ে দম নিলো কয়েক সেকেণ্ড। উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এলো অনেকখানি। ঠান্‌ডা করলো মাথা।

নদীর দূরত্ব মাইলখানেক। তীরবেগে ঘোড়া ছুটানোর চিন্তা করছে। চিন্তাটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। হ্যাঁ, এই কাজটাই করতে হবে। নদীর গভীরতা কম হলে পার হতে বেগ পেতে হবে না। উল্টোটি ঘটলে বিলের মতো অবস্থা হবে।

ঝেড়ে দৌড় দেবার সিদ্ধান্তই নিলো কেইন। ঘোড়াটাকে আর

একটু হাঁটিয়ে নিয়ে এলো একটা বোল্ডারের পাশে।
মাটিতে উপুড় হয়ে ছিলো ইন্‌ডিয়ান তিনজন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো একে একে কেইনের দিকে। চট করে পিস্তল উঠিয়ে গুলি করলো কেইন। দু'জনকে গুলি করার সময় পেলো। কিন্তু তৃতীয়জন বুকের ওপর পড়তে উল্টে গেলো পেছনে। অনুভব করলো কাঁধের কাছে জ্বালা করছে। ছুরি চালিয়েছে ইন্‌ডিয়ানটা। দ্বিতীয়বার ছুরি উঠানোর সময় দ্রুত পিস্তল ঘোরালো কেইন, ইন্‌ডিয়ানটার কোমরের দিকে। হাড় ভাঙগার স্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো গুলির শব্দের সাথে।
কাঁধের ক্ষত দেখার মতো সময় নেই এখন। শিরদাঁড়ায় তীক্ষ্ণ ব্যথা পেয়েছে কিন্তু সে দিকেও মন দিলো না। রেকাবে পা আটকে কোন মতে চড়ে বসলো স্যাডলে।
বোল্ডারের আড়াল থেকে আরো একজন ইন্‌ডিয়ান বের হলো এসময়। হাতে গাদা বন্দুক। তাক করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ঘোড়ার খুরের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়লো একদিকে।
তীরবেগে ঘোড়া ছোটালো কেইন সোজা দক্ষিণে। ঘোড়ার দেহের সাথে লেপ্টে রেখেছে দেহ। পেছনে পর পর কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। গতি আরো খানিকটা বাড়াতে চেষ্টা করলো ও। বাড়লো না। প্রাণপণে ছুটছে ঘোড়াটা। রেসে নেমেছে যেনো।
বিশ মিনিটের মাথায় এলডোরোডার তীরে পৌছলো কেইন। ঘাড় ফেরালো পেছনে। চার পাঁচ জনের একটা ইণ্ডিয়ান

ঘোড়সওয়ারী দল ছুটে আসছে। নিজের ঘোড়ার খুরের শব্দের জন্য শুনতে পায়নি। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল টেনে নিলো দ্রুত হাতে। লক্ষ্য স্থির করতে পারলো না ঠিক মতো। কিন্তু এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করলো কিছু। হারিয়ে গেলো ইণ্ডিয়ানরা।

জমকালো পানি, শ্লথ গতিতে ছুটে যাচ্ছে ভাটিতে। প্রার্থনা করলো যেনো গভীরতা বেশী না হয়। পেছনে আরো একবার তাকিয়ে আড়াল লক্ষ্য করে গুলি করলো কেইন। তারপর ঘোড়াসহ নেমে পড়লো নদীতে। যতটুকু পারলো দ্রুত এগুনোর চেষ্টা করলো। মাঝ বরাবর নদীর গভীরতা প্রার্থনা মতো কমই রইলো, ঘোড়ার পেটের নিচ পর্যন্ত। দিন্তু তারপরই গভীরতা হঠাৎ করে বেড়ে যেয়ে ঘোড়ার পিঠ ছুঁতে শুরু করলো। ভিজে গেলো স্যাডল, গতি কমে গেলো, অগাধ পানির চাপ ঠেলে এগোতে কষ্ট হচ্ছে ঘোড়াটার।

ইণ্ডিয়ানগুলোকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো কেইন। ভুল ভাঙগলো, তীরে এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচজন। নদীতে নামবে কিনা চিন্তা করছে।

রাইফেল তুললো কেইন। গুলি করলো এলোপাথাড়ি। জবাব দিলো ইণ্ডিয়ানরা। তীর আর গুলি ছুটে এলো ওর দিকে। স্যাডলের একপাশে হেলে পড়লো ও। তীর আর গুলি আশেপাশে এসে পড়ছে।

তীরে উঠে হাঁফ ছাড়লো কেইন। নদীর ওপাশে ইণ্ডিয়ানদের

আর দেখা যাচ্ছে না। নদী পার হবার চিন্তা-ভাবনা করছে নাতো? অবশ্য এপারেও ইণ্ডিয়ানরা থাকতে পারে। অতোটা নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়।

দক্ষিণ-পুবে ঘোড়ার মুখ ঘোরালো কেইন। প্রতিটি আড়াল তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে ঘোড়া ছোটালো। ফোর্ট ডায়মণ্ড সত্তর মাইলের পথ। দ্রুত গতিতে এবং দিক ঠিক থাকলে ঘণ্টা তিনেক লাগবে পৌঁছতে।

ফোর্ট ডায়মণ্ডের কাছাকাছি হতে চায় না বলেই হয়তো ইণ্ডিয়ানরা পিছু নিলো না কেইনের। কিন্তু ওরা অন্য একটা পরিকল্পনা করলো। যে লোকটা মেসা থেকে নেমে ভেগেছে, ওই লোকটাই ওদের পরাজয়ের মূল কারণ। প্রথম থেকে চমৎকার নেতৃত্ব দিচ্ছে। সাহসী এবং কৌশলী লোক। ওর অনুপস্থিতিতে সাদা চামড়াদের ক্যাম্প আক্রমণ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। কেইন নদী পার হবার পরই গুটি গুটি পায়ে এগুতে শুরু করলো ওরা মেসার দিকে।

তীরবেগে ঘোড়া চালাচ্ছে কেইন। মাথার ভেতর ঝড় বইছে, চিন্তার। বিলদের হারিয়ে এমনিতেই অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে কার্লরা। এখন সেও নেই ক্যাম্পে। এই মুহূর্তে ইন্‌ডিয়ানরা ক্যাম্প আক্রমণ করলে দিশেহারা হয়ে পড়বে কার্লরা।

নিস্তব্ধ প্রান্তরে কেইনের ঘোড়ার খুরের শব্দ সমস্ত নিরবতাকে ভেঙেগ টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। একই গতিতে ছুটছে ও

ছন্দময় শব্দ হচ্ছে। খুরের চাপে ধুলো উড়ছে, ছোট পাথর ছিটকে যাচ্ছে। অনুমান করলো ও, ফোর্টে পৌঁছতে পৌঁছতে ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যাবে।

ঘন্টাখানেক পর অনুমান করলো ও, অন্ততঃ পনেরো মাইলের মতো এগিয়েছে। বারবার পেছনে তাকিয়ে সতর্ক হয়েছে, ইন্‌ডিয়ানরা অনুসরণ করছে না ওকে।

থেমে কান পেতেছে বাতাসের সাথে। কোন খুরের শব্দ হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর অ্যাসপেন বন শুরু হলো। গতি কমে গেলো কেইনের।

তারপর যখন অ্যাসপেনের বন শেষ হলো, ঘোড়া থামিয়ে তাকিয়ে রইলো পুবে। অন্ততঃ মাইল খানেক দূরে, ক্ষীণ একটা আলো। ক্যাম্প ফায়ার। ফোর্ট ডায়মন্ডের এতো কাছাকাছি ইন্‌ডিয়ানরা ক্যাম্প ফায়ার তৈরী করে আরাম করবে না কখনো। ক্যাভালরির কোন পেট্রোল দল হবে হয়তো।

কাছাকাছি হতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো ওর। মাঝারি ধরনের ক্যাম্প ফায়ার পাহাড়ের ঢালে। একদিকে তিনজন সৈনিক বসে আছে, তিনজনের একজন কিছু একটা বোঝাচ্ছে। একজন রান্নার কাজে ব্যস্ত। পাশেই কয়েকটা ঘোড়া। সংখ্যাটা হিসেব করতে পারলো না কেইন।

খুরের শব্দ পেয়ে খুব দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেলো ওরা। তিনজন চট করে আশেপাশের আঁধারে হারিয়ে গেলো। একজন

ইউনিফর্ম পরা সৈনিক ক্যাম্পফায়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো কোথা থেকে। যে সৈনিকটা রান্না করছিলো ওই কাজেই নিয়োজিত রাখলো নিজেকে।

ক্যাম্পফায়ারের সামনে এসে ঘোড়া থামালো কেইন। চার দিকে একবার তাকিয়ে নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে। ইউনিফর্ম পরা লোকটাকে ব্যাজ দেখে পদবী চেনার চেষ্টা করলো, কর্পোরাল। কেইন একটু মৃদু হেসে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, 'আমি জনি কেইন। বিপদে পড়েছি।'

কেইনকে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়াস পেলো কর্পোরাল। 'কোথা থেকে এসেছো?'

'এলডোরোডার তীরে একটা মেসার ওপর আটকা পড়েছি, পঁচিশ জন। মহিলা আর শিশুও আছে। ইণ্ডিয়ানরা ঘিরে রেখেছে আমাদের।' বললো কেইন।

কর্পোরালের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো আরো। 'বলছো, ইণ্ডিয়ানরা ঘিরে রেখেছে অথচ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে এসেছো।'

'পালিয়ে নয়,' সংশোধন করে দিলো কেইন। 'আর্মির সাহায্য নিতে।'

'কতজন ইন্ডিয়ান আছে?'

'ত্রিশজনের ওপরে।'

কেইনের দিকে তাকিয়ে রইলো কর্পোরাল।' কথার অর্থ বুঝতে চাইছে কেইনের মুখের ভূগোল থেকে। 'ঠিক আছে সাহায্য অবশ্যই পাবে আর্মির কাছ থেকে। ইণ্ডিয়ানদের উৎপাত

এ বছর অনেক বেড়ে গেছে। শালারা আমাদের আর সহ্যই করতে পারছে না।'

কেইন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলো।

'লুগার্টি,' একজন সৈনিককে ডাকলো কর্পোরাল। 'পলকে নিয়ে এক্ষুনি রওনা হয়ে যাও ব্যারাকে। মেজরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। যাও, জলদি রওনা হয়ে যাও।'

আড়াল থেকে দু'জন সৈনিক বেরিয়ে এলো। কেইনকে পর্যবেক্ষণ করে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় আটকা পড়েছো তোমরা?'

জায়গার নাম জানে না কেইন। কিন্তু বর্ণনা দিতে একজন মাথা নাড়লো। ওই মেশায় দশজন সৈনিক আটকা পড়েছিলো গত বছর। দশজনই মারা গিয়েছিলো ইণ্ডিয়ানদের হাতে। ওদের মারতে দু'সপ্তাহ লেগেছিলো ইণ্ডিয়ানদের। পানির অভাবেই নেতিয়ে পড়েছিলো ওরা।'

আঁধারে লুগার্টি আর পল মিলিয়ে গেলো ঘোড়া নিয়ে। কিন্তু খুরের শব্দ ভেসে এলো বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত। পেট্রোল দলটার সাথে দেখা হয়ে অনেকখানি সময় বেঁচেছে ওর।

'কেইন, দেখে মনে হচ্ছে একজন পিস্তলবাজ লোক তুমি। ওই দলে ভীড়লে কিভাবে।' জিজ্ঞেস করলো কর্পোরাল।

মৃদু হাসলো কেইন। 'নিরীহ লোক ওরা, শান্তির অন্বেষণে বেরিয়েছে।'

'হু' মাথা ঝাঁকালো কর্পোরাল। 'মনে হচ্ছে ভালো লোক

তুমি।'

'মেসায় ফিরে যাচ্ছি আমি।' উঠে দাঁড়ালো কেইন। 'ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে আছে ওরা।'

অবাক হয়ে কেইনকে জরিপ করলো কর্পোরাল। 'ইণ্ডিয়ানদের ব্যূহ ভেদ করে ওখানে যাবে কিভাবে?'

'যেতেই হবে।' দৃঢ়স্বর কেইনের। 'নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক মৃত্যুর সাথে লড়ছে।'

কেইনের আপাদমস্তক দেখে হাসলো কর্পোরাল। 'ওখানে তোমার একজন প্রেমিকা আছে, ঠিক না?'

'বিপদের মাঝে আছে ওরা।' ঘুরে হাঁটা ধরলো কেইন।

পেছন থেকে কর্পোরাল থামালো ওকে। 'কফি খেয়ে যাও।'

কফি শেষ করে কেইন যখন আবার রওনা হলে, কর্পোরাল বললো, 'আগামীকাল সকালেই সৈন্যদল পৌঁছবে ওখানে। আর এখন তোমার সাথে আমরাও যাচ্ছি।'

'দলে ভারী থাকলে খারাপ হবে না।' ঘুরে বললো কেইন।

সৈন্যরা দ্রুত ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা দিলো কেইনের সাথে।

মাঝ রাতে এলডোরোডার তীরে পৌঁছলো ওরা। নদী তীরে থাকতেই গুলির শব্দ ভেসে এলো কানে। রয়ে সয়ে গুলি করা হচ্ছে। জবাব দিচ্ছে প্রতিপক্ষ।

একটা রীজের ভেতর ঘোড়াগুলো লুকিয়ে নদী পার হলো কেইনরা। এগোলো মেসার দিকে।

নিঃশব্দে আর গুটি গুটি পায়ে বোল্ডার আর ঝোপের আড়ালে

আড়ালে পথ চললো। মেসা থেকে আধ মাইল মতো দূরে থাকতে থামলো ওরা। কর্পোরাল বললো, 'ইন্‌ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো ভাগাতে পারলে কাজ হতো।'

'শক্ত কাজ,' জানালো কেইন। 'একবার হারিয়ে শিক্ষা হয়েছে ওদের।'

'মানে?'

সংক্ষেপে বললো কেইন সপ্তাহ আগের ঘটনাটা। 'আপাততঃ একটা আড়াল নিতে হবে আমাদের, মেসা থেকে খুব কাছে।'

'মেসার খুব কাছে একটা টিলা আছে,' জানালো একজন সৈনিক। 'চমৎকার কাজ দেবে।'

এই টিলাটার কথা আগে থেকেই ভাবছে কেইন। মেসা থেকেই দেখেছে ওখানে বসে মেসার ওপরটা দেখা যায়। গতরাতে দু'জন ইন্‌ডিয়ানের নড়াচড়া নজরে পড়েছিলো ওর।

এসময় গোলাগুলির শব্দ সচকিত করে তুললো কেইনদের। এক নাগাড়ে গুলি করছে ইণ্ডিয়ানরা। কার্লরা জবাব দিচ্ছে না খুব একটা। মেসার ঢালটা শুধু আটকে রাখতে পারলেই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি পারবে?

'কেইন, ভোর পর্যন্ত টিলায় থাকবো আমরা। যদি পারি দু'একটাকে সাবড়ে দেবো ওখান থেকে।' জানালো কর্পোরাল।

মাথা ঝাঁকালো কেইন। অন্য কথা ভাবছে ও। মেসায় যেতে হবে ওকে। 'তোমরা তিনজন টিলায় উঠে পড়ো। আমি মেসায় যাচ্ছি।'

'পাগল হয়েছো ?' বিস্ময় প্রকাশ পেলো কর্পোরালের কণ্ঠে।
'না।' কেইনের দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

২৪

গোলাগুলি এখন থেমেছে। কিন্তু কার্লরা এখনো একটা দু'টো করে গুলি করছে। এই সব গুলিতে কেউ আহত হচ্ছে না। শুধু জানিয়ে দেয়া হচ্ছে সতর্ক রয়েছে কার্লরা।
চাঁদ উঠেছে একটু আগে। চাঁদের আলো মানুষের ভেতর প্রশান্তি এনে দেয়। কিন্তু কেইনের মেজাজ খিঁচড়ে গেলো। চাঁদ উঠা মানে মেসায় পৌঁছানোর পথটা বন্ধ হয়ে যাওয়া।
একটা ঝোপের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে কেইন। পাতা ফাঁক করে তাকিয়ে আছে সামনে, মেসার দিকে। চঞ্চল ভাবে চোখের দৃষ্টি ঘুরছে ওর। চার পাঁচ জন ইণ্ডিয়ানকে দেখলো ঢালের নিচে নড়াচড়া করতে। ইচ্ছে হলো গুলি করে ফেলে দিতে। কিন্তু গুলি করে ক'টাকে মারবে।
একটু পর গোলাগুলি বন্ধ হলো।
এই ঝোপটা নিরাপদ নয় ওর জন্য। যে কোন সময় অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

ছ'সাত জন ইণ্ডিয়ান উবু হয়ে দৌড়ে গেলো মেসায় খাড়া ঢালের দিকে। হাতে মাটির পাত্রে জিয়ানো আগুন। মুহু ধোয়া উঠছে। চমকে উঠলো কেইন। নিচ থেকে আগুনে-তীর নিক্ষেপ করবে ইন্‌ডিয়ানরা। আগুন ধরে যাবে স্টেজ কোচগুলোয়, ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করবে। আর ঠিক তখন ঢাল বেয়ে ধেয়ে যাবে ইন্‌ডিয়ানরা।

মেসার উপরে কিছুই টের পাবে না কার্লরা। যখন টের পাবে দেখবে স্টেজ কোচগুলোয় আগুন জ্বলছে আর ঢাল বেয়ে পিল পিল করে ছুটে আসছে ইন্‌ডিয়ানরা।

সতর্ক চোখে চারদিকে তাকালো ও। তিন চার জন ইন্‌ডি-য়ানকে দেখলো মেসার ঢাল থেকে পাথরের আড়ালে। এক-জন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আগুনে-তীর নিক্ষেপ করার কিছুক্ষণ পর সবাই মেসার দিকে ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করলে কার্লরা টিকতে পারবে না। অবশ্য এখনই যদি কাজটা করে তবুও জিতে যাবে ইন্‌ডিয়ানরা। বেশি হলে দশ জনকে ঘায়েল করতে পারবে কার্লরা।

হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কেইন। একটুক্ষণ পড়ে থেকে এগোলো সামনে। প্রার্থনা করছে, এই মুহূর্তে কেউ ওকে যেনো দেখে না ফেলে।

হাত বিশেক এগিয়ে থামলো ও। মাথা উঁচু করে তাকালো সামনে, চারদিকে। কয়েক জন ইন্‌ডিয়ানের অস্পষ্ট নড়াচড়ার আভাস চোখে পড়লো। মেসার নিচের ইন্‌ডিয়ানদের রাই-

ফেলের নাগাল পেতে হলে অন্ততঃ আরো হাত বিশেক এগোতে হবে ওকে।

তীর ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ইণ্ডিয়ানরা। ইতিমধ্যে কয়েকটা তীরে আগুন ধরিয়েও ফেলেছে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। নিচ থেকে আড়াআড়িভাবে ওপরের দিকে তীর ছুঁড়বে ওরা। কেইন যখন ওদের পেছনে পৌঁছলো ততক্ষণে পাঁচটা তীর ছুঁড়েছে ওরা। কয়েকটা স্টেজ বাকবোর্ড বা তারপুলিনের ওপর পড়েছে। আগুন ধরতে শুরু করেছে। ওপরে কার্লরা এখনই হয়তো হৈ চৈ শুরু করবে।

অনুমানটা ভুল প্রমাণিত হলো। খাড়া ঢালের প্রান্ত থেকে আগুন লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো কার্লরা। প্রস্তুত ছিলো ইণ্ডিয়ানরা। নিচ থেকে গুলি করলো ছায়া লক্ষ্য করে। চিৎকার দিয়ে উঠলো মেসার ওপরের লোকটা। এই সুযোগে অন্যান্য ইণ্ডিয়ানরা আগুনে তীর নিক্ষেপ করে চললো।

বড়ো একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলো কেইন। এই পথটুকু আসতে জান বেরিয়ে গেছে ওর। বুকটা হাঁপরের মতো উঠা নামা করছে। ঘেমে একাকার হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। তারপর রাইফেল তুললো। সাত জন আছে এখানে, গুণলো কেইন। তিনজনকে পর পর মারতে পারবে। কিন্তু অন্যরা সাবধান হয়ে যাবে। মেসার ওপর থেকে এখন কেউ গুলি করছে না। আগুনে তীর নিক্ষেপ করায় ব্যস্ত রয়েছে ওরা।

তিনজনকে প্রথম বারেই মাটিতে ফেলে দিলো কেইন। চতুর্থ জনকে আহত করলো। যে ইন্‌ডিয়ানটা তীর নিক্ষেপ করছিলো চট করে ঘুরে গেলো ওর দিকে। পরক্ষণে তীর ছুঁড়ে দিলো। ঠিক বুকে আঘাত করলো আগুনেতীর। চিৎ হয়ে উল্টে পড়লো কেইন। মাথা ঠুকে গেলো মাটির সাথে। হাত থেকে ছুটে গেলো রাইফেল।

ভাগ্য ভালো তীরটা মুখে এসে লাগেনি। রাতের দুনিয়া আঁধার হয়ে আসতো এতক্ষণে। তীরটা টান মেরে খুলে ফেললো। কোমর থেকে পিস্তল টেনে গড়িয়ে সরে গেলো এক-পাশে। ঢালের নিচে তিনজন ইণ্ডিয়ান। ওরা কেইনের অবস্থান জানে।

সবচেয়ে কাছের আড়ালটা একটা ঝোপ, ঝোপের ওপাশে বড়-সড় পাথর খণ্ড আছে। সাত-আট ফুট দূরে। আপাততঃ ওখানে যেতে পারলে কিছুক্ষণের জন্য নিরাপদ হওয়া যায়।

ঝুঁকি নিলো ও, উবু হয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলো ঝোপের দিকে। পেছনে তিনটা রাইফেল একই সাথে গর্জে উঠলো। ঝোপ থেকে যখন মাত্র এক হাত দূরে মাটিতে আছড়ে পড়লো কেইন। বাম হাটুর নিচে গুলি লেগেছে।

মাটি খাঁমচে সরে এলো হাত খানেক, ঝোপের পাশে। পর পর আরো কতগুলো বুলেট এসে গাথলো আশে পাশে।

যতই কষ্ট হোক জায়গা বদলে বামে দু'টো পাথরের আড়ালে চলে এলো ও। দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মাথা নিচু করে রইলো।

ইন্‌ডিয়ানরা এখন জানে ও আহত হয়েছে, কাজেই যা করবে ধীরে সুস্থে।

খানিক বাদে মাথা তুললো কেইন। কিন্তু সাথে সাথে নিচু করে ফেললো আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখে। পাথরের সাথে ঘষা খেলো ধাতব বুলেট। দেরী করলে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। মাথা তোলার সাহস হলো না আর। এবার মাশুল দেবার পালা।

পা টেনে টেনে হাত পাঁচেক দূরে আরো একটা পাথরের পেছনে হটে এলো ও। মাথার ওপর দিয়ে শীষ কেটে গেলো বুলেট। সমস্ত আশা শেষ হয়ে আসছে কেইনের। একেবারে জবুথবু অবস্থা।

এসময় কেইনের কাছ থেকে হাত ত্রিশেক দূরে একটা রাইফেল গর্জে উঠলো। পর পর তিনবার। থামলো না রাইফেলটা। আরো কতগুলো বুলেট ছুটে গেলো ইন্‌ডিয়ানরা যে দিকে অবস্থান নিয়েছে ওদিকে। দু'জন চিৎকার করে উঠলো।

গুলি থামাতে কর্পোরালের গলায় চাপা আওয়াজ শুনতে পেলো কেইন। 'জলদি এসো এদিকে, কেইন।'

'আমি আহত, পায়ে গুলি লেগেছে।'

পদশব্দ পেলো কেইন। আসছে কর্পোরাল। কেইনকে এক নজর দেখে ওর অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলো। তারপর কেইনকে ঝটকা মেরে দাঁড় করিয়ে দিলো। 'ঘাড়ে ভর দাও।

পালাতে হবে।' দ্রুত বললো সে।

'হ্যাঁ, পালাতে হবে।' ক্লিষ্ট হাসি ওর মুখে।

এক রকম দৌড়েই চললো কর্পোরাল। প্রচণ্ড ব্যথায় চক্কর দিয়ে উঠলো কেইনের মাথা। তীক্ষ্ণ ব্যাথায় চাপা যন্ত্রণার স্বর বেরিয়ে এলো মুখ থেকে।

দু'মিনিটের মাথায় টিলাটার কাছে পৌঁছলো ওরা। কতগুলো পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। তিনচার জন ইণ্ডিয়ান।

টিলাটার উচ্চতা পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মতো। ওপরে দু'জন সৈনিক আছে। ওরা ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পেয়ে গুলি করলো। থেমে গেলো পদশব্দ। লুকিয়ে পড়েছে ইন্ডিয়ানরা।

এই ফাঁকে টিলার ওপরে উঠতে শুরু করলো কর্পোরাল। কেইনের একপা অকেজো। কিন্তু কাজে লাগাতে গিয়ে বুঝলো, মাস দুয়েক বিরত থাকতে হবে ওকে। তবু চেষ্টার ত্রুটি করলো না। কর্পোরালের একান্ত সহযোগিতায় অর্ধেক উঠে হাঁফিয়ে উঠলো। টিলার ঢাল খুব একটা খাড়া নয়। এক নিঃশ্বাসে উঠতে পারবে যে কেউ। কিন্তু এই মুহূর্তে কেইনের মনে হলো, ও টিলায় উঠতে চাইছে না, চাইছে আকাশে উড়তে।

নিঃশ্বাস নেবার সময় দিলো কর্পোরাল। আশ্বাস দিয়ে বললো, 'কেইন, আর একটু।'

মাথা ঝাঁকালো কেইন। 'পারবো।' আত্মবিশ্বাস ওর কণ্ঠে। কিন্তু জানে, কোনকালেই সম্ভব নয় এটা।

আরো খানিকটা উঠে কর্পোরাল কেইনকে কুঁজো হয়ে ঘাড়ে

উঠিয়ে নিলো। ওপরে উঠার সময় মনে হলো দশমণী একটা বস্তা পিঠে চাপিয়েছে। ঝোপ-ঝাড় খামচে ধরে কোনমতে ওপরে উঠে এলো সে, কেইন সহ। এই সময় গুলির শব্দ হলো নিচ থেকে। কেইন সহ চূড়োয় আছড়ে পড়লো কর্পোরাল। বুকে গুলি লেগেছে ওর।

মৃত্যুর আগে কর্পোরাল ধীর গলায় বললো, 'কেইন, তুমি সাহসী লোক। সকাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখো ইন্‌ডিয়ানদের।' টিলার চূড়োয় পনেরো ফুট মতো জায়গা আছে। কর্পোরালের লাশটা মাঝখানে রেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো কেইন। কিনারে এসে নিচে তাকালো, হাতে রাইফেল।

তিন দিকে তিনজন। টিলার গায়ে ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের চাঁই। কিন্তু এসব একজন মানুষকে আড়াল দিয়ে ওপরে উঠার সাহায্য করতে পারবে না। পায়ে অসহ্য ব্যথা, কিন্তু তারপরও হাসলো কেইন। কার্লদের যে অবস্থা হয়েছে, এখন ওদেরও একই অবস্থা হলো শেষ পর্যন্ত। বন্দী। একমাত্র উপায় আর্মি। ওরা না এলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

একজন সৈনিক কিছুক্ষণ পর কেইনের ক্ষতটা পরিষ্কার করে ব্যান্‌ডেজ বেঁধে দিলো। হাড়ে গুলি লাগেনি। সারা জীবনের জন্য খোঁড়া হয়ে যেতো তাহলে। বিশ্রী একটা গালি দিয়ে গুলি নিক্ষেপকারীকে অভিসম্পাত জানালো কেইন।

মেসার ওপর অস্পষ্ট নড়াচড়ার ইঙ্গিত। ভাগ্যিস এই টিলা থেকে গুলি মেসা পর্যন্ত পৌঁছায় না। নইলে অনেক আগেই

নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো কার্লরা।

নিচে ইন্‌ডিয়ানরা নেই। মরতে না চাইলে কেউ এই টিলায় উঠার সাহস দেখাবে না।

থেকে থেকেই মেসার দিকে তাকাচ্ছে কেইন। চারদিক নিশ্চুপ হয়ে আছে। কোথাও কোন নড়চড় নেই। পশ্চিমাকাশে অনেক আগেই চাঁদ ঢলে পড়েছে। তারাগুলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। নিচ থেকে ঝিঁঝিঁর ডাক আসছে এখন।

ইন্‌ডিয়ানরা চলে গেলো নাকি? ক্যাম্প থেকে কেইন একাই বেরিয়েছিলো। তারপর মাঝ রাতে আবার বেকায়দা আক্রমণ। এখন পর্যন্ত পুরো যুদ্ধটাই ইন্‌ডিয়ানদের বিরুদ্ধে গেছে। প্রথমবারই জিততো কেইন যদি আক্রমণ করে না বসতো। ডিনামাইট বিস্ফোরণে সবচেয়ে বেশী কাবু হয়ে পড়েছিলো ওরা।

রাত শেষ হতে চলেছে অথচ ইন্‌ডিয়ানদের সাড়া নেই। এর একটিমাত্র অর্থ দাঁড়াতে পারে, পালিয়েছে। যুদ্ধ একেবারেই প্রতিকূলে হলে সরে যায় ওরা। হয়ত ধারনা করছে আর্মিরা এসে গেছে।

চাঁদের আলো ফ্যাকাশে হতে শুরু করলো এক সময়। ম্লান হতে শুরু করলো তারা। এ সময় কার্লদের ক্যাম্প থেকে গুলি করা হলো অনেকগুলো। সজাগ হয়ে উঠলো কেইন এবং সৈনিক দু'জন। তাকিয়ে রইলো মেসার দিকে। একটু পরেই থেমে গেলো গুলির শব্দ।

কিছুক্ষণ পর প্রকৃতি যখন আরো ফর্সা হলো কেইনরা দেখলো

পঁচিশ জনের মতো ইণ্ডিয়ান টিলার চারপাশে। ঘিরে ধরেছে ওদের। লুকিয়ে আক্রমণ করার কোন ইচ্ছেই নেই ওদের।
আগুনে তীর এবং গুলি একই সাথে ছুঁড়তে শুরু করলো ওরা। কয়েকজন দৌড়ে টিলার নিচে চলে এলো। ইণ্ডিয়ানরা ওপরে উঠুক এটাই চাইছে ওরা।
কেইন সৈনিক দু'জনকে সাবধান করে দিলো। 'যারা ওপরে উঠবে শুধু তাদেরই গুলি করবো আমরা।'
'আমাদের শেষ না করে যাবে না ওরা।' ভয়ার্ত স্বরে একজন বললো।
'সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছি আমরা।' জানালো কেইন। 'রেডী হও।'

ইণ্ডিয়ানদের ধারনা ছিলো কেইনরা ওদের ফাঁদে পা দেবে। ওদের ছোঁড়া তীর এবং আগুনে তীর বেশীর ভাগ পাশ কেটে চলে গেলো। যে ক'টা ওপরে পড়লো কাজ হয়নি, নিভে গেছে।
ছ'জন ইণ্ডিয়ান ওপরে উঠার চেষ্টা চালাচ্ছিলো। অর্ধেক উঠার পরই হঠাৎ মাথা বের করলো কেইনরা। অবস্থানগুলো দেখে নিয়ে গুলি করলো। তিনজন মরলো, একজন পা পিছলে গড়িয়ে পড়লো নিচে, অপর দু'জন আহত হয়ে ঢাল খাঁমচে পড়ে রইলো।
একজন সৈনিক একটু বেশী মাথা বের করে ফেলেছিলো। মাথায় গুলি খেয়ে ওপর থেকে পড়ে গেলো নিচে। পড়ন্ত

অবস্থাতে আরো কতগুলো গুলি আর তীর হজম করতে হলো ওকে।

পূবাকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাত জাগার ক্লান্তি এবং পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আছে কেইন। কাঁধে ছুরি এবং পায়ের ক্ষত প্রচুর রক্ত নিয়েছে। ফলে মারাত্মক রকম দুর্বলও হয়ে আছে।

ইণ্ডিয়ানরা এখন দূরে সরে গেছে। ভয়ংকর লাগছে ওদের। রাগী এবং হিংস্র। একজন সাদা চামড়াকে পেলে কেটে ছিড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে।

সূর্য উঠেছে। কিন্তু আর্মিদের আসার নামগন্ধ নেই। মেজর কি বিশ্বাস করেনি। এত দেরী হচ্ছে কেন?

মেসার ওপরটা দেখা যাচ্ছে। বাকবোর্ড আর স্টেজ কোচ-গুলো তেমন ভাবেই আছে। শুধু মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য দাঁড়ালে দেখা যাবে। কিন্তু তাহলে ইণ্ডিয়ানদের গুলি খেতে হবে।

নিরাপদ দূরত্বে ইণ্ডিয়ানরা নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে। থেকে থেকে টিলা আর মেসার ওপরে তাকাচ্ছে। আক্রমণ করে লাভ নেই। নিজেদের লোক হারাতে হবে। কিন্তু অবরোধ করে রাখলে পানির অভাবেই মারা যাবে। এই সিদ্ধান্তটাই নিয়েছিলো ওরা। কিন্তু টিলার ওপর থেকে একজন সৈনিককে পড়তে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টেছে।

কিন্তু শেষ আক্রমণটা করা হলো না ওদের। এলডোরোডা

নদীর তীরে অগনিত ইউ, এস সৈনিকের ঢেউ জাগলো। দিশে-হারা হয়ে পালাতে শুরু করলো আদিবাসিরা।

দিন পনেরো পর। কেইন এখন লাঠিতে ভর করে হাঁটতে পারে। এই পনেরো দিনে প্রতিটা মুহূর্ত কেইনের পাশে থেকেছে জুলি। কেইনের ধারনা, জুলির প্রাণান্ত চেষ্টা না থাকলে এতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারতো না ও।

আরো ক'দিন পর বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলো, জুলি ছুটে এসে বাধা দিলো ওকে। 'কেইন, তুমি এখনো সুস্থ হওনি। নামো ঘোড়া থেকে।' কেইনের ঘোড়ার লাগাম ধরে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করলো মেয়েটা।

'জুলি, আমি সুস্থ হয়েছি।' জোর গলায় বললো কেইন।

'না,' ধমকে উঠলো জুলি। কেইনকে ঘোড়া থেকে নামানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

কেইন শক্ত হয়ে বসে আছে ঘোড়ায়, নামবে না।

'কোথায় যাচ্ছো তুমি?' কিছুটা হালছাড়া ভঙ্গিতে জানতে চাইলো মেয়েটা।

'নদীর দিকে। চলো তুমিও যাবে।'

'আমি যাবো, না?'

'র‍্যাঞ্চ বানানোর জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি।' জুলির হাত ধরে টানলো কেইন। 'এই ঘোড়ায় যাবো আমরা। এসো।'

আরক্ত হলো জুলির গাল। ভ্রুকুটি করলো। 'এবার বলবে একটা ঘরও বানাবে।'

স্মিত হাসি ফুটে উঠলো কেইনের মুখে। 'দুজনের জন্য একটা ঘর। আপাততঃ এটাই দরকার। তারপর আস্তে আস্তে সব হবে।'

সূর্য দিক চক্রাবলে নামছে ধীরে ধীরে। রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রকৃতিতে। বাতাস কিছুটা ঠাণ্ডা। অদ্ভুত সুন্দর একটা বিকেল। উপলব্ধি করলো, এই ধরনের বিকেল ওদের জীবনে এই প্রথম।

দুলকি চালে ঘোড়াটা ছুটছে। দুজনের মনে একটাই চিন্তা, ঘর বাঁধবে।

———